চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 45 Sunday, 14 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা ✱ ২৮ পৌষ, ১৪৩০, রবিবার, ১৪ জানুয়ারি , ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বিরোধীদের আইএনডিআই জোট ভেঙে যাবে। জানালেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, এই জোট শুধু বৈঠকই করে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। ... বিস্তারিত পাতা ৩

গত তিনমাস ধরে বাঁকুড়া জুড়ে মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। একের পর এক এই চুরির অভিযোগে নাজেহাল পুলিশ প্রশাসন। অভিযোগ পেয়ে বাঁকুড়া সদর থানা ও ওন্দা থানা যৌথ ভাবে চুরির কিনারা করতে নামে। .... বিস্তারিত পাতা ৫

নেপালে কর্মরত অবস্থায় টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সাগর আলি(২৮)। চাঁচল-২ ব্লকের ধানগাড়ার বিষণপুর জিপির ধানগাড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। .... বিস্তারিত পাতা ৬

১৬ জনের দলে বড় চমক বলতে ধ্রুব জুড়েল। প্রথমবার ভারতীয় দলে ডাক পেলেন তরুণ কিপার-ব্যাটার। উত্তরপ্রদেশের ২২ বছরের এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে নিয়ে চমক দিল বিসিসিআই। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মাটি থেকে দূরে ক্ষমতার দাম্ভিকতায় মত্ত সম্রাট! বিজেপিকে নিশানা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ দেশের দক্ষিণ থেকে উত্তরে ভারত জোড়ো যাত্রা করেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তাতে সাফল্য এসেছিল বলে দাবি কংগ্রেসের। এবার লোকসভা আগে রাহুল গান্ধী দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। সেই যাত্রা শুরুর আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করেছেন। এদিন দেশের তরুণদের উদ্দেশে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, দেশের যুবকেরা, জাতীয় যুব দিবসে আমাদেরকে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি তরুণ্যের শক্তিকে একটি সমৃদ্ধ দেশের ভিত্তি এবং দুঃখী ও দরিদ্রদের সেবাকে সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা বলে বর্ণনা করেছেন। রাহুল গান্ধী দেশের তরুণদের উদ্দেশে বলেছেন, এবার তাঁদের ভারতে হবে, স্বপ্নের ভারতের পরিচয় কী হবে। তাঁর প্রশ্ন জীবনযাত্রার মান নাকি শুধু আবেগপ্রবণতা? যুবকরা চাকরিজীবী হবে, নাকি উস্কানিমূলক বক্তৃতা করবে। তাঁরা ভালবাসাকে বেছে নেবে, নাকি ঘৃণাকে? তিনি বলেছেন, আজ প্রকৃত ইস্যু থেকে নজর ঘুরিয়ে আবেগের ইস্যুকে রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে, যা দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাহুল গান্ধী বলেছেন, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে যুবক কিংবা দরিদ্ররা শিক্ষা, উপার্জন ও ওষুধের দামের বোঝায় চাপা পড়ে যাচ্ছে, আর সরকার একে অমৃতকাল অ্যাখ্যা দিয়ে উদযাপন করছে। তিনি বলেছেন, ক্ষমতার দাম্ভিকতায় মত্ত সম্রাট মাটির বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেছেন রাহুল গান্ধী। আট রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হিন্দুরা ৫০-র কম! সংখ্যালঘুর মর্যাদার দাবিতে সাড়া নেই, ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে অন্যায়ের মধ্যে ন্যায়ের শিখা জ্বালিয়ে রাখার সংগ্রামে কোটি কোটি তরুণ ন্যায় যোদ্ধা যোগ দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি সত্যের জয় হবে, ন্যায়ের জয় হবে। প্রসঙ্গত রাহুল গান্ধী ১৪ জানুয়ারি ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করতে চলেছেন মণিপুর থেকে।

ফের কেজরিকে ইডির সমন,১৮ জানুয়ারি হাজিরার নির্দেশ জারি

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পুনরায় সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শনিবার কেজরিওয়ালকে চতুর্থ সমন পাঠানো হয়েছে। ইডি সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালকে আগামী ১৮ জানুয়ারি তদন্তকারী সংস্থার দফতরের হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, এর আগে তিনবার সমন পাঠানো হয়েছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে, কিন্তু একবারও ইডি-র মুখোমুখি হননি তিনি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় ফের অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আগামী ১৮ জানুয়ারি তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি এই মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করা হয়েছিল। যদিও তাতে সাড়া দেননি কেজরিওয়াল। সেই সমনকে ' দাবি করে হাজিরা এড়িয়েছিলেন তিনি। আম আদমি পার্টির তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছিল, শুধুমাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যেই বারবার তলব করা হচ্ছে। আর সেই কারণেই তিনি হাজিরা দেননি। প্রসঙ্গত, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংহকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে ইডি। আরেক মন্ত্রী রাজকুমার আনন্দের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। ইন্ডিয়া জোটের তপরতার মাঝে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে আপের অন্দরে চোরাস্রোত বইছে।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশন শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। অধিবেশন চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে প্রথা মাফিক ৫ তারিখ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অভিবাসনের মধ্যে দিয়ে অধিবেশনের সূচনা হবে। এর পর কয়েক দিন রাজ্যপালের ভাষণের উপর শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়করা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। তার পর নির্ধারিত দিনে পেশ করা হবে রাজ্য বাজেট। রাজ্যের অর্থ দফতরের স্বাধীন দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেট পেশ করবেন। তবে কবে বাজেট পেশ করা হবে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো জানা যায়নি। আগামী লোকসভা ভোটের প্রেক্ষিতে এবার আগামী আর্থিক বছরের তিনমাসের জন্য অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ভোটের পর পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হতে পারে।

ফের হাসপাতালে মদন মিত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ পুনরায় হাসপাতালে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। শুক্রবার সকাল থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। রাতে পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তৃণমূল বিধায়ককে। মাঝরাতেই তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই কিডনির সমস্যা ও নিউমোনিয়ার সংক্রমণ নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, শহরের সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীনই চোট পেয়ে হাতের হাড় ভাঙে মদন মিত্রের। অস্ত্রোপচার করতে হয়। পরিজনেরা জানাচ্ছেন, বাড়িতে ফিরলেও অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন বিধায়ক। উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ক্রমশ হিমোগ্লোবিন কমতে শুরু করে। রক্তে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের মাত্রাও কমেছিল। একই কথা বারবার বলার মত সমস্যা দেখা দেয়। আবার, পিঠের একটি হাড় ভেঙেছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। সকাল থেকে বাড়িতেই কামারহাটির বিধায়কের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। সমস্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় এ দিন বিকেলে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আপাতত তাঁকে কেবিনে রাখা হয়েছে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এবং হেমাটোলজির চিকিৎসকরা মদনকে দেখছেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর,মাঝরাতে আইসিইউতে দেওয়া হয়েছে কামারহাটির বিধায়ককে। একই কথা বারবার বলছেন। জ্বরও রয়েছে। কখনও জ্ঞান আসছে। আবার জ্ঞান হারাচ্ছেন। হিমোগ্লোবিনও মারাত্মক কমেছে। সবমিলিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি বেশ জটিল বলেই মনে করছেন চিকিৎসকরা।

ধর্ষকদের আশ্রয় দিচ্ছে বিজেপি!

লোকসভার আগে বাড়ি বাড়ি প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃধর্ষকদের সমর্থন করে গেরুয়া বাহিনী। গেরুয়া শিবির নারীবিদ্বেষী এটা বোঝাই যায়। মহিলাদের সম্মান তারা করেন না। এমন অভিযোগ তুলেই এবার বিজেপির বিরুদ্ধে বাড়ি বাড়ি প্রচার অভিযান শুরু করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, বিজেপির আইটি সেলের প্রধান তথা বঙ্গ বিজেপির কো-ইনচার্জ অমিত মালব্য তাঁর আইটি সেলে ধর্ষকদের চাকরি দিয়েছেন। অর্থাৎ যৌন হেনস্তায় অভিযুক্তদের রীতিমতো মদত দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে তৃণমূল। অথচ ধর্ষণকারীদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্যও করেননি অমিত মালব্য বা বিজেপি। কোনও পদক্ষেপও করা হয়নি। শুধু তাই নয়, যেভাবে গুজরাট সরকারের মদতে বিলকিস বানোর ধর্ষকরা মুক্তি পেয়েছিল, সেই বিষয়টিও তুলে ধরে সরব হয় রাজ্যের শাসক দল। আর লোকসভা নির্বাচনের আগে একেই হাতিয়ার

করে ময়দানে নামতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, ধর্ষকদের নিয়োগ করেছেন অমিত মালব্য। অথচ এনিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর কোনও মন্তব্য না করেই তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মালব্যকেই সমর্থন করছেন তাঁরা। এই ' বিজেপির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করা হবে। একদিকে যেমন উত্তরপ্রদেশের মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে সোচ্চার হবেন ঘাসফুল শিবিরের নেতারা, তেমনই বিলকিস বানোর সঙ্গে বিজেপি সরকার যে অন্যায় করার চেষ্টা করেছিল, সেই বিষয়টিও তুলে ধরা হবে তাদের প্রচারে।এখানে উল্লেখ্য, বিলকিস বানো মামলায় সম্প্রতি মুখ পুড়েছে কেন্দ্র ও গুজরাট সরকারের। গুজরাট সরকারের সিদ্ধান্ত খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার আইনি এক্তিয়ারই নেই গুজরাট সরকারের। ফলে ধর্ষকদের আবার জেলে ফিরাতে হয়। গঙ্গাসাগরগামী সাধুদের মারধর করা নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিজেপি, তখনই তৃণমূলের হাতিয়ার ধর্ষণ কাণ্ডে গেরুয়া শিবিরের অবস্থান বলে শোনা গিয়েছে।

রাজ্যকে উপেক্ষার নির্দেশ 'সংবিধান পরিপন্থী', রাজ্য-রাজ্যপাল দ্বন্দ্বে আবার নয়া মোড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্য-রাজ্যপাল দ্বন্দ্বে আবার নতুন মোড় নিল বলে মনে হচ্ছে। রাজ্যপালের সচিবালয় থেকে কার্যত উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের। রাজভবনের সেই চিঠির পাল্টা উত্তর দিয়ে রাজভবনে চিঠি পাঠাল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। যে চিঠিতে উচ্চশিক্ষা দপ্তর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, রাজভবনের চিঠিতে উল্লিখিত মন্তব্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার পরিপন্থী এবং আইন মোতাবেক রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার অধিকার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের রয়েছে। যাদবপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যের দায়িত্বে বুদ্ধদেব সাউ থাকবেন কি না, তা নিয়েই রাজভবন ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অবস্থান পরস্পরবিরোধী। এই পরিস্থিতিতেই গত ৫ জানুয়ারি রাজ্যপালের সিনিয়র স্পেশ্যাল

সেক্রেটারির তরফে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছিল, নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উচ্চশিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছে। তা পালনের আগে অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের আচার্যের দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে নিতে বলা হয়েছিল। তার সঙ্গে হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকটি নির্দেশের উল্লেখ করা হয়েছিল। যার সারমর্ম, রাজ্য সরকারের উপাচার্যনিয়োগ বা পুনর্নিয়োগের কোনও ক্ষমতা নেই।উপাচার্যনিয়োগ, পুনর্নিয়োগ বা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ বা অপসারণের ক্ষমতা শুধুমাত্র আচার্যের রয়েছে। রাজ্যপালের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারিকে সেই চিঠির পালটা উত্তর দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্পেশ্যাল কমিশনার। তাতে জানানো হয়েছে, রাজভবনের চিঠিতে উল্লিখিত অযৌক্তিক মন্তব্যগুলি সংবিধানের ১৬৬(৩) ধারার পরিপন্থী।আবার যে আইনে আচার্য নিয়োগের বিধান রয়েছে, সেই আইনের বলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

এসএসকেএম যেতে বাধা,মিছিল নিয়ে রাস্তায় বসলেন অধীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেসের এসএসকেএম অভিযান ঘিরে উত্তেজনা হরিশ মুখার্জী রোডে। তৃণমূলের চোর দুর্নীতিগ্রস্তরা এসএসকেএম হাসপাতালকে রিসোর্টে পরিণত করেছে। এই অভিযোগ তুলে শনিবার সাংসদ অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে এসএসকেএম অভিযান করে কংগ্রেস। এদিন কংগ্রেসের এসএসকেএম অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় অধীর রঞ্জন চৌধুরীদের মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। ব্যারিকেড করে কংগ্রেসের মিছিল আটকানো হয়। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলেই পুলিশের সঙ্গে বচসা বাঁধে। অধীরের নেতৃত্বে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন কংগ্রেস কর্মীরা। দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র থেকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, জেলে অসুস্থ হলেই এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। বিরোধীদের অভিযোগ, কেন দুর্নীতিবাজরা শুধু এসএসকেএম-কে বেছে নিচ্ছে, তা বুঝতে হবে। এসএসকেএম-এ গেলে কেউ আর জেলে ফিরতে চাইছে না!

বাংলা আজ মডেল রাজ্যে পরিণত হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১০ লক্ষের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে এরাজ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত কেন্দ্রের ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী চলতি আর্থিক বছরে সারা দেশে এখনও পর্যন্ত ৮৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৭০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৩৪টি হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পড়শি রাজ্য বিহার। সেখানে চলতি আর্থিক বছরে মোট ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার ২১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে ৭ লক্ষ ৩১ হাজার, মধ্যপ্রদেশে ৪ লাখ ৪৭ হাজার, গুজরাতে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার, ছত্তিশগড়ে ২ লক্ষ ৬২ হাজার এবং রাজস্থানে দু' লক্ষ ৬০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে।রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা বলেন, মহিলাদের স্বনির্ভরতার বিষয়টিকে বরাবর অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হাত ধরেই বাংলা আজ মডেল রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক মল্লিকার্জুন খাড়গে, ' বৈঠকের পরই ঘোষিত সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি,১৩ জানুয়ারি ঃজোট শরিকদের প্রস্তাবে রাজি হলেন না নীতীশ কুমার। তাই ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম। শনিবার জোট শরিকদের সঙ্গে ভারচুয়াল বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসে। মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। প্রথমত, ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক কে হবেন, তাও চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল এই বৈঠকে। আহ্বায়ক হিসেবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নাম উঠে এসেছিল। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, তিনি সেই পদ গ্রহণে রাজি হননি। তার পরই কংগ্রেস সভাপতির নাম আহ্বায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয়ত, কোন রাজ্যে কী হিসাবে আসন ভাগাভাগি হবে। কিন্তু তা নিয়ে এদিনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি বলেই খবর। তৃতীয়ত, কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কী কী এজেন্ডা নিয়ে এগোনো হবে, তা নিয়ে হয় আলোচনা।এর আগে মোদির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে খাড়গের নামই প্রস্তাব করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাতে সম্মতি দিয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার আহ্বায়ক হিসেবে সেই খাড়গেকেই বেছে নেওয়া হল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবেই মান্যতা দেওয়া হল। আসন্ন লোকসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে কোন স্ট্র্যাটেজিতে এগোনো হবে? বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কী কী এজেন্ডা নেওয়া হবে, কে হবেন আহ্বায়ক, এই সব নিয়ে আলোচনার জন্য এদিন ভারচুয়ালি বৈঠকে বসে ইন্ডিয়া জোট। তবে শেষ মুহূর্তে বৈঠকের সিদ্ধান্ত হওয়ায় তৃণমূলের তরফে কেউ যোগ দেননি। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, ঠিক কী বিষয় নিয়ে তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকা হচ্ছে, তা স্পষ্ট ছিল না। সেই কারণেই তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না। চব্বিশের রোডম্যাপ তৈরি করতে ইতিমধ্যেই একাধিক শহরে বৈঠকে বসেছে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। শেষবার দিল্লিতে গত মাসে হয়েছিল বৈঠক। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবার শেষ মুহূর্তে ভারচুয়াল বৈঠক ডাকা হয়েছে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কারও না থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলে খবর মিলেছে। তবে ইন্ডিয়া জোটের বাকি শরিকরা ভারচুয়াল বৈঠকে অংশ নিয়েছিলো।রবিবার থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু রাহুল গান্ধীর। তার আগে তড়িঘড়ি এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়েছিল রাজনৈতিক মহলের। লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সূচনা করছেন রাহুল গান্ধী। পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারত অর্থাৎ মণিপুর থেকে শুরু করে মুম্বই পর্যন্ত যাত্রাপথ। যা খবর, এই যাত্রাপথ যে রাজ্য দিয়ে এগোবে, সেখানকার ইন্ডিয়া জোটের শরিকরাও যাতে অংশ নেন, তার জন্যও আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেই কাজটিও এই ভারচুয়াল বৈঠকে করা হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে।

অমিত মালব্য ধর্ষকদের আড়াল করেছেন অভিযোগ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ বাংলায় বিজেপি আইটি সেলের দায়িত্বে থাকা অমিত মালব্য ধর্ষকদের আড়াল করছেন। গুরুতর অভিযোগ আনলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এই দাবি জানান। গুজরাট থেকে উত্তর প্রদেশ সব ক্ষেত্রেই ধর্ষকদের আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ কুণালের। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, ''উত্তরপ্রদেশের দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে এক প্রকার মুখে কুলুপ এঁটেছে বিজেপি। অথচ এই অমিত মালব্যই আইটি সেলের ইনচার্জ ছিলেন। তার তত্ত্বাবধানে এই ধর্ষকদের নিযুক্তি হয়েছিল আইটি সেলে। এরা কখনোই নারীদের সম্মান জানাতে পারেন না সেটা স্পষ্ট। অথচ পশ্চিমবঙ্গে সব ক্ষেত্রেই নারীদের সম্মান রক্ষিত হয়ে থাকে।''

দেশের সমুদ্র সৈকতে একটি নতুন জীবন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি নতুন মোড় নিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ ভারতের প্রথম মাল্টি-স্পোর্টস বিচ গেমস দ্য বিচ গেমস ২০২৪ দিউতে নীল পতাকা প্রত্যয়িত ঘোঘলা বিচে অনুষ্ঠিত হযেছিল। এসব খেলায় স্থলবেষ্টিত মধ্যপ্রদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ৭টি স্বর্ণ সহ মোট ১৮টি পদক নিয়ে পদক তালিকায শীর্ষে রয়েছে। এই কৃতিত্ব শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশ দলের ক্রীড়া দক্ষতা প্রদর্শন করেনি বরং রাজ্যের মধ্যে প্রতিভার বিকাশের গভীরতাও তুলে ধরেছে। মহারাষ্ট্র ৩টি স্বর্ণ সহ ১৪টি পদক জিতেছে, যখন তামিলনাড়ু, উত্তরাখন্ড এবং আয়োজক দাদরা, নগর হাভেলি, দিউ এবং দমন প্রতিটি ১২টি পদক জিতেছে। আসাম জিতেছে ৮টি পদক, যার মধ্যে ৫টি সোনা।একটি খুব আকর্ষণীয় বিকাশে, লক্ষদ্বীপ সৈকত সকারে স্বর্ণপদক জিতেছে, এই প্রাচীন দ্বীপ অঞ্চলের জন্য একটি ঐতিহাসিক অর্জন। তারা একটি কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনালে মহারাষ্ট্রকে ৫-৪ গোলে পরাজিত করেছিল। লাক্ষাদ্বীপের জয় শুধু পদক বিজয়ীদের বৈচিত্র্যই বাড়ায় না বরং দিউ বিচ গেমস-২০২৪-এর অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দেশব্যাপী প্রভাবও দেখায়।৪-১১ জানুয়ারী পর্যন্ত খেলাধুলার এই শ্রেষ্ঠত্ব তার শীর্ষে ছিল। এই সময়ের মধ্যে, ২৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২১ বছরের কম বয়সী ১৪০৪ জন ক্রীড়াবিদ ২০৫ জন ম্যাচ অফিসিয়ালের সহায়তায় বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল।এই গেমগুলি প্রতিদিন ২টি সেশনে বিভক্ত ছিল। সকালের অধিবেশন সকাল ৮টায় শুরু হয়ে দুপুরে শেষ হয়, এরপর বিকেল ৩টায় শুরু হয়। এই সময়সূচীটি শুধুমাত্র

উপযুক্ত আবহাওয়ায় ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্সকে অপ্টিমাইজ করেনি, বরং উৎসাহী দর্শকদের জন্য একটি অনন্য এবং আকর্ষক দৃশ্য অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে।এ সময় ছিল টানাপোড়েনে কৌশলগত দক্ষতার প্রদর্শনী, সমুদ্র সাঁতারের শ্বাসরুদ্ধকর কীর্তি, পেঞ্চাক সিলাটের মার্শাল আর্ট শিল্পকলা, মল্লখাম্বের অ্যাক্রোব্যাটিক্স, বিচ ভলিবলের দ্রুত গতিতে লাফানো, বিচ কাবাডির কৌশলগত দ্বৈরথ এবং বিদ্যুতের চটপটে। কিক এবং গোল ইভেন্টটিকে এক অনন্য শক্তিতে পূর্ণ করে। সৈকত বক্সিং এর প্রবর্তন ইভেন্টে উত্তেজনার একটি অতিরিক্ত স্তর যোগ করেছে। এটি অংশগ্রহণকারী এবং দর্শক উভয়কেই মুগ্ধ করে এবং দেশের ক্রীড়াবিদ যাত্রায় একটি বিশেষ মুহূর্ত হয়ে ওঠে।কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এক্স (পূর্বে টুইটার) ইভেন্টের জন্য তার সমর্থন এবং উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, অ্যাথলেটদের শক্তি এবং দিউ-এর সৌন্দর্য এমন পরিবেশ তৈরি করেছে যা আগে কখনও দেখা যায়নি। তিনি বলেন, ভারতের সমুদ্র সৈকতে একটি নতুন জীবন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গি গুজরাটের উপকূলের ঠিক অদূরে দিউতে প্রথমবারের মতো বিচ গেমসের মাধ্যমে একটি নতুন মোড় নিয়েছে।ভারতে ভৌগলিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর সৈকত রয়েছে। ভারতের ১২টি সৈকতকে টেকসই পর্যটনের প্রচারে বিশ্বের সবচেয়ে পরিষ্কার সৈকত হিসাবে ব্লু ফ্ল্যাগ সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। অতএব, দিউ বিচ গেমসের সফল আয়োজন একটি সুখকর সংবাদ।

কালিয়াবরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মৃত্যু ৮ বছরের শিশুকন্যার

নগাঁও (অসম), ১৩ জানুয়ারি ঃ নগাঁও জেলার অন্তর্গত কালিয়াবরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৮ বছরের এক শিশুকন্যার। নিহত শিশুকন্যাটি সংঘটিত বিনীতা কৈরি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।ঘটনাটি আজ শনিবার সকালে কালিয়াবরের মিসা এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। বিনীতা তার দিদার সঙ্গে রাস্তার পাশ ধরে যাচ্ছিল। কিন্তু গুয়াহাটি থেকে শিবসাগরগামী 'অনুরাগ' নামের একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে ধাক্কা মারে। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিনীতার।দিদার কাছে জানা গেছে, জাতীয় সড়কে পাশ ধরে নাতিনিকে সঙ্গে নিয়ে কাছেই কোথাও যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু নাতিনি বিনীতা আচমকা তাঁর হাত ছেড়ে রাস্তায় দৌড় দেয়। তখনই দুরন্ত বাসের ধাক্কায় পড়ে যায় নাতিনি। চোখের সামনে সংঘটিত ভয়ংকর দৃশ্য তাঁকে বাকরুদ্ধ করে ফেলেছে।এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় মিসা থানার পুলিশ। তাঁরা বাসটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিহত বিনীতা মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে নগাঁও জেলা সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

প্রয়াত প্রবীণ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী প্রভা আত্রে

পুনে, ১৩ জানুয়ারি ঃ ওস্তাদ রশিদ খানের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতে সঙ্গীত জগতে ফের শোকের ছায়া। প্রয়াত হলেন প্রবীণ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী ডক্টর প্রভা আত্রে। শনিবার সকালে পুনেতে নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন প্রভাতাই। এরপরই তাঁকে দীননাথ মঙ্গেশকর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে সেখানে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়

সমব্যথী প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান

শিয়াখালা, হুগলিঃপশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় রাজ্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পগুলি চলছে। এই সমস্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার স্বাস্থ্য সাথী খাদ্য সাথী মানবিক বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা সহ বিভিন্ন প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। এই সামাজিক প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম প্রকল্প হচ্ছে সমব্যথী, যেটি একটি পরিবারের কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার অন্তষ্টির জন্য এককালীন ২০০০ টাকা করে দেয়া হয়ে থাকে যেটি সেই সময় দুঃস্থ মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সেই সমব্যথী প্রকল্পে মোট ৫৫ জনের জন্য তাদের পরিবারের সদস্যর হাতে দু হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হল। উক্ত পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সঞ্জয় ধাড়া বলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এটি একটি অন্যতম অঙ্গ। এই সমব্যথী প্রকল্প মানুষের মৃত্যুর পরে তার পরিবারের পাশে থাকার মতো এত বড় সামাজিক দায়বদ্ধতার আর নেই। উক্ত পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা কোলে এবং সচিব কল্যাণ সামুই মৃত ব্যক্তিগণের পরিবারের সদস্যের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা কোলে উপপ্রধান সঞ্জয় ধাড়া প্রমূখ।

দিনহাটায় সার্ভিস রিভলবার দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা বিএসএফ জওয়ানের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারের দিনহাটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়োজিত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) -এর এক জওয়ান নিজের সার্ভিস রাইফেল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। মৃতের নাম সত্যভান সিং (৪৮)। তিনি ১৩৮ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নে যুক্ত ছিলেন।বিএসএফের এক আধিকারিক জানিয়েছে, শুক্রবার ক্যাম্পে মোতায়েন বিএসএফ জওয়ানরা গুলির শব্দ শুনে সত্যভান সিংকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। ঠিক কী কারণে তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি। নিহত জওয়ানের দেহ স্থানীয় সাহেবগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ কর্মকর্তারা। শনিবার কোচবিহারের ডিএসপি দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেঃঅনুরাগ ঠাকুর

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে প৷ছে। পুরুলিয়ার সাধুদের মারধরের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র নিন্দা করেছেন অনুরাগ ঠাকুর।শনিবার সকালে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, তোষণের রাজনীতির জন্য এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। প্রশ্ন হল, হিন্দু-বিরোধী এই মানসিকতা কেন? উল্লেখ্য, তরুণীদের পিছু ধাওয়ার অভিযোগ তুলে সাধুদের মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দু''টি পৃথক মামলা রুজু করেছে পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গৌরাঙ্গডি গ্রামের এক বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে তিন সাধু-সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে নিগ্রহের চেষ্টার একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অন্যদিকে, আক্রান্ত এক সাধুর অভিযোগে অজ্ঞাত গৌরাঙ্গডি এলাকার অজ্ঞাত পরিচয় ১৫০ জনের বিরুদ্ধে গাড়ি থামিয়ে মারধর ও ভাঙচুরের মামলা রুজু হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে ১২ জন।

পুরুলিয়ার সাধুদের নিগ্রহে ধৃত ১২ অভিযুক্ত, সন্তদের উত্তরীয় পরিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন জ্যোতির্ময় সিংয়ের

পুরুলিয়া, ১৩ জানুয়ারি ঃপুরুলিয়ার সাধুদের নিগ্রহ ও মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১২ জন অভিযুক্তকে। তরুণীদের পিছু ধাওয়ার অভিযোগ তুলে সাধুদের মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দু''টি পৃথক মামলা রুজু করেছে পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গৌরাঙ্গডি গ্রামের এক বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে আবার তিন সাধু-সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে নিগ্রহের চেষ্টার একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অন্যদিকে, আক্রান্ত এক সাধুর অভিযোগে গৌরাঙ্গডি এলাকার অজ্ঞাত পরিচয় ১৫০ জনের বিরুদ্ধে গাড়ি থামিয়ে মারধর ও ভাঙচুরের মামলা রুজু হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে ১২ জন।শনিবার সকালে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তিনজন সাধু একটি গাড়িতে যাচ্ছিলেন, গৌরাঙ্গডির কাছে তিনজন মহিলা পুজোর জন্য স্থানীয় একটি কালী মন্দিরে যাচ্ছিলেন, তখন গাড়িটি তাঁদের কাছে থামে এবং সাধুরা তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। কিছু ভাষার সমস্যার কারণে, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং মেয়েরা ভেবেছিল যে সাধুরা তাদের অনুসরণ করছে...স্থানীয় জনসাধারণ এসে দুর্গা মন্দিরের কাছে সাধুদের ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করে।সাধুদেরও মারধর করা হয়...পুলিশ সাধুদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে ...এক সাধুর অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।এদিকে, প্রহৃত সাধুদের শনিবার উত্তরীয় পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। পা স্পর্শ করে প্রণামও করেন তিনি। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশ থেকে তিন সাধু-সহ পাঁচজন একটি গাড়িতে গঙ্গাসাগর যাচ্ছিলেন। মাঝপথে ওই গাড়িটি কাশিপুর থানার গৌরাঙ্গডি মোড়ে থামে। স্থানীয়দের অভিযোগ, তিন তরুণীকে পিছু ধাওয়া করেছিল সাধুরা। পরে ছেলে ধরার গুজর রটতেই ওই গাড়িকে ঘিরে ধরে এলাকার উত্তেজিত মানুষ। মারধর করা হয় সাধুদের।

গঙ্গাসাগরে কুয়াশার হাত থেকে বাঁচতে অস্ট্রেলিয়া থেকে আলো

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃপ্রতিবছরই শীতের মরশুমে গঙ্গা সাগর মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই বছরেও গঙ্গাসাগরের পুণ্য লগ্নে মকর সংক্রান্তির স্নান করার জন্য লক্ষাধিক পুন্যার্থী পূর্ণতা অর্জনের জন্য ভিড় জমিয়েছেন গঙ্গাসাগরে। কিন্তু গভীর রাতে রাতে ঘন কুয়াশার দাপটে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফলে বিপদের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। তাই অস্ট্রেলিয়া থেকে ইলেকট্রিক লাইট আনা হয়েছে ঘন মেঘাচ্ছন্ন কুয়াশা কাটানোর জন্য । যাতে সাগর পথে জাহাজ বা লঞ্চে করে আসতে দুর দুরন্ত থেকে তীর্থযাত্রী তারা দিকভ্রষ্ট না হয় সেই জন্য এই ব্যবস্থা।অন্যদিকে জানা গিয়েছে, সমস্ত রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তপর প্রশাসন। এছাড়াও খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে পুণ্যার্থীদের জন্য। গঙ্গাসাগর মেলাকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে।সব মিলিয়ে জমজমাট এবারের গঙ্গা সাগর মেলা।

বাংলায় মহিলাদের পূর্ন সম্মান প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রীঃশশী পাঁজা

কলকাতা, ১৩ জানয়ারি ঃবাংলায় নারীদের সম্মান নিয়ে সরব এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। শনিবার এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। এদিন উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি একথা জানান। তিনি আরোও বলেন, ''উত্তরপ্রদেশের ঘটনার পর অবিলম্বে বিজেপির ব্যবস্থা গ্রহণ

করা উচিত ছিল।এদিন রাজ্যে নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ''ভারতীয় জনতা পার্টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। পাল্টা অন্য বিষয় উত্থাপন করেন। উত্তরপ্রদেশ আইটি সেলের কিছু কর্মীরা জঘন্য কাজ করেছে। উত্তরপ্রদেশের ঘটনার পর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। আমাদের রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিপীড়িত মহিলাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।আমরা বাংলার প্রতিটি প্রান্তের মহিলাদের কাছে গিয়ে সত্য উত্থাপন করে বিজেপির মুখোশ খুলে দেবো। একইসঙ্গে আমরাও দেখতে চাই বিজেপি কতদিন মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে পারে।''

নোংরা শহরে দশে দশ পেল বঙ্গ!তালিকায় কারা জানেন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ২০২৩-এর ' সর্বেক্ষণ'-এর রিপোর্ট অনুসারে দেশের সবচেয়ে নোংরা দশটি শহর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতাও। নোংরাতম শহর হল হাওড়া। পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠিতে শহরগুলির মধ্যে ইং দার এ বারও প্রথম। তার সঙ্গে যৌথ ভাবে প্রথম স্থানে সুরাত। তৃতীয় স্থানে নবি মুম্বই।আর কলকাতা? প্রথম পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ বা একশোটি শহরের মধ্যে থাকা দূরের কথা। এক লক্ষের বেশি জনবহুল শহরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতায় প্রথম চারশোর মধ্যেও কলকাতার জায়গা হয়নি। ৪৪৬টি শহরের মধ্যে কলকাতার স্থান ৪৩৮-তম। একেবারে শেষ স্থানে রয়েছে হাওড়া। যার অর্থ, গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে নোংরা শহর হল হাওড়া।পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠিতে শেষ দশে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দশটি শহর- ভাটপাড়া, কলকাতা, কাঁচড়াপাড়া, বিধাননগর, রিষড়া, আসানসোল, কৃষ্ণনগর, মধ্যমগ্রাম, কল্যাণী ও হাওড়া। এই শহরগুলি ৪৩৭ থেকে ৪৪৬-তম স্থানে রয়েছে। যার অর্থ, দেশের দশটি নোংরাতম শহরই পশ্চিমবঙ্গে। এদের সামান্য আগে রয়েছে বৈদ্যবাটি, চাঁপদানি ও শ্রীরামপুর। এক লক্ষের কম জনসংখ্যার শহর ও গঙ্গার তীরবর্তী পুরসভাচালিত শহরের প্রতিযোগিতাতেও রাজ্যের শহরগুলি পিছিয়ে রয়েছে।এই রিপোর্ট সামনে আসার পরে রাজ্যের

পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের অভিযোগ, কেন্দ্রের রিপোর্টেই কলকাতা নিরাপদতম শহরের তকমা পাওয়ার পরে কলকাতা তথা রাজ্যের শহরগুলিকে বদনাম করতে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। উল্টো দিকে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের যুক্তি, রাজ্যের পুরসভাগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতেই স্থান ঠিক হয়েছে।এক লক্ষের কম জনসংখ্যার শহরের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের পুরসভাচালিত শহরগুলির হাল তথৈবচ। ৩,৯৭০টি শহরের মধ্যে ৩৫০০ শহরেরও পরে স্থান পেয়েছে তারকেশ্বর, কাটোয়া। শেষ একশোটি শহরের মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার, আরামবাগ। ' সর্বেক্ষণ ২০২৩'-এর রিপোর্ট বলছে, এক লক্ষের কম জনসংখ্যার শহরগুলির মধ্যে পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠিতে প্রথম স্থানে মহারাষ্ট্রের সাসওড়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে ছত্তীসগঢ়ের দুর্গ জেলার পাটন এবং মহারাষ্ট্রের লোনাভালা।গঙ্গার তীরবর্তী ৮৮টি শহরের মধ্যে স্বচ্ছতার মাপকাঠিতে কে কোথায়, তারও বিচার হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে নোংরাতম শহর হিসেবে জায়গা পেয়েছে বিহারের ছাপড়া। শেষ দশের মধ্যে বাকি ন'টিই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পুর-শহরের দখলে। এর মধ্যে রয়েছে হুগলি-চুঁচুড়া, উলুবেড়িয়া, গয়েশপুর, ডায়মন্ড হারবার, হাওড়া, কামারহাটি, চাকদহ, হলদিয়া ও ধুলিয়ান। ৮৮টি শহরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সবচেয়ে এগিয়ে চাঁপদানি। তবে তার স্থান ২৫টি শহরের পরে। রাজ্যের ৪০টি গঙ্গা-তীরবর্তী শহরের অধিকাংশের স্থান শেষ সারিতে। প্রথম প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসী পুরসভা। তার পরে প্রয়াগরাজ, বিজনৌর, হরিদ্বার, কনৌজ।পূর্বাঞ্চলের শহরগুলির মধ্যেও রাজ্যের কোনও শহর সামনের সারিতে নেই। সেখানেও বিভিন্ন শ্রেণিতে ওড়িশার চিলকিটি, ছত্তীসগঢ়ের আরং, কুমহারি, মহাসমন্দ বাজিমাত করেছে।কেন এত পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলি? কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের কর্তাদের বক্তব্য, সমস্ত শহরের পুরসভা থেকে পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতেই বিভিন্ন মাপকাঠিতে শহরগুলি নম্বর পেয়েছে। এ বার যেমন বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের মতামতেও জোর দেওয়া হয়েছে। কোন কোন পদক্ষেপের ক্ষেত্রে কত নম্বর, তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এ ক্ষেত্রে কারও ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দের স্থান নেই। কোনও শহর পিছিয়ে থাকলে তার দায় সেই শহরের পুরসভা বা পুরনিগমের।রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পাল্টা দাবি, ' শহরগুলো মানুষ দেখেনি। দিল্লি, মুম্বইয়ের ভিতরটা মানুষ দেখেনি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো কলকাতাকে নিরাপদতম শহর ঘোষণা করায় বদনাম করতে মরিয়া কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। অথচ ব্যক্তিগত ভাবে বহু বিদেশের মানুষ শহরে পা রেখে কলকাতার পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করেন। এখনকার হাওড়া শহরটাও ভাল করে ঘুরে দেখলে বোঝা যাবে, সেটা কতটা পরিচ্ছন্ন।

হাসিনার বেতন কত? বাংলাদেশে মন্ত্রী হলে জানেন, কী কী সুবিধা পাওয়া যায় জানেন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, টানা চতুর্থবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন শেখ হাসিনা। তাঁর সঙ্গে শপথ নিয়েছেন আরও ৩৬জন মন্ত্রী। এর মধ্যে ২৫ জন শপথ নিয়েছেন পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে, বাকি ১১ জন প্রতিমন্ত্রী। বাংলাদেশে মন্ত্রী হলে কিন্তু অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। বেতন এবং বিভিন্ন ভাতার পাশাপাশি, বিনামূল্যে ভ্রমণ, বিনামূল্যে পরিচারকের মতো অনেক সুবিধা রয়েছে। আসুন বাংলাদেশে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন উপলক্ষে জেনে নেওয়া যাক, বাংলাদেশে মন্ত্রীরা কত করে বেতন-ভাতা পান? এর বাইরে তাঁরা কী কী সুযোগ সুবিধা পান? সূত্রের খবর, বাংলাদেশে, প্রধানমন্ত্রী ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা সংশোধনী আইন, ২০১৬-য় সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বেতন ও ভাতা বাড়ানো হয়েছিল। বেতন-ভাতা বৃদ্ধির পর, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাসে মাসে

১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা করে বেতন পান। এছাড়া, তিনি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ভাতা পান আরও ১ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে অন্যান্য খরচের জন্য দৈনিক ভাতা দেওয়া হয় আরও তিন হাজার টাকা। সকল বেতন ও ভাতাই করবিহীন।২০১৬ সালেই আরও এক সংশোধনী আইনে, পূর্ণ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের বেতন ও ভাতাও বাড়ানো হয়েছিল। এই সংশোধনী আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশের মন্ত্রীরা মাসিক এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা করে বেতন পান। সংসদের ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলনেতা এবং দলের চিফ হুইপরাও মন্ত্রীদের সমান বেতন পান। মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীদের বেতনের উপর কোনও কর দিতে হয় না।ভ্আরও যা যা সুবিধা পান মন্ত্রীরাদৈনিক ভাতাঃদু হাজার টাকানিয়ামক ভাতঃমাসে ১০ হাজার টাকাস্বেচ্ছাধীন তহবিলঃ১০ লাখ টাকাভ্মোবাইল ফোন ভাতাঃ ৭৫ হাজার টাকাবিনামূল্যে যাতায়াতঃবিনামূল্যে সর্বক্ষণ গাড়ি পান মন্ত্রীরা। ঢাকার বাইরে গেলে অতিরিক্ত জিপ গাড়ি। মন্ত্রীরা রেলে সফর করলে তারও খরচ সরকারই দেয়। বিমানে সফরের জন্য আট লক্ষ টাকার বীমা সুবিধা দেওয়া হয়। মন্ত্রীদের পরিবারের সদস্যদের ভ্রমণের খরচও দেয় সরকার। দেওয়া হয় দুইজন গৃহকর্মীর ভ্রমণের খরচও।বিদেশ ভ্রমণঃমন্ত্রীরা বিদেশে গেলে তার খরচাও বাংলাদেশ সরকারই বহন করে।বাসভবন বিনামূল্যে সরকারি বাসভবনও পান মন্ত্রীরা। তার সঙ্গে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জল, টেলিফোন এবং বাসভবনের রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় খরচও সরকার বহন করে। সরকারি বাসভবনে না থাকলে, বাড়ি ভাড়া বাবদ ৮০ হাজার টাকা, সেই সঙ্গে সেই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সব ধরণের পরিষেবার খরচ দেয় সরকার।আসবাবপত্রঃসরকারি বাসভবনে সরকারি খরচে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র কিনতে পারেন মন্ত্রীরা।নিরাপত্তারক্ষী ও কর্মীঃ সর্বক্ষণের জন্য মন্ত্রীদের সরকারি খরচে নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয়। এছাড়া, একজন সরকারি সচিব, সহকারি সচিব, এবং একজন বেসরকারি একান্ত সচিব পান মন্ত্রীরা। সেইসঙ্গে, একজন সাফাইকর্মী, একজন আর্দালি, দুইজন পরিচারক, একজন পাচক ও একজন পিয়ন দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে।

সোনাল মায়ের জীবন জনকল্যাণ, দেশের সেবায় নিবেদিত ছিলঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ সোনাল মায়ের জীবন জনকল্যাণ, দেশের সেবায় নিবেদিত ছিল। সোনাল মা ছিলেন দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার বলিষ্ঠ অভিভাবক। ভারত বিভাজনের সময় যখন জুনাগড় ভাঙার ষড়যন্ত্র চলছিল, তখন শ্রী সোনাল মা চণ্ডীর মতো তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মাধাদাতে আই শ্রী সোনাল মায়ের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সৌরাষ্ট্রের এই সনাতন সন্ত পরম্পরায় শ্রী সোনাল মা ছিলেন আধুনিক যুগের আলোর বাতিঘর। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি, তাঁর মানবিক শিক্ষা, তাঁর তপস্যা... এই সবই তাঁর ব্যক্তিত্বে এক বিস্ময়কর ঐশ্বরিক আকর্ষণ তৈরি করেছিল। যা আজও অনুভব করা যায় জুনাগড় ও মাধরার সোনালধামে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শ্রী সোনাল মা সমাজে শিক্ষার জন্য আশ্চর্যজনক কাজ করেছিলেন। সমাজকে নেশা ও নেশার অন্ধকার থেকে সরিয়ে সমাজে এনেছেন নতুন আলো। সমাজকে খারাপের হাত থেকে বাঁচাতে কাজ করে যেতে থাকেন সোনাল মা।

চিনে কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে নিহত ৮

বেইজিং, ১৩ জানুয়ারি ঃ চিনের হেনান প্রদেশের পিংডিংশানের একটি কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে আটজন নিহত হযেছেন।শুক্রবারের এই বিস্ফোরণে আরও আটজন নিখোঁজ হন। স্থানীয় সংবাদপত্র চায়না ডেইলির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় কর্মকর্তারা দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।চায়না ডেইলির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের সময় কয়লা খনিতে ৪২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে আটজন মারা গেছেন এবং আটজন নিখোঁজ হয়েছেন। বাকি সবাই নিরাপদ। তিয়ানান কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের কয়লা খনিতে এই বিস্ফোরণ ঘটে। কয়লা খনি কয়েকজন শ্রমিককে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে ।

শীতের মরসুমে ডুয়ার্সের সৌন্দর্য, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের গড়-দীঘিতে উপচে পড়েছে পর্যটকদের ভিড়

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুরঃশীত পড়তেই গড়দীঘি পর্যটন কেন্দ্রে উপচে পড়লো পর্যটকদের ভিড়।উল্লেখ্য, প্রত্যেক বছরই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের গড়দীঘি পর্যটনকেন্দ্রে দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকদের আগমন ঘটে। এই বছরও শীতের মরশুমে অন্যথা হলোনা। উল্লেখ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম পরিবেশে গৌড় দীঘির পাশেই রয়েছে, বিরাট জলাশয়। প্রত্যেক বছর বছরের এই সময়টায় পরিযায়ী পাখিদের আগমন ঘটে জলাশয়ে। ফরেস্টের মাঝে বড় বড় কটেজ,এলে মনেই হতে পারে আপনি উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স কিংবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেড়াতে এসেছেন। পাশেই রয়েছে মহাভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শমী বৃক্ষ। লোকমুখে প্রচলিত, মহাভারতে অজ্ঞাতবাস থাকা-কালীন পঞ্চপান্ডব এই গাছের কোটরেই তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। একদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের মনোরম দৃশ্য অপরদিকে মহাভারতের ইতিহাসের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে বহু বছর ধরেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ছড়িয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা এবং ভিন রাজ্য থেকেও পর্যটকদের আগমন ঘটে। পিকনিকের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় এই বছর উপচে পড়লো। কোন রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রত্যহ সদা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে হরিরামপুর থানার পুলিশ। এক কথায় বাড়তি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গরদীঘি পর্যটন কেন্দ্রকে। এখানে যেমন পিকনিকের জায়গায় রয়েছে পাশাপাশি ছোটদের খেলাধুলা সামগ্রী থেকে শুরু করে নাগরদোলা, নৌকো সহ সম্পূর্ণভাবে সেজে উঠেছে পিকনিকের মরশুমে গড়দীঘি। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গড়দীঘিতে অনেকেই জানালেন, পর্যটন কেন্দ্রের সামগ্রিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে গড়দিঘির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই জায়গায় এসে আমরা অত্যন্ত খুশি। একদিকে পিকনিকের আবহ, অপরদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে যেন উসব মুখর হয়ে উঠেছে গড়দীঘি।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪৪১, সক্রিয় রোগী কমে ৩,২৩৮

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃদৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের কমল ভারতে, নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪১ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩,২৩৮-তে পৌঁছেছে এবং অপরিবর্তিত থাকার পর মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩৩,৪১২। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৮৪,৭৩৩ জন করোনা-রোগী।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হিন্দি, উর্দু ও সাঁওতালি ভাষা, এই সিদ্ধান্তে খুশির আবহ

হুগলি, ১৩ জানুয়ারি ঃপশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দ্বারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হিন্দি, উর্দু এবং সাঁওতালি ভাষা। এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের হিন্দি, উর্দু এবং সাঁওতালিভাষী মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিন্দিভাষী সম্প্রদায়ের মানুষজন মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সন্তোষ কুমার সিং (পাপ্পু সিং) রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেছেন, এটিই এই দেশের সৌন্দর্য্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যান।সন্তোষ কুমার সিং বলেছেন, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দি, উর্দু এবং সাঁওতালি মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা উপকৃত হবেন। তাঁদের জন্য রাজ্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া সহজ হবে। এর ফলে সবাই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সঠিক স্থান পাবেন। দেশে বৈষম্যের পরিবেশ থাকলেও, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আরও একবার প্রমাণ করলেন এ রাজ্যে কারও প্রতি বৈষম্য করা হয় না। হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি সেলের সভাপতি বিজয় সাগর মিশ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি সেলের সহ-সভাপতি সুরেশ মিশ্র-সহ বিপুল সংখ্যক হিন্দিভাষী নেতা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আসন্ন বইমেলাকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত করার আর্জি জুট কমিশনারের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত সোমবার বইমেলা আয়োজকদের সামনে রাজ্যে ন্যাশনাল জুট বোর্ডের কমিশনার মলয় চন্দন চক্রবর্তী আসন্ন মেলাকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত করার আর্জি রাখলেন। মলয়ের কথায়, ' বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগের মাধ্যমে সুদৃশ্য চটের ব্যাগ বিক্রি হয়, যা অনেক বেশি বইয়ের ভার বইতে পারবে। অতএব পাঠক, প্রকাশক, ক্রেতা, বিক্রেতা-দয়া করে প্লাস্টিকের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসুন!''ভ্জুট কমিশনারের বক্তব্য, আনওভেন ক্যারিব্যাগ বলে প্লাস্টিক গোত্রের ব্যাগ ব্যবহারও বিপজ্জনক। কারণ, প্লাস্টিক আদতে ১০ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিনাশহীন অজৈব পদার্থ হিসাবে টিকে থেকে দূষণ ঘটায়। বইমেলার আয়োজক, প্রকাশক ও বই বিক্রেতা গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে অবশ্য বলছেন, ' আবেদনের ফর্মে পর্যন্ত আমরা প্রকাশকদের প্লাস্টিক ব্যবহারে স্পষ্ট বারণ করে দিই। তবে এটা ঠিকই, সব প্রকাশকই যে কথা শোনেন, তা নয়।'' গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বলছেন, ' প্লাস্টিক ব্যবহার করেন, যা ১২০ মাইক্রনের বেশি হয়। সেটা নিষিদ্ধ নয়।'' ১২০ মাইক্রনের বেশি পুরু প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার খানিক সহজ। তবে তা-ও প্রকৃতির সঙ্গে মেশে না বলেই সতর্ক করেন পরিবেশবিদেরা। জুট কমিশনার বলেন, ' ব্যাগ ব্যবহার করে ক্রমশ প্লাস্টিকমুক্ত মেলার রূপায়ণই লক্ষ্য হোক। এটা বলব, বিভিন্ন স্টলে চটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়ছে। চটের ব্যাগ বিক্রি ১০-১৫ শতাংশ হারে বাড়ছে।''ভ্এ বার বইমেলা উদ্বোধনের দিন থেকেই মেলা শুরু হয়ে যাচ্ছে। গিল্ডকর্তারা জানান, ১৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বইমেলার উদ্বোধন করবেন। ফলে, এত ভিআইপি সমাগমে বইমেলা সুষ্ঠু ভাবে চলা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। থিম দেশ ' বলে এ বার একটি গেট হবে লন্ডন টাওয়ারের আদলে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, লোরকার ১২৫ বছর এবং বেথুন স্কুলের ১৭৫ বছর উপলক্ষে গেটের পাশাপাশি থাকবে বিশ্ব বাংলা গেটও। ২৪ জানুয়ারি বইমেলার বয়স্ক নাগরিক দিবস।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪জানুয়ারি ঃরবিবার, ২৮পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৭পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৮পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।
বৃষভ রাশিঃআপনি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সামান্য নীচু থাকবেন- একটু বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। সংসারে শান্তি।
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। শুভ দিন হবে
কর্কট রাশিঃরক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার
সিংহরাশিঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন।
কন্যারাশিঃপ্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। আপনার অবাস্তবু
তুলারাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা
বৃশ্চিক রাশিঃ প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে
ধনু রাশিঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।
মকর রাশিঃআপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ রাশিঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাব।
মীন রাশিঃঘুমন্ত আবস্থায় দেখা সমস্যাগুলো জেগে উঠে মানসিক চাপ আনবে। অর্থের অভাব পরিবারে আজ মতবিরোধের কারণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলার আগে ভাল করে চিন্তা করুন এবং তাদের পরামর্শ নিন। পরিবারের সদস্যদের সাথে দূরত্ব অতিক্রম

বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে ও কুসংস্কার দূরীকরনে সাইকেল অভিযান

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জঃ সারা ভারত বিজ্ঞান চেতনা প্রসার অভিযানকে সামনে রেখে জীবন জীবিকার জন্য বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার প্রসার,জল,জমি, বন ও বিদ্যুতের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে দেশজুড়ে সাইকেল অভিযান চলছে।তারই অঙ্গ হিসাবে ১২ ই জানুয়ারি থেকে ১৪ ই জানুয়ারী পর্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় সচেতনতা মূলক কর্মসূচী নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। শনিবার সকালে সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ কালীতলা থেকে এক সাইকেল অভিযানের আয়োজন করা হয় বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে।যোগেশগঞ্জ,দুলদুলি, লেবুখালি, হিঙ্গলগঞ্জ বাজার হয়ে এই সচেতনতা মূলক সাইকেল র্যালি শেষ হয় টাকীতে। সুন্দরবনের মানুষকে বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতন করতে ও যাবতীয় কুসংস্কার থেকে তাদের বিমুখ করতে র্যালির পথে বিজ্ঞান উৎসব, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, পোষ্টার প্রদর্শনী, কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান, আকাশ পর্যবেক্ষণ, রান্নাঘরে বিজ্ঞান ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করে বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য সদস্যারা।

আগুনে পুড়ে ছাই ঘর, পুড়ে গেলো বাইক সহ হাঁস ও মুরগি

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারিঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের মঠবাড়ী এলাকার ঘটনা। মঠবাড়ির মনোরঞ্জন সরদারের বাড়ি শুক্রবার রাতে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় ঘরটি, পুড়ে যায় একটি বাইক। আগুনের শিখায় ঝলসে যায় বেশ কয়েকটি হাঁস মুরগি । স্থানীয়রা এসে জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করলেও তা বিফলে যায় ।পড়ে এলাকার মানুষের দাবি, সুন্দরবন লাগোয়া প্রত্যন্ত এলাকায় কোন ফায়ার ব্রিগেড সার্ভিস নেই । তাই কোথাও আগুন লাগলে তা সহজে নেভানো সম্ভব হয় না । অবিলম্বে নিকটবর্তী এলাকায় একটি ফায়ার ব্রিগেড এর ব্যবস্থা করা হোক দাবি তাদের।

আইএনডিআই জোট খুব শীঘ্রই ভেঙে যাবে ঃ দিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ১৩ জানুয়ারিঃ বিরোধীদের আইএনডিআই জোট খুব শীঘ্রই ভেঙে যাবে। প্রতিক্রিয়া জানালেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, আইএনডিআই জোট শুধু বৈঠকই করে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। এই জোটের কিছুই হবে না, খুব শীঘ্রই ভেঙে যাবে। প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের ডাকা শনিবারের 'আইএনডিআই মঞ্চের শীর্ষ নেতাদের ভিডিয়ো বৈঠকে উপস্থিত থাকছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্য, শেষ মুহূর্তে এই বৈঠকের বিষয়ে তাঁদের জানানো হয়েছে। এই ডামাডোল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই শনিবার আইএনডিআই জোটকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ।

সাঁকরাইলে উদ্ধার হলো গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জানুয়ারিঃ হাওড়ার সাঁকরাইলে উদ্ধার হলো গাঁজা। হাওড়া সিটি পুলিশের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার হয় বেশ কয়েক কেজি গাঁজা। অভিযোগ, বছর দশেকেরও বেশি সময় ধরে এক ব্যক্তি ওই বেআইনি কারবার চালাচ্ছিলেন। নিমাই রায় নামের ওই অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃত ব্যক্তি এলাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী বলে অভিযোগ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সাঁকরাইলের কান্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

গঙ্গা সাগরে এসে প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিলেন পুরীর শংকরাচার্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাসাগর ঃ আগামী ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধন এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠান করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । আর এই বিষয়ে বলতে গিয়ে শনিবার গঙ্গাসাগরে এসে পুরীর আচার্য সনাতন ধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, গোবর্ধনমঠ পুরী পীঠাধীশ্বর শঙ্করাচার্য স্বামী শ্রী নিসচালানন্দ সরস্বতীজি মহারাজ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উপড়ে দিয়ে বললেন, মোদীজি উদ্বোধন করবেন, মূর্তি স্পর্শ করবেন এবং আমি সেখানে হাততালি দিয়ে বলবো জয় জয়... - অতএব তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, বাইশে জানুয়ারি তিনি অযোধ্যায় থাকছেন না, তবে মন্দির প্রতিষ্ঠানে তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে । তার মতে রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধু-সন্তদের যেমন হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, তেমনই ধর্মীয় ব্যাপারেরাজনৈতিক হস্তক্ষেপ উন্মাদের পরিচয় বহন করে। এক কথায় তিনি প্রধানমন্ত্রী কেই খোচা মারেন। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান গুলি পর্যটন কেন্দ্রের রূপান্তরিত হওয়ার বিরুদ্ধেও তার মত প্রকাশ করেন।

শ্রমিকদের বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম ধাপে ২০০ কোটি টাকা খরচে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১৩ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার চা সুন্দরী প্রকল্পে বাগিচা শ্রমিকদের বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম ধাপে ২০০ কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার প্রায় কুড়ি হাজার বাগিচা শ্রমিক এর ফলে উপকৃত হবেন। আবাসন দপ্তরের হাতে থাকা এই প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। এই প্রকল্পে শ্রমিকদের তিন কিস্তিতে যে ১ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হবে তার জন্য একটি মান্য কার্যবিধি তৈরি করা হয়েছে বলে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলায় ছড়াল বোমাতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারিঃ শনিবার দুপুরে গঙ্গাসাগর মেলায় বোমাতঙ্ক। এদিন গঙ্গা সাগর মেলার তিন রাস্তার পাশে লক্ষ্মীকান্তপুরের একটি দাতব্য শিবিরের সামনে একটি পুটলি জাতীয় কিছু পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে বোমস্কোয়াডের কর্মীরা এসে ভালো করে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়।ব্যাগের ভেতর থেকে পুজোর খাটি,বই সহ একাধিক গৃহস্থের ব্যবহার সামগ্রী উদ্ধার হয়।এবং ব্যাগটি থানায় নিয়ে যায়।পরে উওরপ্রদেশের এক বয়স্কা এসে সাগরের অস্থায়ী থানা থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যাগটি নিয়ে যায়।

বলাগড়ে সম্পত্তির জন্য দুই ছেলে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করল বাবাকে

বনস্পতি দে, বলাগড় হুগলি ঃ বৃদ্ধ বাবা আগেই দুই ছেলেকে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও তাদের রোষ থেকে ছাড় পেলেন না তিনি। যে টুকু কানাকড়ি বাবার কাছে ছিল তা পেতেও মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। শেষে গুণধর দুই ছেলে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করল বাবাকে। তারপর লাশ গায়েব করার চেষ্টা। পরে এলাকাবাসী দেখে ফেলায় সেখান থেকে চম্পট দিল অভিযুক্ত যুবকরা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বেহুলা আয়দা গ্রামে। মৃতের নাম মদন ঘোষ (৬৮)। ওই বৃদ্ধের দুই ছেলে মন্টু ও সন্তু। জানা গিয়েছে, সম্পত্তি নিয়ে বাবার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি হচ্ছিল। মদনবাবু জমি জায়গা আছে তার অর্ধেক দুই ছেলেকে দিয়ে দিয়েছিলেন। বাকিটুকু কেন ভাগ হয়নি সেই নিয়েই মূলত অশান্তি ছিল। দুই ছেলেরই দোতলা বাড়ি আছে। এ দিকে বৃদ্ধবাবার টিনের চাল। তা থেকে জল পড়ে। সেই কারণে বৃদ্ধ ছেলেদের সেই টিনের চাল কিনে দিতে বলেছিল। সেই নিয়েই শনিবার সকালে ঝগড়া শুরু হয়।

অভিযোগ, নিজের বাবাকে গালাগালি করতে থাকেন অভিযুক্ত ছেলেরা। শুধু তাই নয়, বাবার মাথায় ইটের ঘা বসিয়ে দেয় একজন। এতেই জ্ঞান হারান তিনি। এরপর বাবা মারা গিয়েছে ভেবে ট্রলিতে করে গঙ্গার ঘাটের দিকে নিয়ে যেতে থাকেন তাঁরা। এরই

মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে। এ দিকে, লোকজন দেখে ফেলায় ভ্যান রেখে পালিয়ে যায় ছেলেরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন পুলিশে। এরপর বলাগড় থানার পুলিশ তাঁকে ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই মদনবাবুকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়না তদন্তের জন্য। অভিযুক্ত পুত্রদের খুঁজছে পুলিশ। মৃতের ছোটো বৌমা বলেন,আমি রান্না করছিলাম। টিন নিয়ে অশান্তি হচ্ছিল বাবার সঙ্গে স্বামী আর ভাসুরের। তারপর কী হল জানি না।ট্রলি ভ্যানে বাবাকে চাপিয়ে নিয়ে বলল হাসপাতালে যাচ্ছি।

ফুচকা বিক্রেতা গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জানুয়ারিঃ অপহরণের অভিযোগ, ফুচকা বিক্রেতা গ্রেফতার। হাওড়ার শিবপুরের ফোরশোর রোড এলাকায় এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ফুচকা বিক্রেতার বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ওই ফুচকা বিক্রেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃতকে শনিবার দুপুরে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হলে ২ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালত সূত্রের খবর, ওই নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হতে পারে। ধৃতের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে অভিযুক্তের বাড়ির লোকের অভিযোগ অবৈধভাবে ফাঁসানো হয়েছে। তবে অভিযোগকারীর বাড়ির লোক এই ঘটনায় মুখ খুলতে রাজি হননি।

চিকিৎসা প্যাকেজ সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম যাতে কোনোভাবেই কোনরকম লুকোনো চার্জ না নেয় রাজ্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ন্ত্রক কমিশন সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ করছে। যাতে রোগী ভর্তির সময়ই এই সব হাসপাতাল-নার্সিংহোম তাঁদের চিকিৎসা প্যাকেজ সংক্রান্ত সম্পূর্ন তথ্য স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয় সে ব্যাপারে কমিশন নতুন নির্দেশিকা তৈরি করেছে। তা সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। সেখানে রোগী ভর্তির প্যাকেজে সম্ভাব্য সমস্ত খরচ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে একাধিক বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বিরুদ্ধে রোগীদের পরিবারের কাছ থেকে প্যাকেজ বহির্ভূত ভাবে অর্থ আদায়ের একাধিক অভিযোগ জমা পড়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

কলকাতায় উদ্ধার নিষিদ্ধ মাদক, ধৃত ২ পাচারকারী

কলকাতা,১৩ জানুয়ারিঃ প্রায় সাড়ে সাত হাজার বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার হল কলকাতার পোস্তা এলাকা থেকে। দিনের পর দিন মাদক চোরাকারীরা পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে দিনের আলোয় ফেনসিডিল পাচার করছিল। অবশেষে পুলিস গ্রেফতার করে দুজন পাচারকারীরে। এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে অভিযুক্তদের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতার পোস্তা এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিলেন কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা।

সাদা রঙের একটি পণ্যবাহী গাড়িতে করে পেটি ভর্তি ফেনসিডিল নামিয়ে বিভিন্ জায়গায় পাঠানো হচ্ছিল। সেই সময়ই অভিযুক্তদের হাতে নাতে ধরে ফেলেন গোয়েন্দারা। গ্রেফতার হন চন্দ্রিকা প্রসাদ ও মহম্মদ রিজওয়ান নামে দুই চোরাকারবারী। শনিবার ধৃতদের আদালতে তোলার পর নিজের হেফাজতে নিয়েছে এসটিএফ।

ইতিমধ্যেই ৪৫ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে পা রেখেছেন, দাবি জেলা প্রশাসনের

গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি ঃ গত ৮ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনের পর থেকেই পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে গঙ্গাসাগরের এই বেলাভূমিতে। ১৩ তারিখ অর্থাৎ শনিবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত ৪৫ লক্ষ পণ্যার্থী এসেছেন গঙ্গাসাগরে , এমনটাই দাবি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের। শনিবার বিকেলে গঙ্গাসাগরের মেলা অফিসে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও সে কথাই ঘোষণা করলেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের বিদ্যুৎ আবাসন ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পরিবহন দফতরের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, শেষ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, অগ্নি নির্বাপন ও জরুরী পরিষেবা বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী সুজিত বোস ও রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসক সমীর গুপ্তা এবং সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান ৯ই জানুয়ারি থেকে ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য মাথাপিছু পাঁচ লক্ষ টাকার বীমা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই পরিষেবা সরকারি কর্মী, পুলিশ কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিক, পরিবহন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের ও এই বিমান আওতায় রাখা হয়েছে। এছাড়া কপিলমুনি আশ্রম সহ মেলা চত্বরকে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছে নতুন করে বন্ধুর সংলগ্ন এলাকায় সরবর বিশ্রামাগার নতুন নতুন পাকা রাস্তা, স্ট্রিটলাইট, তীর্থযাত্রী নিবাস, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও দশ হাজারেরও বেশি শৌচালয় গড়ে তোলা হয়েছে গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গনে। এবারের মেলায় পূন্যার্থীদের জন্য ২২ টি জেটি তৈরি করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের চলাচলের স্বার্থে আড়াই হাজার বাস, ছটি বার্জ,৩৮ টি ভেসেল ও ১০০ টি লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘন কুয়াশায় তীর্থযাত্রীদের যেতে নিরাপদে পারাপারের জন্য মুড়িগঙ্গা নদীতে থাকা বিদ্যুতের টাওয়ারে এবং যেটিতে শক্তিশালী কুয়াশা ভেদে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রতিটি যানবাহন এবং ভেসেল লঞ্চকে জিপিএস ট্র্যাকিং এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার স্বার্থে ১৪ হাজারেরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গনে। ২৪০০ জন সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের জল প্রহরী তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিমুহূর্তে সজাগ রয়েছেন গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গনে। এছাড়াও যে সমস্ত পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসতে পারছেন না তাদের জন্য কপিলমুনি মন্দিরের প্রসাদ এবং পবিত্র গঙ্গাজল অনলাইন বুকিং এর মাধ্যমে বাড়িতে বসেই যাতে তারা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবছর মকর সংক্রান্তির পূর্ণ স্নান রবিবার রাত্রি ১২-১৩ মিনিট থেকে শুরু করে সোমবার রাত্রি ১২-১৩ মিনিট পর্যন্ত চলবে বলে ও প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

খেলার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল নবম শ্রেণির ছাত্রের

হুগলি

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল হুগলি, ১৩ জানুয়ারিঃ স্কুলে খেলার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল নবম শ্রেণির ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম আব্দুল সাইদ। সে খানাকুলের ধরমপুর এলাকার মাদ্রাসায় পড়ত। স্থানীয়দের অনুমান, মাদ্রাসার মধ্যে কোনভাবে বিদ্যুতের লাইনে শর্ট সার্কিট হয়েছিল। তা থেকেই ওই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। মাদ্রাসার মধ্যে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খানাকুলের রাজাহাটি-১ পঞ্চায়েতের হিরাপুর গ্রামে মৃত ছাত্রের বাড়ি। এদিন ওই ছাত্রের অচৈতন্য দেহ নজরে আসতেই মাদ্রাসার শিক্ষকরা তড়িঘড়ি তাকে চিকিৎসার জন্য আরামবাগ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, চিকিৎসকরা ওই ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর ওই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে মৃত ছাত্রের পরিজনরা। এদিকে মাদ্রাসা সূত্রে বলা হয়েছে, এদিন আব্দুল সাইদ সহ অনেক ছাত্রই এসেছিল। কিন্তু ঠিক কীভাবে কী হয়েছে তা বলা যাচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের অনুমান, খেলার সময় কোনও বিদ্যুতের সুইচে হাত পড়ে থাকতে পারে ওই ছাত্রের। তা থেকেই ঘটেছে বিপদ। গোটা ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কলকাতা চিল্ড্রেন্স লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল এ বাংলা সিনেমা নিয়ে এক আলোচনা সভায় বক্তারা আবির চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ গুহ ও সুদেষ্ণা রায়। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

চাহিদা থাকলেও সেভাবে মুনাফা নেই নবদ্বীপ এলাকার পিঠের সড়া প্রস্তুতকারীদের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়াঃ বাঙালি মানেই ভোজন রসিক, আর বারো মাসে তেরো পার্বন তো রয়েছেই।আগামী সোমবার পৌষ সংক্রান্তি, ঘরে ঘরে তৈরী হবে বিভিন্ন স্বাদের পিঠে পুলি। আর এই বিভিন্ন ধরনের পিঠের মধ্যে রয়েছে সড়া পিঠে, যা তৈরি হয় মাটির সড়াতে, বহু পরিবারে আবার এই দিনে পিঠের পরিমান যাই হোক এই সড়া পোরাতেই হয়।

মোটের ওপর এই পৌষ সংক্রান্তিকে ঘিরে একাধারে যেমন বাজারে চালের গুঁড়ো, খেজুরের গুড়,পাটালি গুড়,নারকেলের চাহিদা থাকে পাশাপাশি চাহিদা থাকে এই মাটির তৈরি সড়ারও। আর নবদ্বীপ শহরের ফাঁসি তলা সহ বিভিন্ন এলাকার সড়া

প্রস্তুতকারীরা এখন নাওয়া খাওয়া ভুলে দিন রাত এক করে তৈরী করেছেলেছে এই মাটির সড়া।শহরের ফাঁসিতলা এলাকার মঞ্জুরানী পাল জানান দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তিনি এই পেশায় আছেন, তবে বীগত বছরের থেকে এবছরের সড়ার চাহিদা একটু বেশী,পাশাপাশি তিনি আরও জানান এবছর পাইকারি সড়া প্রতি পিস ২৫-৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে, সাথে কিছুটা,আক্ষেপের সাথে তিনি বলেন, চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও আমাদের ঘরে আসেনা তেমন মুনাফা, পাইনা কোন সরকারি সাহায্যও,কারন হিসেবে তিনি বলেন মাটি, কাঠ, বিচুলির যে ভাবে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে নিজেরা গায়ে খেটেও ঘরে মুনাফা সেভাবে তুলতে পারছি না,। বাজারে এবছর এই মাটির সড়া কোথাও চল্লিশ টাকা, তো কোথাও পঞ্চাশ টাকা প্রতি পিস হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। মোটের ওপর পৌষ সংক্রান্তিকে ঘিরে এখন সড়া প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতাদের যেমন ব্যাস্ততা চড়মে পাশাপাশি পকেটের ভারে মা ভবানি হলেও নিয়ম রক্ষার্থে ও পরিবারের সাথে পিঠে পুলির স্বাদ নিতে বাজার মুখিও সাধারণ মানুষও।

যখনই ভোটে আসে তখন শুধুই মেলে প্রতিশ্রুতি , এমনই দাবি বাসিন্দাদের

প্রকাশ মন্ডল, হুগলী, ১৩ জানুয়ারিঃ আগে পাকা রাস্তা চাই তারপর ভোট, এবারে ভোট চাইতে আসলে এই দাবিতে সরব হবেন দাদপুর থানার বাঙ্গাল পাড়ার বাসিন্দারা। যখনই ভোটে আসে তখন শুধুই মেলে প্রতিশ্রুতি আর ভোট মিটলেই কারো পাত্তা পাওয়া যায়না এমনই দাবি তাদের। হুগলীর মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঙ্গালপাড়ার মাটির রাস্তাটি দীর্ঘ পাঁচ সাত বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।রাস্তার বেহাল দশার কারণে ছোট বড় কোনো গাড়ি ঢুকতে পারে না এলাকায় একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তা চলা দায় হয়ে পড়ে বিশেষ করে বর্ষা কালে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে ব্যপক ভোগান্তির শিকার হতে হয় এলাকার মানুষ থেকে এলাকার ছোট ছোট পড়ুয়া দের ।স্থানীয়দের আরো অভিযোগ ভোট এলেই রাস্তা নির্মাণের জন্য মাপজোপ করা হয় কিন্তু ওই টুকুই।রাস্তা আর হয়না।আরো অভিযোগ রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে বলে খরচের হিসাব দিয়ে একটি বোর্ড ও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এলাকায়।

গ্রামবাসী দের দাবি রাস্তা নির্মাণের আগেই কিভাবে খরচের হিসাব দিয়ে বোর্ড লাগানো হয়েছিল তা নিয়েও তারা ধন্দে।যদিও এ বিষয়ে হুগলী জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা বলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত এর সাথে কথা বলে কিভাবে কাঁচা রাস্তাটি দ্রুত পাকা করা যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বানিবন অঞ্চল মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের ডাকে প্রতিবাদ সভা

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ শনিবার বানিবন অঞ্চল মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা ও ১০০ দিনের কাজের টাকা আদায়ের দাবিতে এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মহিলাদের অসম্মানের প্রতিবাদে এক সঙ্ঘবদ্ধ শপথ ও পাড়া বৈঠক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূল যুব সভাপতি পিন্টু মন্ডল, হাওড়া গ্রামীণ মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাকলি শিং, উলুবেড়িয়া উত্তর মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শিলা মাখাল, বানিবন অঞ্চলের প্রধান সত্যজিৎ মন্ডল, বাণীবন অঞ্চলের সভাপতি সুরজিৎ মন্ডল সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৪৫ সংখ্যা, রবিবার, ২৮ পৌষ ১৪৩০

রাজনৈতিক পালা বদল

পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে করোনা সংক্রমণ একেবারে বিশ্বের সমস্ত স্তরের পরিবেশ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক পরিবেশ একেবারে পাল্টে দিয়েছে। করোনা পরিবেশ তো বিশ্বের মানুষকে একটি ঘর বদ্ধ প্রাণীতে পরিণত করতে বাধ্য করেছে। মানুষ কোনওদিন ঘরে আবদ্ধ থাকেনি। তারা সব সময়ে বিশ্বকে জয় করতে রাস্তায় বের হয়েছে। সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করেছে। মানব সভ্যতার বিকাশ করতে তারা আগ্রহী হয়েছে। ভারতের বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল মানব সভ্যতার অগ্রগতির সময় থেকে। তারও আগে ভারতের মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হলেও আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার পর দ্রুত গতিতে জীবনের অগ্রগতি হতে শুরু করে। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার আগে ভারতের অবস্থা কী রকম ছিল তা অবশ্যই জানা যায় না। তবে এটা ঠিক যে ভারতের প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছিল আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার সময়ে। তার আগে অনার্যরা ভারতে বসবাস করতো। তবে তারা বনের মধ্যে বসবাস করতে বেশি পচ্ছন্দ করতো। আর্যরা এসে তাদেরকে সভ্য করতে শুরু করে। ইউরোপকে সভ্য করেছে গ্রীস দেশ। গ্রীস দেশের দার্শনিকেরা ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ করে। আমেরিকার সভ্যতার বিকাশ করে ব্রিটিশরা। আমেরিকায় আগে রেড ইন্ডিয়ানরা বসবাস করতো। তারা কাচা মাংস পুড়িয়ে খেতো। সেই রেড ইণ্ডিয়ানদের সভ্য করে ইংরেজরা। ইংরেজরা আমেরিকাতে গিয়ে সভ্যতার বিকাশ করতে শুরু করে দেয়। পৃথিবীর পরিবেশ কিন্তু সব সময়ে একটি স্থানে স্থির হয়ে থাকেনি। বারবার তার পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছিল। মধ্য প্রাচ্যের সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছিল আরও পড়ে। সেখানকার পরিবেশ ছিল রুক্ষ। তার ফলে সেখানে কোনও রকমভাবে মানুষ বসবাস করতে চাইতো না। কিন্তু সেখানকার মানুষেরা প্রবল সংগ্রাম করে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তবেই তারা সেখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবেশ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ইউরোপের পরিবেশের সঙ্গে মিল খাবে না। ইউরোপের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এশিয়ার পরিবেশের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। আমেরিকার প্রাকৃতি পরিবেশের সঙ্গে এশিয়া এবং ইউরোপের পরিবেশের সঙ্গে মিল খায় না। পরিবেশ এবং রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। এইভাবেই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে শুরু করে সভ্যতার বিকাশ এবং রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন হতে শুরু করে। খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, বুদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম সহ বিভিন্ন ধর্ম যখন পৃথিবীতে প্রচারিত হতে শুরু করে দিল তখন থেকেই আবার মানুষের পরিবেশগত পার্থক্য দেখা দিতে থাকলো। ধর্ম মানুষকে বিভাজন করতে শুরু করে দিল। জাত-বর্ণ মানুষের পরিবেশকে পরিবর্তন করতে থাকে। এক সময়ে কমিউনিজম, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রের আর্বিভাব ঘটতে দেখা গেল। তার ফলে মানুষের রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকলো। ভারতের রাজতন্ত্র ছিল। সেই সময়ে রাজনৈতিক পরিবেশ একেবারে অন্য রকম ছিল। রাজতন্ত্রের পতন ঘটে গণতন্ত্র বহু দেশে এসেছে। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ছিল। সেই রাজতন্ত্রকে পতন ঘটিয়ে সেখানে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিল ফ্রান্সবাসীরা। তারাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়। ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বহাল ছিল। যার ফলে সেখানে কোনওরকম ভাবে বিপ্লবের পরিবেশ তৈরি করার প্রয়োজন হয়নি। রাশিয়াতে রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সেখানে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। চিন দেশেই রাজতন্ত্রের পরিবেশকে একেবারে পাল্টে দিয়ে সেখানেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে এখন গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র সরকার রয়েছে। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে সর্বত্র। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছিল অতীত থেকেই। আগে অর্থনীতিক ব্যবস্থা বিনিময় প্রথা ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিনিময় প্রথা উঠে গিয়ে টাকা বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে দেখা দিয়েছে। পণ্য বিনিময় করে মানুষ তখন জীবিকা প্রতিপালন করতো। কিন্তু এখন টাকাই বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশ একেবারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

নির্বাচনী প্রস্তুতি বিজেপির

রাম মন্দির উদ্বোধনের আগেই বিজেপি দল হিন্দি বলয়ে রাজনৈতিক প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এবারে মন্দির চতবরে সাফাই অভিযান করেছিলেন। এবারে বিজেপি দলের কৌশল ছিল যে ভারতের বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা মন্দির চত্বরে সাফাই অভিযান শুরু করা হবে। প্রধানমন্ত্রী সাফাই অবিযানকে সফল করতে বিজেপি দলের সব নেতা এবং কর্মীদের আহ্বান করেছেন। তার পলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বিজেপিদলের নেতারা কর্মীরা মন্দির প্রাঙ্গন সাফাই করছে। রাম মন্দির তৈরি করার আগেই মন্দির সাফা অভিযান বিজেপি দলের হিন্দু ভোট পাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। লোকসভার নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি স্বয়ং। তিনি বাজেট অধিবেশনকে সমানে রেখে লোকসভার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে ঠেকাতে তিনি তাঁকে ‘নামদার’ পরিবারের সন্তান বলেছেন। এদিকে রাহুল গান্ধি প্রকাশ্যে বারবার প্রধানমন্ত্রীর কথায় জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে তাঁর পরিবারের কেউই তিন দশক জড়ে প্রধামন্ত্রী পদে নেই। তবুও তাঁকে কিন্তু পরিবারতন্ত্র বলে ঘোঁচা দেওয়া হচ্ছে। তার জবাব দিতে এবারে রাহুল ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। রাহুল রাজপরিবারের ছেলে বলে বিজেপি নেতারা বলতে শুরু করেছে। রাজনীতিতে একেবারে বাচ্চা ছেলে হচ্ছেন রাহুল গান্ধি। সেই কারণে তাঁকে বিজেপি দলের নেতারা পাপ্পু বলে সম্বোধন করতে থাকে। রাহুল যে ক্রমশ নিজেকে ব্যক্তিত্বময় রাজনীতিবিদ হিসাবে প্রকাশ করতে চাইছেন কিন্তু কথা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি যে ধরনের কৌশলী রাজনীতিবিদ রাহুল ততটা কিন্তু নন। তিনি রাজনীতিতে একেবারে ছোট মোদির কাছে সেটা প্রমানিত হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর মোদির বিকল্প রাজনীতিবিদ তৈরি হতে পারছে না। তার ফলে মোদির সঙ্গে টেক্কা দেওয়াটা খুবই মুশকিল হয়ে গিয়েছে। তার ফলে এবারে সংসদের চার দেওয়ালকে একেবারে উপেক্ষা করে রাহুল গান্ধিকে কন্যাকুমারি থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত ‘ভারত জোড়ো’ পথযাত্রা শুরু করেছিলেন। কংগ্রেস সাফল্য লাভ করেছে এই পদযাত্রা করে। কিন্তু সেই সুফলটাকে কোনও সময়ে মোদি তাঁর ঘরে টেনে নিয়ে যাবে তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন। বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হওয়ার ফলেই ভারত জোড়া আন্দোলনকে রাহুল গান্ধি কাশ্মীরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাহলে তিনি আগের কাশ্মীরে হলে তিনি পা রাখতে পারতেন না। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সবাইকে স্বীকার করতে হবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন, শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে।দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান।

স্বাধীন ভারত তৈরি করার স্বপ্নকে সফলে পরিণত করতে পেরেছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

আনন্দময়ী মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ আমার হবে না। আমি এখন থেকে চিন্ময়ীমায়ের চরণে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধার অঞ্জলিটুকু অর্পণ করে আমার মনে বাসনা দূর করবো।’’ পুনশ্চ ঃ তিনি মেজদিকে লিখেছেন-‘ ‘শ্রীশ্রী দূর্গা মায়ের আর্শীবাদ’’ খামের মধ্যে করে পাঠিয়ে দিতে।’’ বাড়ির খবর পাওার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে থাকতো। তিনি সব সয়ে দাদা বৌদিকে চিঠি লিখে মনকে শক্ত করার জন্য চেষ্টা করতেন। বাড়ির খবর পাওার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে থাকতো। তিনি সব সয়ে দাদা বৌদিকে চিঠি লিখে মনকে শক্ত করার জন্য চেষ্টা করতেন। বাড়ির অভিভাবকেদের সঙ্গে দেখা করতে না পারলেও তাদেরকে চিঠি লেখা এবং উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন। ঠিক মতো চিঠি না আসলে বৌদির ওপরে অভিমান করতেন। জেলে মধ্যে থাকার সময়ে মিস্টারদা একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। যে সাহস দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম করেছিলেন পরে দেখতে পাওয়া গেল সেই কঠিন হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে কমলতা, স্নেহ, মায়া মমতা।

বৌদিকে সূর্য সেন খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তার একটি মাত্র কারণ তাঁর মা মারা যাওয়ার পর তাঁর দেখভাল করতেন বৌদি। সেই কারণে জেলে থাকার সময়ে বৌদির ওপরে তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার চিত্র ফুটে উঠেছিল তাঁর লিখিত চিঠিপত্রে। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সালে মেজদিকে লেখা পর বৌদিকে লিখছেন একটি চিঠি -‘‘ বৌদি, আপনার ওপর আমি সত্যই রাগ করেছি। আমার কাছে এতদিন চিঠি দিচ্ছেন না কেন বলুন দেখি..আমার চিঠি লেখার দিন ফুরিয়ে আসছে। বাস্তবিকই যদি দিন ফুরিয়ে যায় তখন তো আর চিঠি লিখবার জন্য সাধব না। কাজেই সময় থাকতে থাকতেই ঘনঘন চিঠি লিখবেন। তা না হল আমি রাগ করবো। আমার এ পারের যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে বলে আপনাদের ওপরে রাগ করবার, অভিমান করবার, আবদার করবার অধিকারটুকু কি আমার নেই? নিশ্চয় আছে। বাড়তে পূজা হল কিনা জানাবেন। আমার নামে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন।’’ এই চিঠি শেষে লেখা রয়েছে -‘আপনাদের সকলের সঙ্গে দেকা করবার ইচ্ছা হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করবেন।

ইতিমধ্যে হাইকোর্টে আপিল করা হয়েছে। চট্টগ্রামে তাঁদের পক্ষে উকিল ছিলেন বিনোদ সেন। হাইকোর্টে ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী বি সি চ্যাটার্জিকে। সূর্য সেন তখন নির্বকার ভাবে দিন কাটাতে শুরু করেছেন কারাগারের মধ্যে। সেই সময় কাটানোর বিবরণ দিয়ে বৌদিকে একটি চিঠি লেখেন ৮ নভেম্বর ১৯৩৩ সালে। চিঠির বয়ান এই রূপ-‘‘খুব ভেরে উঠে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এবং মনে মনে একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত অথবা স্তোত্র পাঠ করি। সকালবেলায় চণ্ডী ও গীতাপাঠেই কেটে যায়। দুপরবেলা খাওয়ার পর কিছু ক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে মহাভারত পড়ি। আমি জেলে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মহাভারত তিনবার শেষ করেছি। এখন চতুর্থবার পড়ছি। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে আমার ঘরটার মধ্যে ঘন্টাখানেক বেড়াই। সন্ধ্যার আঁধার পৃথিবীতে নেমে আসার আগেই সন্ধ্যা তারাটি আকাশে দেখা যায়। রোজ এই গোধূলির তারাটির দিকে চেয়ে থাকি। প্রথম তারাটি ওঠে তখন খুব ছোট বলেই মনে হয়। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারাটি যেন বড় হতে থাকে এবং খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারাটি দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কোন অসীমের মাঝে ডুবে যাই জানি না। তারাটির দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবি কিছুই জানি না। কিন্তু তার মধ্যে থেকে যেন অসীমের সাড়া পাই, তার মধ্যে যেন ভগবানের অস্তিত্বের আভাস পাই। অনেকক্ষণ তারাটি দেখার পর প্রার্থনা করতে বসি এবং প্রার্থনার শেষে একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত মনে মনে আবৃত্তি করে আমার প্রার্থনা শেষ করি। রাত্রে যখন অনন্ত নীলাকাশ চাঁদের আলোয় আলোয় ভরে যায় তখন তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি এবং ভগবানের অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টির মহিলা উপলব্ধি করতে করতে মন আনন্দে ভরে ওঠে। অসংখ্য নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ যখন চাঁদের আলো থাকে না-তখনও তার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। এ সব দেখতে দেখতে কত সুন্দর সুন্দর ভাবই মনে আসে এবং কত বড় কবির লেখা সুন্দর সুন্দর লাইনগুলি মনে পড়ে। বাস্তবিক বৌদি অনন্ত আকাশ, অকূল সমুদ্র প্রভৃতি অসীম জিনিষের দিতে একদৃষ্টে একমনে তাকালে এ সকল সুন্দর সুন্দর জিনিষের সৃষ্টিকর্তা সেই আদিহীন অন্তঃহীন পরমপিতা পরমেশ্বরের কথাই মনে পড়ে।’’ একজন বিপ্লবী যিনি সামরিক শক্তি জুগিয়েছেন, মনে সাহস তৈরি করে দিয়েছেন বিপ্লবী সেনাদের মধ্যে তাঁর মনের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে ছিল একটি

প্রকৃতি প্রেমের চিত্রলেখা যা জেলে বসে থাকার সময়ে চিঠিগুলির মধ্যে ধরা পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। উধাও হয়ে গিয়েছে বজ্রকঠিন পাষাণ হৃদয়। সেখানে উপস্থিত হয়েছে একটি কোমল পরশ যা দিয়ে তিনি পৃথিবীর রূপ রস গন্ধের আস্বাদন গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। বিপ্লবী সূর্য সেনের হৃদয়ে এবারে এসে উপস্থিত হয়েছে প্রকৃতি প্রেম। তিনি তো জেলের মধ্যে একজন অভিযুক্ত সেনা বিপ্লবী নন, তিনি তখন একজন প্রকৃত প্রেমিক কবি। আদালতের কাছে তিনি বিপ্লবী সেনা এবং বিদ্রোহী নেতা। ব্রিটিশ সরকারের শত্রু। আর জেলের মধ্যে তিনি প্রকৃতি সাধক।

আবার তিনি বৌদিকে চিঠি লিখলেন ২১নভেম্বর ১৯৩৩ সালে। তিনি সেখানে লিখেছেন,‘‘ বৌদি, হাইকোর্টের রায় শুনে আপনারা বোধ হয় শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন, হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনারা গত নয় মাসে এই আঘাতটুকু সহ্য করবার জন্য হৃদয়কে তৈরি করেছেন বলেই আমার ধারনা।..যখন হাইকোর্টের রায় শুনলাম তখন নিজের কথা কিছুই মনে হল না, আপনাদের কথাই প্রাণের মধ্যে ভেসে উঠল। ভাবলাম, এই নির্মম আঘাতটুকু আপনাদের প্রণে কি ভীষণভাবে বাজবে, বৌদি। আপনারা চিরদিন আমার জন্য যা করলেন তার কণা মাত্র প্রতিদানও আমি দিতে পারিনি।..আমার জন্য কোন দুঃখ করবেন না। ভগবান চিরদিনই মঙ্গলময়।’’ তারপরে হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকার পর সূর্য সেন তাঁর দাদাকে চিটি লিখছেন ২৩ নভেম্বর ১৯৩৩ সালে। দাদাকে লেখা এটাই সম্ভবত তাঁর শেষ চিঠি। দাদাকে তিনি লিখছেন,

‘‘ স্নেহময় দাদা,

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। অনেকদিন পর্যন্ত আপনার কোন চিঠি পাইনি। যাক। আমার দিন ফুরিয়ে এল। আমার প্রিয়তম দেবতা আমায় কিছুদিনের জন্য এই মরজগতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর নির্দিষ্ট দিন শেষ হয়েছে তাই তিনি আবার আমায় তাঁর বুকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এতে আমার দুঃখ করবার কিছু নেই বরং আনন্দের যথেষ্ট আছে। আপনাদেরও এই ভগবানের বিধানে দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমার দেবতা আমায় আহ্বান করেছেন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে যাচ্ছি। আর্শীবাদ করুন দেবতার সান্নিধ্য যেন লাভ করতে পারি। জরাজীর্ণ হয়ে, শ্রান্ত ক্লান্ত পঙ্গু শরীর মন নিয়ে তাঁর চরণে যাওয়ার চেয়ে fresh থাকতে থাকতেই তাঁর কাছে যাওয়া অনেক ভাল এই ধারনাই চিরদিন আমার ছিল এবং আজও আছে। তাই আজ যখন তাঁর ডাক এসে পৌছাল ভালই লাগল। জীবনে ঠিকভাবে দেবতার পূজা করতে পারিনি, কত ত্রুটি, কত অপূর্ণতাই রয়ে গেছে, তাঁর চরণে গিয়েই পূজার পরিসমাপ্তি করব এই আশা নিয়ে যাচ্ছি।

দাদা, আপনাদের অগাধ স্নেহমমতার কণামাত্র প্রতিদানও আমি দিতে পারিনি বরং চিরদিন দুঃখই দিলাম। গুরুজনদের স্নেহের ঋণ কেহই পরিশোধ করতে পারে না। ঋণের বোঝা নিয়েই চললাম। আপনারা আমায় এত স্নেহ করেছেন, আর জন্য এত ব্যাকুল হয়েছেন, আমার জীবন রক্ষার জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত চেষ্টা করেছেন, অর্থাভাবে পথে দাঁড়াতে বসেছেন, তদুপরি বিফলতার নির্মম আঘাত আপনাদিগকে কি মর্মান্তিক যন্ত্রণাই দিচ্ছে এসব ভেবে আমার মন করুণ হয়ে ওঠে। আমি আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি, অথচ আপনারা ভীষণ দুঃখ পাচ্ছেন এ কথা মনে হলে আমার আনন্দের মধ্যেও আপনাদের জন্য দুঃখ হয়। দাদা, ভগবান মঙ্গলময়, তাঁর বিধানে মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছেই। এই সত্যটি উপলব্ধি করে শান্তি পেতে চেষ্টা করুন। সবাইকে সান্ত্বনা দেবেন। গুরুজনকে আমার প্রণাম এবং ছোট সকলকে আমার স্নেহাশীষ দেবেন। বৌদির কাছে ২১.১১.৩৩ তারিখ একখানা চিঠি দিয়েছি। আমার জন্য দুঃখ করবেন না। আমায় সন্তুষ্ট মনে বিদায় দিন। যাবার বেলায় কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের লাইনগুলি মনে পড়ছে-

‘‘ ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
একূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।’’

ইতি আপনার স্নেহের
শ্রীসূর্য কুমার সেন

Masterda was subjected in jail to inhuman physical and mental torture. While inside the jail he wrote a touching letter to his ‘affectionate boudi’ (elder brother’s wife) to the effect : “ My movement on this side of river is perhaps drawing to a close. I am now hoping to cross the river and waiting at the ghat. Thereafter will start my journey on the other side. I am preparing myself for this.”

মেজদিকে আবার চিঠি লিখেছিলেন সান্ত্বনা দিয়ে। তিনি লিখেছেন, শ্রীচরণেষু, স্নেহময়ী মেজদি, আমার ভক্তি প্রণতি জেনো। বৌদি ও অন্যান্যগুরুজনগণকে আার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইও। ‘কমল’, ‘অজিত’, ‘গোপাল’, ‘রাখাল’,‘মণি’, ‘রাণী’, ‘বাদল’, এবং অন্যান্য ছোটসকলকে আমার স্নেহাশীষ দিও। বৌমাদিগকে আমার স্নেহাশীষ দিও। আমাদের বাড়ির পূজক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইও। আমাদের গ্রামের সব গুরুজনগণকে আমার প্রণাম এবং ছোট সকলকে আমার আশীষ জানাইও। আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাঁরা আমার গুরুজন তাঁদিগকে আমার প্রণাম এবং ছোটসকলকে আমার স্নেহাশীষ জানাইও। সবাইর কাছ থেকে আমি চিরতরে বিদায় নিচ্ছি। মেজদি, আজ কি বলে সান্ত্বনা দেব আমি জানি না। তোমায় সান্ত্বনা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। তোমাদের মতো অপরিসীম স্নেহ ভরা হৃদয়কে এ অবস্থায় সান্ত্বনা দিতে পারে এমন কেহ জগতে আছে কিনা জানি না। ভগবানের কাছে নিজেই যদি সান্ত্বনা খুঁজে নিতে পার তবেই শান্তি পাবে। আজকের এই নির্মম আঘাত তোমার স্নেহপ্রবণ হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে তা জানি, কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার, আঘাত সহনীয় করে দেওয়ার ভাষা পাচ্ছি না। মেজদি, দুঃখ করো না। ভগবানের বিধান সন্তুষ্ট চিত্তে নিতে চেষ্টা কর। আমি যে যাচ্ছি সেজন্য আমার একবিন্দুও দুঃখ নেই, তোমাদের দুঃখের কথা মনে হলে মন করুণ হয়ে ওঠে। মেজদি, সংসারে যে কেউ অমর নয়, সবেরই যে মরতে হবে। তবে শুধু শুধু দুঃখ পেয়ে লাভ কি? তোমাদের কাছে শত শত অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা করো। ভগবান মঙ্গলময় এই বিশ্বাস রাখো, নিশ্চয় শান্তি পাবে। ইতি তোমার স্নেহের সূর্য।

রাম মন্দিরে খ্রীস্টান, ইসলাম ধর্মগুরুদের আমন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন

রাম মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এবারে ১৫০ জন সাধু সন্তদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। পাশপাশি বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সমাজের ধর্মগুরুদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমন্ত্রণ পেয়েছে নেপালের সন্ন্যাসী সমাজ। দেশের মুসলিম এবং খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে কিনা তা এখনও বিশদে জানতে পারা যায়নি। তবে রাম মন্দির ট্রাস্ট থেকে বলা হয়েছে যে সবাইকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রায় চার হাজার লোককে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আরএসএস থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধ হিন্দু ধর্মের পরস্পরা বলা যেতে পারে। ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে এই সব ধর্মের উত্থান। তার ফলে দেখতে পাওয়া যায় যে জৈন, বৌদ্ধ এবং শিখ ধর্মের মধ্যে ভারতীয় লোকাচার রয়ে গিয়েছে। এই সব ধর্মকে বিদেশি দেশ থেকে আগত ধর্ম বলা যাবে না। এই ধর্মের উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ভারত। তার ফলে এই সব ধর্মের মধ্যে ভারতীয় আচার অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়। নেপাল এক সময়ে ভারতের অধীনে ছিল। আজকে নেপাল আলাদা রাজ্য হিসাবে পরিচিত। নেপালে রাজপুত্র বিহারে এসে সাধনা করে বৌদ্ধ ধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। তারপরে এসেছে জেন ধর্ম। শিখ ধর্ম হচ্ছে ভারতের সৃষ্টি ধর্ম। রাম মন্দিরের আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই সব ধর্মের লোকেরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে। রাম মন্দিরের আচার অনুষ্ঠান দেখতে বুঝতে পারা যাবে যে ভারতে সৃষ্টি অন্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে বেশি কোনও পার্থক্য নেই। তার ফলে এই সব ধর্মের গুরুদের রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে বলা হয়েছ যে রাম মন্দিরের মূল মামলাকারী ইকবাল আনসারিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের দীক্ষিত সম্মানীয় ব্যক্তিরা আমন্ত্রণ পাবেন। দেশের ক্রীড়াবিদ থেকে শুরু করে অভিনেতা,অভিনেত্রী সবাইকে আমন্ত্রণ করা হবে। করসেবক পরিবারদের আমন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। করসেবা করতে গিয়ে যেসব লোকেদের মৃত্যু হয়েছে সেই সব পরিবারের সদস্যদের আমন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেনা বাহিনীর বর্তমান এবং প্রাক্তনদের কর্তদের আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যের মুখমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যসচিবদেরও আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে প্রধান বিচারপতিদেরও অমমন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। গোটা অযোধ্যাকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে রাম মন্দিরের একজন ভক্ত বলেছেন যে অযোধ্যা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ট পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠবে আগামি দিনে। সারা ভারত তথা বিশ্বের লোকেরা এখানে এসে পুজো দিতে পারবেন এবং থাকার ব্যবস্থার জন্য বৃহৎ হোটেল তৈরি করা হচ্ছে। বিমান বন্দরকে ঢেলে সাজনো হয়েছে। বিদেশি বিমান যাতে অবতরণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিমান বন্দরের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে রাম মন্দির দর্শনীয় স্থান হিসাবে বিবেচিত হতে থাকবে। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তারা রাম মন্দির উদ্বোধনে তারা উপস্থিত থাকতে না পারলেও হিন্দু ধর্মের যে উদারতাবাদের যে তত্ত্ব রয়েছে তার প্রচার করতে শুরু করবে। সব ধর্মের সার কথাকে সংগ্রহ করে একটি পুস্তিকা তৈরি করে তা প্রচার করা হবে বলে কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের কথা বলা যেতে পারে ‘যত মত তত পথ’। সেই ‘যত মত তত পথ’কে এবারে প্রচার করা হবে বলে কংগ্রেস থেকে জানতে পারা গিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে গ্রহণ করে নতুন ধর্ম আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস। তারা বারবার বলতে শুরু করেছে যে বিজেপি দল এখন মন্দির রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছে। দেশে নতুন কোনও শিল্প নেই। পুরানো রেলকে নতুন নাম দিয়ে তাকে প্রচারের আলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতরা। আসলে লোকসভার নির্বাচনই বালাই।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সনদ লঙ্ঘন করে চলেছে রাশিয়া

সংবাদপত্রের ওপরে বারবার হানা দিতে দেখা গিয়েছে। বহু সাংবাদিক সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে মারা পড়েছেন। আবার বহু সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। চিন কোরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ সাংবাদিকদের স্বাধীনতার কথা স্বীকার করে না। কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশ তা স্বীকার করে না। তারা বলে সাংবাদিকদের কাজ হচ্ছে দেশের উন্নয়নের খবর প্রকাশ করা। সরকার বিরোধী কোনও সংবাদ প্রকাশ করা মানেই হল দেশদ্রোহী। ভারতের এমারজেন্সির সময়ে সাংবাদিকদের ওপরে হামলা হয়েছিল। বহু সাংবাদিকদের কারাগারে পুরে রাখাও হয়েছিল। সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত, গৌর কিশোর ঘোষকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল এমারজেন্সি সময়ে। এটা হয়েই থাকে। এর হাত থেকে সাংবাদিকদের রেহাই নেই বলা যেতে পারে। এদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুকে যারা রাশিয়ার দখলদারি করাটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারছে না তাদের ওপরে রুশ সরকার একেবারে ক্ষেপে আগুন। রাশিয়ার সরকারি চ্যানেল থেকে বলা হয়েছে যেসব সাংবাদিকেরা রাশিয়াকে দখলদারি বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাদেরকে ভলগা নদীতে ঝুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। এই ধরনের মন্তব্যে প্রতি তীব্র প্রতিবাদ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে সারা বিশ্ব। রাশিয়ার সরকারি টিভির সঞ্চালক অ্যান্টনি ক্র্যাসোভস্কি এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্ষমা পাননি। তাঁর এই ধরনের মন্তব্যকে ঘিরে সারা বিশ্ব জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য ইউক্রেন সরকার তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ড দিল। ইউক্রেন আদালত থেকে বলা হয়েছে যে ক্র্যাসোভস্কির দুটি অপরাধ করেছেন। তিনি উস্কানি মূলক মন্তব্য করেছেন এবং ইউক্রেনের সংবিধানকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে একাধিক বার প্রকাশ্যে রাশিয়াকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন ক্র্যাসোভস্কি। ইউক্রেনের মানুষকে মেরে ফেলা উচিত হলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। ইউক্রেনের সিকিউরিটি সার্ভিস এসবিইউ বলেছে যে বর্তমানে বহু যুদ্ধাপরাধীরা লুকিয়ে রয়েছে। তাদেরকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে যা যা করণীয় তাই করতে শুরু করে দিয়েছে এসবিইউ। ইউক্রেনে রুশ হামলা অব্যাহত। রাশিয়া আগের চেয়ে হামলার গতি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। এই অবস্থায় কিভের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গোটা ইউরোপ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন, ইউক্রেনে যুদ্ধে আমেরিকা পাশে থাকতে পেরে গর্বিত। তিনি আরও বলেছেন, পুতিন যদি তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা করতে শুরু করেন তাহলে তিনি ভুল করবেন। আমেরিকা প্রচুর ধৈর্য ধরে খেলতে ভালোবাসে। ইউক্রেনীয়দের আরও পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা আইনের মাপকাঠি বজায় রাখি। রাশিয়া মানবাধিকার অতিক্রম করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার অপরাধী বলে ঘোষণা করা উচিত বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে ইউরোপীয় দেশগুলি। এদিকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লেয়েনের সঙ্গে দেখা করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। তাদের বৈঠকে বিষয়বস্তু ছিল ইউক্রেনের যুদ্ধ। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখনই সময় ইউক্রেনকে আরও বেশি করে অস্ত্র দেওয়ার। এদিকে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন যে রাশিয়া ভাবতে শুরু করেছে আমেরিকা স্নায়ুর চাপ গ্রহণ করতে পারবে না। তাহলে কিন্তু রাশিয়া ভুল কাজ করছে। এই ভুলটা প্রমাণ করে দেবে ব্রিটেন। ইউক্রেনের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে ব্রিটেন। আমেরিকা ব্রিটেনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলোনস্কি প্রধানমন্ত্রী সুনকের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ কথা ঃ পরচুল শিল্প গড়ছে

মুর্শিদাবাদ এলাকায় এখন কেশ চর্চা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। কৃত্রিম কেশ চর্চা সেখানে হচ্ছে কুটির শিল্প। কলকাতা শহর সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের চুল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সেই সব চুল গিয়ে উপস্থিত হয় বহরমপুর, বেলতলা, জঙ্গিপুর থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায়। সেই সব মানুষের চুলকে নিয়ে একটি কৃত্রিম চুলের টুপি করা হয়ে থাকে যা

দেখতে একেবারে আসল চুল ভর্তি মাথার মতো। আবার আসল চুলের সঙ্গে নকল চুল মিশিয়ে বহু মহিলারা মাথার বিনুনি করে থাকে। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে কৃত্রিম চুলের ব্যবসা এখন বলতে গেলে রমরমা। সিনেমা পাড়ায় বেশি করে এই ধরনের চুলের বিনুনি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। পরচুল ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরা। তাদের মাথার চুল অল্প থাকার জন্য এই ধরনের পরচুল ব্যবহার করে। মুর্শিদাবাদের বাসিন্দারা ঘরে ঘরে পরচুল তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। কোনটা পরচুলের রং কালো, আবার কোনটা সাদা, সোনালি এবং খয়েরি।

চিঠিপত্র ঃ খলিস্তান নিষিদ্ধ সংগঠন

খলিস্তানপন্থীরা বিদেশে সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ভারত এখন তাদের ওপরে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছে। কানডা সরকারের সঙ্গে ভারতে সখ্যতা ক্রমশ অবনতির দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আবার আমেরিকা খলিস্তানপন্থীদের রাজনৈতিক ত স্বাধীনতা দিতে শুরু করে দিয়েছে। খলিস্তানপন্থীরা যেভাবে সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে শুরু করে বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর এবারে কানাডা সফরকরে বলেছিলেন, কানাডায় ভারতীয়দের ওপরে ঘৃনার মনোভাব প্রকট হতে শুরু করে দিয়েছে। কানাডার বসবাসকারী ভারতীয়দের ওপরে অসন্তুষ্ট সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা। তারা কিছুতেই ভারতীয়দের সহ্য করতে পারছে না। ভারত বিদ্বেষ মনোভাব ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার ওপরে কানাডয় যেভাবে খলিস্তান পন্থীদের সক্রিয় ভারত সরকার বিরোধী আন্দোলন যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের নিষিদ্ধ খলিস্তানপন্থী সংগঠন। তবুও কিন্তু কাডানাতে এই নিষিদ্ধ খলিস্তানপন্থীদের সদস্যদের আশ্রয়দান করছে এবং বেশ শক্তির সঙ্গে সেখানে এই সংস্থা ভারত সরকার বিরোধী কাজকর্ম করতে শুরু করেছে। **রামদুলাল মিশ্র, হাওড়া**

মালদা বইমেলাতে অংকের দাদুর দোকানেই ভিড় করছে বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ বইমেলাতে অংকের দাদুর দোকানেই ভিড় করছেন বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়ারা। সহজ-সরল পদ্ধতিতে অংক শেখার জন্যই এখন মালদা জেলার বইমেলাতেই অংকের দাদু হয়ে উঠেছেন পড়ুয়াদের কাছে হিরো। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বাসিন্দা মিহির সমাজদার পেশায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাকে এখন পড়াশোনার জগতে অংকের দাদু নামেই ডেকে থাকেন পড়ুয়ারা। বলাবাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়াদের মধ্যে অঙ্ক নিয়ে খুব ভয় থাকে। অনেকেই সহজে বুঝতে পারে না কিভাবে অঙ্কের সমাধান হবে। বইয়ের ভাষা খুব জটিল? বিভিন্ন লেখক লেখিকাদের বই বোধগম্য হচ্ছে না। এই সমস্ত কিছুর সমাধান করতে এগিয়ে এসেছেন অঙ্কের দাদু। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে সহজ-সরল ভাষায় অঙ্কের বই লিখে চলেছেন সত্তর বছরের গণ্ডি পেরোনো মিহির সমাজদার। তাঁর লেখা বই এখন বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ বইয়ের সরলতা। আর এই কারণেই এখন অঙ্কের জগতে 'দাদু' নামে পরিচিত বালুরঘাটের প্রাক্তন অঙ্কের শিক্ষক মিহির সমাজদার। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বই লিখে চলেছেন। শিশু শ্রেণী থেকে বিএসসি পর্যন্ত তিনি অঙ্কের বই লিখেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য সিলেবাস মেনেই তিনি বই লিখেন। এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৫ টি বই লিখেছেন তিনি। সবগুলি অঙ্কের বই। তবে মিহির বাবুর লেখা বই আপনি

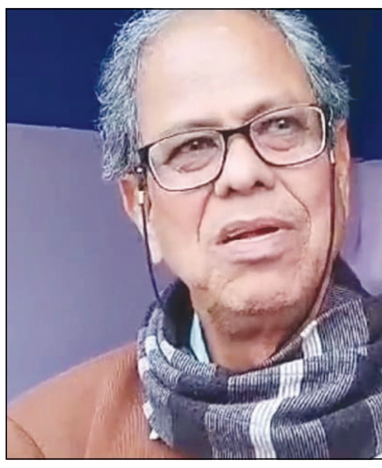

কোন দোকানে কিনতে পাবেন না। শুধুমাত্র রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত বই মেলাতেই পাবেন। উল্লেখ্য, মালদা জেলা ৩৫ তম বই মেলাতেও অংকের দাদু স্টল খুলে বসেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় লক্ষণীয়। মালদা জেলা বইমেলাতে আসলে দাদুর কথা জিজ্ঞেস করলে আটি থেকে আশি সকলে বলে দিচ্ছেন দাদুর স্টল সোজা গিয়ে বাম দিকে। বর্তমানে গোটা। বছর মিহিরবাবু বই লেখালেখি করেন। বইমেলার সিজনে তিনি নিজে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত বইমেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে স্টল দিয়ে বই বিক্রি করেন। বর্তমানে এটি তার নেশা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তার বইয়ের কদর রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই তিনি এই বইগুলি বিক্রি করছেন। বর্তমানে চাহিদা ব্যাপক হারে। মিহিরবাবু জানিয়েছেন, একজন অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। সেই সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। অংকের বিষয়ে অনেকেরই নানান সমস্যা জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তখন থেকেই সহজ সরল ভাষায় বই লেখার চিন্তাভাবনা। অবসর নেওয়ার পর থেকেই শুরু করেন এই সব বই লেখার কাজ। এখনো তিনি লিখেই চলেছেন এই বই। স্কুলস্তর বা কলেজ স্তরের সিলেবাস পরিবর্তন হয়। সিলেবাস পরিবর্তন হলে তিনিও তার বইয়ের পরিবর্তন করেন ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য। অবসরের পরে ছাত্র-ছাত্রীদের এমন সহজ সরল বই উপহার দেওয়ার জন্যই এখন তিনি রাজ্যজুড়ে অঙ্কের দাদু নামে পরিচিত।

তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি ঃ মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কাউয়ারডারা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। জানা গেছে এদিন সাতসকালে দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটি নজরে আসে স্থানীয়দের। রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের লাগানো দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এমনটাই অভিযোগ। এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করবেন বলেও জানিয়েছেন। এদিকে দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তৃণমূল নিজেরাই করে বিজেপির নামে অপবাদ নিচ্ছে বলে দাবি বিজেপির।

সাত সকালে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ধূপগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ সাত সকালে ধূপগুড়িতে বিধ্বংসী আগুন। ভষ্মীভূত ছাট লোহার দোকানের গোডাউন। শনিবার

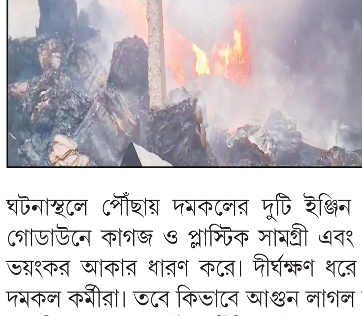

সাত সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে ৪৮ নং এশিয়ান হাইওয়ের সংলগ্ন ধূপগুড়ি হরি মন্দি এলাকায়। একটি ভাঙ্গারী দোকানে। চারদিক ঢাকা ঘন কুয়াশায় ঠিক সে সময় আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন এবং ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। গোডাউনে কাগজ ও প্লাস্টিক সামগ্রী এবং দাহ্য বস্তু মজুত থাকায় আগুন ভয়ংকর আকার ধারণ করে। দীর্ঘক্ষণ ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে দমকল কর্মীরা। তবে কিভাবে আগুন লাগল তা এখনো স্পষ্ট নয়। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্টিফিকেটের জেরে আগুন লেগে থাকতে পারে। দমকল কর্মীদের পাশাপাশি আগুন নিযন্ত্রণে হাত লাগিয়েছি স্থানীয়রা তবে আরো বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। ভোররাতে ধূপগুড়িতে ছাট লোহার দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরে আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে তবে এখনো দাহ্য পদার্থে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের ফুলকি ঘটনাস্থলে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা এখনো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে ছাট লোহার দোকানের মালিক বাসুদেব ঘোষ জানান।

ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন করলেন পুলিশ সুপার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ শনিবার ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন করলেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে তৈরি হল এই ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়ি। জানা গেছে, ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা ২, ধর্মপুর, পদমতি ১ ও পদমতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই ফাঁড়ি তৈরি

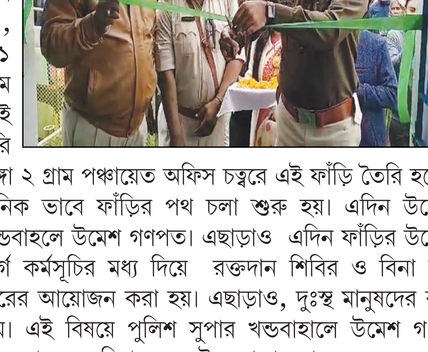

হয়েছে। মাধবডাঙ্গা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে এই ফাঁড়ি তৈরি হয়েছে। শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে ফাঁড়ির পথ চলা শুরু হয়। এদিন উদ্বোধন পুলিশ সুপার খান্ডবাহলে উমেশ গণপত। এছাড়াও এদিন ফাঁড়ির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উৎসর্গ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রক্তদান শিবির ও বিনা মূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, দুঃস্থ মানুষদের কম্বল বিতরন করা হয়। এই বিষয়ে পুলিশ সুপার খন্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, প্রশাসনিক কাজের সুবিধা হবে এই এলাকার মানুষদের। ময়নাগুড়ি থানা অনেক বড় একটি থানা। ভোটপট্টি সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের ময়নাগুড়ি যেতে সমস্যা হতো। এখন থেকে এই এলাকার মানুষদের সুবিধা হবে।

পিকনিকের সময় জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন নদীর পরিবেশ মারাত্মক ভাবে দূষণ হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রতিবছরই পিকনিকের সময় জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন নদীর পরিবেশ মারাত্মক ভাবে দুষন হচ্ছে। বিভিন্ন পিকনিক স্পটে পিকনিক করতে আসা একশ্রেণীর মানুষ কাচের বোতল, প্লাস্টিক, খাবারের এঠো সহ বিভিন্ন আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ করছে। এতে বন্যপ্রাণী সহ মানুষকে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে আজ পিপিএস- এর উদ্যোগে এবং ময়নাগুড়ি রোড হরিমন্দির কমিটির সহযোগিতায় রামশাই জলঢাকা নদীতে একটি প্রকৃতি পুজোর আয়োজন করা হয়। এখানে প্রকৃতিকে ভগবান রুপে পুজো করা হয়। বিভিন্ন সাধুভক্ত এবং ইসকনের সদস্যরা মিলে ২৫২ ভক্ত এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। পুজোর শেষে একটি নিরামিষ ও প্লাস্টিক বর্জন পিকনিকের ব্যবস্থা করা হয়। কলাপাতা, মাটির গ্লাস ব্যবহার করা হয়। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে পিকনিক করা যায় এই বার্তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্য এই উদ্যোগ বলে জানান পিপিএস- এর পক্ষ থেকে নন্দু রায়। তিনি আরো জানান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে পিকনিক করার জন্য সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামশাই মোবাইল স্কোয়াড এর বিট অফিসার ভূপতি শিল সহ বন কর্মীরা সহ পিপিএস- এর সদস্য ও সদস্যরা।

১৪ জানুয়ারি রাত পেরোলে পুণ্যার্থীর মকর স্নান জয়দেবে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ জানুয়ারি ঃ ১৪ জানুয়ারি রাত পেরোলে পুণ্যার্থীর মকর স্নান। পঞ্জিকা অনুযায়ী, ১৫ জানুয়ারি সকাল ৭টা ১৫ মিনিট থেকে সন্ধ্যে ৫ টা ৪৬ মিনিট পর্যন্ত সময়ে এই মকর সংক্রান্তির তিথি থাকবে। ফলে ভোরে স্নান ও দান দুই সম্ভব হবে। মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে অজয় নদে স্নান করেন পুণ্যলোভাতুর মানুষের। স্নানের সুবিধার জন্য হিংলো বাঁধ থেকে জল ছাড়া হয়। পুণ্যার্থীদের জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অজয়ের চরেই বসে জয়দেবের কেঁদুলি মেলা। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে প্রশাসনের তরফে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মেলামুখী মানুষ পুণ্যস্নানের পর বীরভূমের রাধাবিনোদ মন্দিরে পূজা দেন পুণ্যার্থীরা। কেঁদুলি মেলায় দূর-দুরান্ত থেকে আসেন সাধক, ফকির, বাউলরা। বাউল গানের মরমিয়া সুর ভেসে যায় মেলার মাঠ। জয়দেব মেলাপুণ্যার্থীদের সমাগমের কারণে বীরভূম ও বর্ধমান দুই জেলার পুলিশ তৎপর থাকবে। একদিকে, আসানসোল- দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কাঁকসা থানা নজর রাখছে মেলার পরিস্থিতির উপরে। অন্যদিকে, বীরভূম জেলা পুলিশের তরফে কড়া নিরাপত্তা জারি থাকে। পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী থাকছেন মেলায়। ড্রোন ক্যামেরা ও সিসিটিভি এবং ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে চলে নজরদারি। মেলায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে মোতায়েন রয়েছে প্রচুর সাফাই কর্মী। কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও। স্পিড বোর্ড ও বিপর্যয় মোকাবেলা টিম। নদীতে যাতে স্নান করতে নেমে কোনও বিপত্তি না ঘটে তার জন্য সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। এই মেলায় কীর্তনীয়াদের সারাবছরের বায়না হয়ে থাকে। কলার কাঁদ বিক্রি হয় এই মেলায়। আউল বাউল ও কীর্তনীয়াদের জয়দেব মেলার উদ্বোধন ১৪ জানুয়ারি বেলা ৩ ঘটিকায়। মেলা চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। চন্দ্র নাথ সিনহা ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিধান সভার উপাধ্যক্ষ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ, বীরভূমের দুই লোকসভার সাংসদ অসিত মাল ও শতাব্দী রায়, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ইলামবাজার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ মজুমদার, জয়দেব মেলা স্থায়ী কমিটির সভাপতি গোপাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ। বেলা ৩ টা নাগাদ জয়দেব মেলার উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে আইডিয়াল টেলেন্ট! সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যের সেরা এহেসান, খুশির হাওয়া পরিবারে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ বাবা পাট শ্রমিক। পরিবারে নিত্য অভাব। আর্থিক প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে আইডিয়াল টেলেন্ট সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হলেন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মহম্মদ এহেসান। ছেলের এই সাফল্যে খুশি বাবা-মা থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষজন। জানা গেছে, এহেসান এর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রামে। কালিয়াচক এলাকার এক বেসরকারি মিশনে সদ্য অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০২৩ সালের ১৪ অক্টোবর All India Ideal Teachers Association দ্বারা আয়োজিত সারা রাজ্য জুড়ে IDEAL TELENT SEARCH নামে এক মেধা পরীক্ষা হয়। এতে রাজ্যের হাজার হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২৫ ডিসেম্বর সেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। মহম্মদ এহেসান সপ্তম শ্রেণী থেকে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করে। আর এই খবর চাউর হতেই

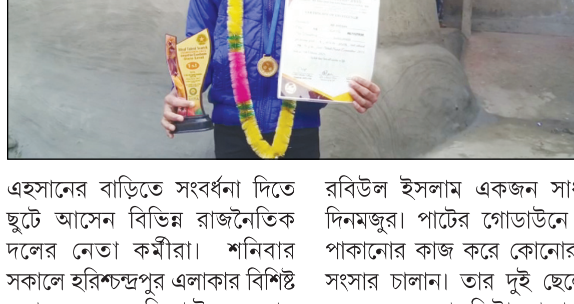

এহসানের বাড়িতে সংবর্ধনা দিতে ছুটে আসেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা। শনিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক জিয়াউর রহমান চৌধুরী তার বাড়িতে ছুটে যান। মিষ্টিমুখ করিয়ে এহসানের হাতে তুলে দেন বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী। এবং সে যেন ভবিষ্যতে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য সরকারের কাছে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করবেন বলে জানান। আরো জানা গেছে, এহেসানের বাবা রবিউল ইসলাম একজন সাধারণ দিনমজুর। পাটের গোডাউনে দড়ি পাকানোর কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালান। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বাস্তুভিটা ছাড়া এক ছটাকও জমি নেই। একটি মাত্র ভাঙাচোরা মাটির ঘরে কোনোরকমে দিন গুজরান করেন। এই সামান্য ইনকামে ছেলের পড়াশোনার খরচের পাশাপাশি সংসারের খরচ জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে। তাই তিনি সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন।

পরকীয়ায় বাধা দেওয়ায় অ্যাসিড খাইয়ে স্ত্রীকে মারার চেষ্টা স্বামীর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ জানুয়ারি ঃ স্বামীর অন্য মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি পেয়ে তার প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে অ্যাসিড খাইয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা। অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা বীরভূমের কীর্ণাহারের বলরামপুর গ্রামের। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ১১ বছর আগে নির্যাতিতার সঙ্গে বিয়ে হয় বীরভূমের পাঁড়ুই থানার সাত্তর গ্রামের নকিমুদ্দিন শেখের। বিয়ের পর ৮ বছরের ও ৩ বছরের দুই কন্যাসন্তান রয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের দেড় বছর পর থেকেই বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ফের মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় নাকিমুদ্দিন। এর প্রতিবাদ করতে গেলে স্ত্রীর উপর মারধর ও অত্যাচার করতে শুরু করে নকিমুদ্দিন শেখ। ৭ বছর আগে এই নিয়ে পারুই থানায় ডায়েরি করেন নির্যাতিতা। তারপর মীমাংসার পর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যান। কিন্তু তারপরও চলে মারধর, অত্যাচার ও প্রাণে মারার চেষ্টা। গত দেড় বছর ধরে মারধর ও অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ফের ৪ বার মীমাংসা হয়। কিন্তু তারপরেও চলে মারধর, অত্যাচার ও প্রাণে মারার চেষ্টা। কয়েকদিন আগে ফের স্বামীর সঙ্গে অন্য মহিলার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি হাতে পান নির্যাতিতা। সেই ছবি নিয়ে ভাসুর ও শ্বশুরকে দেখায়। কিন্তু শ্বশুর তাঁর ছেলেকে শাসন করার বদলে ঘুরিয়ে নির্যাতিতার উপরই বিভিন্নভাবে অত্যাচার চালায়। অভিযোগ, এরপরই বৃহস্পতিবার স্বামী নকিমুদ্দিন শেখ বাড়ি এসে কুড়াল নিয়ে তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি দেখানোর জন্য। কোনওমতে সে যাত্রায় রক্ষা পান নির্যাতিতা। তারপর আবার তাঁকে ঘরে ডেকে জোরজবরদস্তি সাপ তাড়ানোর অ্যাসিড খাইয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করে নকিমুদ্দিন। ধস্তাধস্তি বাধে দুজনের মধ্যে। সেই অ্যাসিড তখন স্বামী নকিমুদ্দিন শেখ নির্যাতিতার হাতে, চোখে, মুখে ছুঁড়ে মারে। কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে তালা লাগিয়ে দেন নির্যাতিতা। সকাল হলে তালা খুলে ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন। বাড়ি এসে পরিবারের লোককে বিষয়টি জানান। তারপরই পাঁড়ুই থানায় অভিযুক্ত স্বামী নকিমুদ্দিন শেখের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ডায়ের করে নির্যাতিতার পরিবার। ওদিকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাসিডে জখম নির্যাতিতাকে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে নির্যাতিতা স্ত্রী।

পথ দুর্ঘটনায় আহত ছয়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি ঃ পথ দুর্ঘটনায় আহত ছয় জন ঘটনাটি ঘটলো তালেশ্বরগুড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে একটি পথ কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী অটো কয়েক পাল্টে খেয়ে রাজ্য সড়কের পাশে নয়নজুলিতে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন অটোতে ৬ জন যাত্রী ছিলেন সবাই কমবেশি চোট পেয়েছেন। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক তার নাম সুধাংশু দেবনাথ (৮৪)। আহতদের যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় শামুকতলা থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে অটোরিক্সা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

কীর্তন দেখে বাড়ির ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি ঃ কীর্তন দেখে বাড়ির ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি, ঘটনায় চাঞ্চল্য। অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করলেন ওই ব্যক্তি। রাতে কীর্তন দেখে বাড়ির সামনে ফেরার পথে দিনহাটা হিমঘর রোড এলাকায় এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম ইয়াসিন খন্দকার, তার বাড়ি দিনহাটা ভিলেজ ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরটারী এলাকায়। জানা যায় ওই ব্যক্তি কীর্তন দেখে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় হঠাৎই একটি বিকট শব্দ শুনতে পান এবং তারপরেই কিছুক্ষণ পরে ব্যথা অনুভব করেন। এরপর স্থানীয় লোকেদের বিষয়টি জানালে স্থানীয়রা তাকে জানান তার গুলি লেগেছে, তখন অতিসত্বর তাকে উদ্ধার করে টোটোতে করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে দিনহাটা থানার পুলিশ। তবে কি কারণে ওই এলাকায় বিকট শব্দ হয়েছিল এবং কিভাবে ওই ব্যক্তির পেটে গুলি লাগলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত্যু বাইক আরোহীর, অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৩ জানুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। শনিবার ঘটনার প্রতিবাদে রায়গঞ্জের দেবীনগরে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, এমনিতেই রাস্তা ছোটো। তার ওপর ডিভাইডার করে দেওয়ায় রাস্তা আরও ছোটো হয়ে গেছে। বড় গাড়ি এলাকায় ঢুকতে পারছেনা। এর ফলে প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা। এই কারণেই এদিন তাঁরা পথ অবরোধ করেন বলে জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে এই ডিভাইডারে এক বাইক আরোহীর ধাক্কা লাগায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাই এই ডিভাইডার ভাঙার দাবিতে অবরোধে নেমেছেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগরের হালদারপাড়া এলাকায়। আহত অপর যুবক মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তাঁর শারীরিক আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

বাইক চুরি চক্রের হদিশ, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ গত তিনমাস ধরে বাঁকুড়া জুড়ে বাইক চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। একের পর এক এই চুরির অভিযোগে নাজেহাল পুলিশ প্রশাসন। অভিযোগ পেয়ে বাঁকুড়া সদর থানা ও ওন্দা থানা যৌথ ভাবে চুরির কিনারা করতে নামে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর শুক্রবার ওন্দা থানার পুনিশোল ও রতনপুর থেকে চুরি যাওয়া ৬ টি বাইক উদ্ধার করে। গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। অনুমান করা হচ্ছে একটি চোরাই চক্র এই ঘটনায় যুক্ত। ধৃতদের গ্রেফতার করে চক্রের সাথে যুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলানো হচ্ছে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী জানান, জেলা জুড়ে সক্রিয় এই চোরাই চক্রের দুজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে, উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া ৬ টি বাইক।

অল ইন্ডিয়া রেকর্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ১৪৬ নম্বর র‍্যাঙ্ক করে রাজ্যে দ্বিতীয় বিদ্যুৎ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ অল ইন্ডিয়া রেকর্ড সিভিল

ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ১৪৬ নম্বর র‍্যাঙ্ক করে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পুরাতন মালদা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শপল্লী এলাকার ছাত্র বিদ্যুৎ হালদার। শনিবার ওই ছাত্রকে তার বাড়িতে গিয়ে সম্বর্ধনা দিল পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছর অক্টোবর মাসে এই পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিদ্যুৎ হালদার। তার বাবা একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী। মা যমুনা সরকার, গৃহবধূ। বিদ্যুৎ হালদার মাধ্যমিকে জেলা স্কুল থেকে পাস করে এবং উচ্চ মাধ্যমিক অক্রূরমণি হাইস্কুল থেকে পাশ করে। পরবর্তীতে সে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে বিটেক করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে থাকে বিদ্যুৎ। পরবর্তীতে এসে বাজিমাত করে অল ইন্ডিয়া রিকুটমেন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায়। ১৪৬ নম্বর র‍্যাঙ্ক করেছে সে। এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম তার বাড়িতে যায় এবং তাকে ফুলের তোড়াও মিষ্টি এবং ডায়েরি দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে।

পুলিশে নিয়োগ, মক ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ সামনেই পুলিশে বড়সড় নিয়োগ। কলকাতা পুলিশে নিয়োগ হতে চলেছে দুই হাজারেরও বেশি পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবল। ইতিমধ্যেই লিখিত পরীক্ষা, মাঠ অর্থাৎ শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সাড়ে চার হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী। মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ লাইনে প্রাথমিকভাবে সফল পরীক্ষার্থীদের মক ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হল শনিবার দিনভর। আগামী ১৮ জানুয়ারি কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পুরুষ ও লেডি কনস্টেবল পদে ইন্টারভিউ। তার আগেই জেলার ছেলে, মেয়েদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে দেখতে মক ইন্টারভিউ- এর অভিনব উদ্যোগ। জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা রীতিমতো ইন্টারভিউ বোর্ড করে একের পর এক চাকরি প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেন। মূলত চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ভয়- ভীতি জড়তা কাটিয়ে তোলাই এই মক ইন্টারভিউ- এর উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন, মালদহ পুলিশের ডিএসপি আইন শৃঙ্খলা আজহারউদ্দিন খান। মালদা ছাড়াও দুই দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদের বহু চাকরিপ্রার্থী এই মক ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।

কাটিহার মণ্ডলে রি-ওয়ারিঙের কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০১_ ২০২৪/কে/৯৫৫ তারিখঃ ১০-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে- ব্যালান্স স্টাফ কোয়ার্টার টাইপ II - ২৬০ ইউনিট, টাইপ III -১১ ইউনিট, টাইপ IV- ০২ ইউনিট = ২৭৩ ইউনিটের রি-ওয়ারিং। টেণ্ডার রাশিঃ ১,৯০,৮৩,৪৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৪৫,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

এসআর.ডিইই/জিএন এণ্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

শিলঙে অফিসার ও স্টাফ ট্র্যানজিট নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০২ অব ২০২৪, তারিখঃ ১১-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ডিসিইএসটিএমএলজি -০২-২০২৪। কাজের নাম ও স্থানঃ (ক) শিলঙে অফিসার ট্র্যানজিট নির্মাণ করা (খ) মালিগাঁওয়ের অধীনে শিলঙে স্টাফ ট্র্যানজিট নির্মাণ করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৭০,১০,৬৮৯.০১ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৩৫,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মালিগাঁওয়ে নির্মাণ কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০১ অফ ২০২৪, তারিখ ঃ ১১-০১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ডিসিইএসটিএমএলজি-০১-২০২৪; কাজের নাম এবং অবস্থান ঃ (ক) নামবাড়ি অফিসার কলোনি, মালিগাঁও -এ, পুরানো বাংলো নং. ৪১৩ এবং ৪৩৪ -এর প্রতিস্থাপনের জন্য ২ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ, (খ) নামবাড়ি অফিসার কলোনি, মালিগাঁও -এ, পুরানো বাংলো নং. ৪১৪ এবং ৪১৫ -এর প্রতিস্থাপনের জন্য ২ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ, (গ) নামবাড়ি অফিসার কলোনি, মালিগাঁও -এ, পুরানো বাংলো নং. ৪১৬ এবং ৪১৭ -এর প্রতিস্থাপনের জন্য ২ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ, (ঘ) নামবাড়ি রেলওয়ে অফিসার কলোনি, মালিগাঁও -এ, ২ ইউনিট টাইপ-V নতুন কোয়ার্টারের নির্মাণ, (ঙ) নামবাড়িতে - অফিসারদের জন্য ৪ ইউনিটট্রানজিট আবাসন নির্মাণ, (চ) ২ ইউনিট টাইপ- VI বাংলো নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১০,৬১,৬৪,১৬২.৪১ টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৬,৮০,৮০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ ও সময় ১২-০২-২০২৪ তারিখে ১৩:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Hooghly- Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly

Tel.: 2680-2899/2319, TeleFax.: 2680-6092

Notice for invitation Tender

Tender Notice No- 01/HCM/Eng/2024 Dated- 13.01.2024

Memo No- 4918 /HCM/Eng/A.S

Sealed Tenders are invited from the experience and reliable contractors for the work Of Repair of Concrete road & drain at Maheshtala in Ward no-09 under HCM Under 5 TH SFC fund. Details information will be available from Municipal office 14.01.2024 within 10.00 A.M upto 19.01.24 at 2.00 P.M. Purchase of Tender paper Dated 22.01.24 on 2 P.M & dropping date: 24.01.24 at 2.00 P.M. For details information please visit website-https:// wbtenders.gov.in

Chairman /Executive Officer

Hooghly Chinsurah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৪ তারিখ ১০.০১.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps. gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। ক্যাটালগ নং. ঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-৩১আর। ক্র. নং.; লট নং./বিভাগ; স্টেশনের নাম নিম্নরূপ ঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই- এফডব্লু-৫৪-২২-১ (পার্কিং - চার চাকার যান), সালার। (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচপিডি- টিডব্লু-৭৮-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), ডাহাপাড়া ধাম। (৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর- টিডব্লু-২১৬-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), চাতরা। (৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই -টিডব্লু-৫৫-২২-২ (পার্কিং - দুই চাকার যান), লালবাগ কোর্ট রোড। (৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএএন- টিডব্লু-২১০-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), খানা (II)। (৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই- টিডব্লু-৮০-২২-২ (পার্কিং - দুই চাকার যান), সালার। (৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসওএই- টিডব্লু-৮৪-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), সোমরাবাজার। (৮) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেপিএলই- টিডব্লু-১৬-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), কোপাই। (৯) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসপিএস- টিডব্লু-২২০-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), শ্রীপাট শ্রীখণ্ড। (১০) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই- টিডব্লু-২৩৮-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), পাল্লা রোড। (১১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই- টিডব্লু-৭৪-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), চৌরিগাছা। (১২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেওজি- টিডব্লু-১-২২-৩ (পার্কিং - দুই চাকার যান), কোন্নগর। (১৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ভিএসপিআর- টিডব্লু-৫৭-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট। (১৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই- টিডব্লু-১২১-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), জৌগ্রাম (I)। (১৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই- টিডব্লু-২২-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), কাটোয়া (I)। (১৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএনই- টিডব্লু-২২৫-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), প্রান্তিক। (১৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমএনভি- টিডব্লু-৮৮২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), মল্লারপুর। (১৮) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই- টিডব্লু-২১৫-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), মোরগ্রাম। (১৯) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআইইউ- টিডব্লু-৬৭-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), সিঙ্গুর। (২০) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স- টিডব্লু-২৩৭-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), জনাই রোড। (২১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমএসএই- টিডব্লু-১৩২-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), মশাগ্রাম। (২২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিসিএফ- টিডব্লু-১০৪-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বনকাপাশী। (২৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ- টিডব্লু-২১১-২২-২ (পার্কিং - দুই চাকার যান), ভেদিয়া। (২৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেআইটি - টিডব্লু-২৭-২৪-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), জিরাট। (২৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসডিআই- এমএক্স-২৪১-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র), সাগরদিঘি। (২৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন- এমএক্স-৭৬-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), কর্ণ সুবর্ণ। (২৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআইজেড- এমএক্স-২২৭-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), শ্রীখণ্ড। (২৮) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিটিআরএইচ- এমএক্স-৯৩-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), ভাতার। (২৯) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনবিকেএইচ- এমএক্স-৭৭-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), নবগ্রাম কাঁকুড়হাটি। (৩০) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই- এমএক্স-৫৩-২২-২ (পার্কিং - মিশ্র), সালার। (৩১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই- আরডব্লু-৮১-২২-২ (পার্কিং - তিন চাকার যান), সালার। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা।

HWH-446/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মোদীজি ভারতীয় রাজনীতির সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন ঃ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় রাজনীতির সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন, তাই বিরোধীরা জানে না কী ইস্যু উত্থাপন করবে। এখন বিরোধীদের কোনও ইস্যু অবশিষ্ট নেই। বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। শনিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে নমো নবমতদাতা সম্মেলনে নাড্ডা বলেছেন, আমরা বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ দেশ, এবং তাই আমাদের শক্তিই ভারতকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার একটি বড় মাধ্যম। আমাদের তরুণদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমেই বিকশিত ভারত গড়ার প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বপ্ন সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়িত হতে পারে। নাড্ডা আরও বলেছেন, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য, এই মানুষজন (বিরোধীরা) দেশকে জাতপাতে বিভক্ত করেছিল, তাই মোদীজি বলেছেন, আমার কাছে কেবল চারটি জাতি - মহিলা, যুবক, কৃষক এবং দরিদ্র। এই চার জাতি গড়ে উঠলে দেশের উন্নয়ন হবে। নাড্ডার কথায়, বর্তমানে আপনারা পরিবর্তনের যুগে বাস করছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয় রাজনীতির সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন, এবং এটি সত্যিই বিরোধীদের বিস্মিত করেছে। এখন বিরোধীরা জানে না কী করতে হবে, কী ইস্যু উত্থাপন করতে হবে।

ক্লার্ক গেফোর্ডকে বিয়ে করেছেন নউজিল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন

ওয়েলিংটন, ১৩ জানুয়ারিঃ দীর্ঘদিনের সঙ্গী ক্লার্ক গেফোর্ডকে বিয়ে করেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন। শনিবার পারিবারিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিয়েটি সম্পন্ন হয়। নেভ নামে তাঁদের পাঁচ বছর বয়সী একটি মেয়ে রয়েছে। ২০১৯ সালের মে মাসে তাঁদের বাগ্‌দান হয়। আর ২০২২ সালের প্রথম দিকে বিয়ের কথা ছিল। কিন্তু করোনা মহামারি তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জেসিন্ডা নিজেই করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে দেশটিতে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেন। বাধ্য হয়ে বাতিল করেছিলেন নিজের বিয়ের আয়োজনও। জেসিন্ডার বয়স এখন ৪৩ আর ক্লার্কের বসয় ৪৭ বছর। ২০১৭ সাল থেকে গত বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরে স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যান জেসিন্ডা। এমনকি পরিবারকে সময় দিতে সক্রিয় রাজনীতিকেও বিদায় জানিয়েছেন। ২০১৮ সালের জুনে জেসিন্ডা সন্তানের জন্ম দেন। বিশ্বের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রীর মতো পদে থেকে মা হওয়ার দ্বিতীয় ঘটনা এটি। পরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সম্মেলনে তিনি শিশুসহ যোগ দেন। জেসিন্ডার এক মুখপাত্র ইমেইলে জানান, নিউজিল্যান্ডের নর্থ আইল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে হকস বে'র ক্রেগি রেঞ্জ ওয়ানারি এলাকায় বিয়ের অনুষ্ঠানটি হয়। জায়গাটি রাজধানী ওয়েলিংটন থেকে প্রায় ৩১০ কিলোমিটার উত্তরে। হকস বে আঙুরের বাগান ও ওয়াইন তৈরির জন্য আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত।বিয়ের আনুষ্ঠানিক ছবিতে দেখা যায় জেসিন্ডা সাদা পোশাকে আর ক্লার্কের পরনে সাদা শার্টের ওপর কালো স্যুট। বিয়েতে ৫০৭৫ জন অতিথি ছিলেন। জানা যায়, অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেসিন্ডার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিনস (২০২৩এর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর), বর্তমানে তিনি অবশ্য বিরোধী দলীয় নেতা।হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে জেসিন্ডা তিনটি ফেলোশিপ পেয়েছেন। জেসিন্ডা প্রিন্স উইলিয়ামস আর্থশট প্রাইজের ট্রাস্টি এবং ক্রাইস্টচার্চ কলের একজন বিশেষ দূত। ক্রাইস্টচার্চ কল একটি নেটওয়ার্ক, যেটি 'অনলাইনে সন্ত্রাসী এবং সহিংস চরমপন্থী বিষয়বস্তু নির্মূলে' কাজ করে। দেশটিতে ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে জুমার নামাজের সময় সন্ত্রাসী হামলা হয়। এতে ৫১ জন নিহত হন। এর পরপরই ক্রাইস্টচার্চ কল নামে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পর জেসিন্ডা যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তাতে তিনি সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন। পার্লামেন্টে দেওয়া শেষ ভাষণে জেসিন্ডা টেলিভিশন উপস্থাপক ক্লার্ককে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'চলো, শেষমেশ বিয়েটা করেই ফেলি।'

একজন রোহিঙ্গা যুবককে হত্যা কক্সবাজারের উখিয়ায়

ঢাকা, ১৩ জানুয়ারিঃ কক্সবাজারের উখিয়ায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আরও একজন রোহিঙ্গা যুবককে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে উপজেলার তাজনিমারঘোনা আশ্রয়শিবিরের (ক্যাম্প-১৯) সি-৬ ব্লকে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। সন্ত্রাসীরা তাঁকে প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়, এরপর গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করে। নিহত এই রোহিঙ্গা যুবকের নাম মো. হুজিত উল্লাহ (৩৫)। তিনি ওই ব্লকের রোহিঙ্গা ফয়েজুল করিমের ছেলে।এর আগে গতকাল শুক্রবার রাত ৯টার দিকে উখিয়ার হাকিমপাড়া আশ্রয়শিবিরে (ক্যাম্প-২০) গলা কেটে হত্যা করা হয় রোহিঙ্গা নেতা করিম উল্লাহকে (৩২)। তিনি ওই আশ্রয়শিবিরের এম-২৭ ব্লকের রোহিঙ্গা গণি মিয়ার ছেলে। করিম উল্লাহ ওই ব্লকের সাব মাঝি (নেতা) ছিলেন। দুটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান স্যালভেশন আর্মিকে (আরসা) দায়ী করা হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই রোহিঙ্গা যুবককে হত্যার ঘটনায় আশ্রয়শিবিরের সাধারণ রোহিঙ্গাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। রোহিঙ্গা নেতারা বলেন, নিহত এই দুই রোহিঙ্গা যুবক আরসার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কয়েক মাস আগে তাঁরা আরসা ত্যাগ করে মিয়ানমারের আরেকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান সলিডারিটি অর্গানাইজেশনে (আরএসও) যোগ দেন।

গোরখপুর স্টেশনের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি স্লিপ পড হোটেল তৈরি করা হয়েছে

গোরখপুর, ১৩ জানয়ারী ঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ে একটি যাত্রী-ভিত্তিক রেলপথ এবং রেল প্রশাসন প্রতিদিন যাত্রীদের নতুন ভ্রমণ সুবিধা প্রদান করছে এরই ধারাবাহিকতায় উত্তর-পূর্ব রেলের গোরখপুর জংশন স্টেশনের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি স্লিপ পড হোটেল তৈরি করা হয়েছে শিগগিরই এটি যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হবে যাত্রীরা তাদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত হারে ০৬, ১২ এবং ২৪ ঘন্টার জন্য পড হোটেল বুক করতে পারবেন এই হোটেলে যাত্রীদের খাবার সুবিধা দেওয়া হবে ক্যাটারিং সুবিধার প্রাপ্যতা যাত্রীদের অনেক সুবিধা প্রদান করবে এই স্লিপ পড হোটেলটি ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঝুলন্ত ওয়েটিং হলের মধ্যে ৬৫৩ বর্গমিটারে তৈরি করা হয়েছে এই স্লিপ পড হোটেলে সিঙ্গেল ও ডাবল বেডের কেবিন এবং কেবিনের মতো স্লিপ পড তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো সম্পূর্ণ সেন্ট্রালাইজড এসি নিহিত আছে হোটেলে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা প্রসাধন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য এখানে সিসিটিভি রয়েছে ক্যামেরা বসানো হয়েছে যাত্রীদের সুবিধার্থে পড হোটেলে ফ্রি ওয়াই-ফাই সুবিধা দেওয়া হয়েছে হোটেলে প্রদত্ত সুবিধাগুলি উচ্চ শ্রেণীর এছাড়া পড়ার জন্য টেলিভিশন, চার্জিং পয়েন্ট ও রিডিং লাইট এর ব্যবস্থা রয়েছে ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে তৈরি এই পড হোটেলটি সারা দেশ থেকে গোরক্ষপুরে আসা যাত্রীদের উপকৃত করবে জানা যায় যে দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, পুনে, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ, গুয়াহাটি, লখনউ, অযোধ্যা, মথুরা, বারাণসী, প্রয়াগরাজ, উজ্জয়ন সহ দেশের অনেক মেট্রোর জন্য গোরখপুর জংশন স্টেশনে ট্রেন চালানো হয়।

তারাতলা-মাঝেরহাটে পার্পল লাইনের প্রথম ট্রায়াল রান আজ সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরের তারাতলা-মাজেরহাট প্রসারিত প্রথম ট্রায়াল রান আজ সুচারুভাবে পরিচালিত হয়েছে, অর্থা ১৩.০১.২০২৪ তারিখে এসি ট্রায়াল রেক তারাতলা স্টেশন থেকে ১২.১৬ টায় শুরু হয়েছিল এবং ১.২৫ কিলোমিটার কভার করার পরে এটি ১২.১৯ টায় মাঝেরহাট স্টেশনে পৌঁছায় ফিরতি যাত্রায়, এই রেকটি মাঝেরহাট থেকে ১২.৪৩ ঘটিকায় শুরু হয় এবং এটি ১২.৪৬ টায় তারাতলায় পৌঁছায় ট্রায়াল রেকটি জোকা ডিপো থেকে বের করা হয়, যা রেকের স্ট্যাবলিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্মিত হয়েছে এই ট্রায়াল রানের সময়, রেকটি সর্বোচ্চ ৫০ কিমিঘন্টা গতিতে ভ্রমণ করেছিল শ্রী হরসিমরান সিং, চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার আরভিএনএল এবং মেট্রো রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই ট্রায়াল রানের সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে এই প্রথম ট্রায়াল রানের সফল সমাপ্তির জন্য টিম মেট্রো এবং টিম আরভিএনএল-এর সমস্ত অফিসার ও কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আরপিএফ-এর অভিযানে যাত্রীদের চুরি যাওয়া প্রায় ২.৯২ লক্ষ টাকার সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেফতার সাত

মালিগাঁও, ১৩ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ০৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযানের সময় আরপিএফ গুয়াহাটি, জাগীরোড, লামডিং, নিউ কোচবিহার ও চাপরমুখ রেলওয়ে স্টেশন থেকে সফলভাবে প্রায় ২.৯২ লক্ষ টাকার মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করে। ১০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় গুয়াহাটির আরপিএফ টিম গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় প্রায় ২০,০০০ টাকা মূল্যের দুটি চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। একই দিনে আলিপুরদুয়ারের আরপিএফ যৌথভাবে নিউ কোচবিহারের আরপিএফ-এর সাথে নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালায় এবং প্রায় ২.৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের চুরি যাওয়া আটটি মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ১১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে চাপরমুখের আরপিএফ টিম জাগীরোড রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চালায় এবং প্রায় ১০,০০০ টাকা মূল্যের একটি চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পরে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ধৃত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট জিআরপি-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেল ব্যবহারকারীদের দিকনির্দেশ এবং সাহায্য প্রদানের জন্য সবসময় প্রস্তুত। ট্রেনে যাত্রা করার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল যাত্রীরা ১৩৯ (টোল-ফ্রি) নম্বরে কল করতে পারেন।

নেপালে দুর্ঘটনার কবলে কাঠমান্ডুগামী বাস, ২ ভারতীয়সহ নিহত ১২ জন

আরারিয়া, ১৩ জানুয়ারিঃ বিহারের সীমান্তবর্তী প্রতিবেশী দেশ নেপালের দাং জেলার ভালুবাড়ে শুক্রবার রাতে একটি বাস দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় বাসটিতে থাকা ৩৫ জনযাত্রীর মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য যাত্রীরা আহত হয়েছেন। আহতদের ভালুবাড় হাসপাতালে চিকিৎসা চলেছে। তাঁদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাতে নেপালগঞ্জ থেকে কাঠমান্ডুগামী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাপ্তি গ্রামের পালিকা-১-এ অবস্থিত রাপ্তি সেতু থেকে নিচে পড়ে গেলে ১২জন মারা যান। নিহতদের মধ্যে দুই ভারতীয় নাগরিকও রয়েছেন। বাসে মোট ৩৫ জন যাত্রী ছিল। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই নেপাল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। ১২ যাত্রীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা পুলিশ অফিস, ডং এর ডিএসপি জনক বাহাদুর মল। পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলেই সাত যাত্রীর মৃত্যু হয়। চিকিৎসার জন্য নেওয়ার সময় চারজন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ অফিস, ডং, ডিএসপি জনক বাহাদুর মল।

রাম মন্দির উদ্বোধনে হাজির থাকছেন না স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী

গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারিঃ আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনে যাচ্ছেন না, গঙ্গাসাগর মেলায় এসে সাফ জানিয়ে দিল পুরী গোবরধনপীর স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। কি কারনে তিনি যাচ্ছেন না রাম মন্দিরের উদ্বোধনে সেই কারণও তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, যারা রাজধর্ম পালন করেন সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে তাদের উচিত সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে রাজ ধর্ম পালন করা। যারা ধর্ম শাস্ত্র পালন করেন তাদেরকে ধর্ম শাস্ত্র পালন করাই উচিত রাজ ধর্মের লোক কখনো ধর্মীয় শাস্ত্র আচার-আচরণ বারণ করতে গেলে কিছুটা হলেও অসুবিধা হয়। ধর্ম কর্ম করা মানুষকে ধর্ম কর্মই পালন করা উচিত। উল্লেখ্য, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরে দেব বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব রয়েছে। একই সঙ্গে উদ্বোধন হবে রামমন্দিরের। এদিকে, কয়েক মাস গেলেই ২০২৪ লোকসভা ভোট। তার আগে বিজেপি সরকারের রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিরোধীরা সওয়াল করছে। এদিকে, রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরতি অনুষ্ঠানে শামিল হবেন। তিনি আমন্ত্রিত রয়েছেন উদ্বোধনের মুখ্য অতিথি হিসাবে।

রেলওয়ে মন্ত্রী গোপীনাথপুর নীলগিরি-বালাসোর নতুন মেমু ট্রেন পরিষেবার পতাকা উড়িয়ে সূচনা করলেন

কলকাতা, ১৩ই জানুয়ারি ঃ শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রেলপথ, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি, ভারত সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, গোপীনাথপুর নীলগিরি - বালাসোর নতুন মেমু ট্রেন পরিষেবার পতাকা উন্মোচন করেছেন এবং নতুন বালাসোর-গোপীনাথপুর নীলগিরি প্যাসেঞ্জার লাইনটি জাতিকে উত্সর্গ করেছেন একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে গোপীনাথপুর নীলগিরি রেলওয়ে স্টেশন আজ (১৩.০১.২০২৪) বালাসোর পর্যন্ত প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন সংযোগ পাওয়ার জন্য রেলমন্ত্রী গোপীনাথপুর নীলগিরির স্থানীয় জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি বলেছিলেন যে, ওড়িশা রাজ্যে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক প্রসারিত করার লক্ষ্যে, ভারতীয় রেলওয়ে এই এলাকার জন্য নতুন স্টেশন বিল্ডিং, নতুন যাত্রী লাইন এবং নতুন মেমু পরিষেবার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে শ্রী প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গী, মাননীয় সাংসদ এবং শ্রী সুকান্ত কুমার নায়ক, মাননীয় বিধায়ক গোপীনাথপুর নীলগিরিতে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেনএই রুটে প্রতিদিন তিন জোড়া মেমু ট্রেন চলাচল করবে ১৪.০১.২০২৪ থেকে মেমু ট্রেনের নিয়মিত চলাচল শুরু হবে এবং সমস্ত মেমু ট্রেন পথের সুতেই বাদাগান স্টেশনে থামবে পরে, বেতনোটি স্টেশনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বেতনোটি স্টেশনে সাবওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আরো যাত্রী সুবিধা প্রদানের অংশ হিসেবে সাবওয়ে নির্মাণ করা হবে এটি যাত্রীদের মসৃণ প্রবেশ ও প্রস্থান এবং স্থানীয় জনগণের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করবে তিনি বেতনোটি স্টেশনে নতুন পিআরএস কাউন্টারও উদ্বোধন করেছেন নতুন খোলা পিআরএস কাউন্টার স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সুবিধাজনক এবং সময় সাশ্রয়ী টিকিট বুকিং সুবিধা প্রদান করবেশ্রী বিশ্বেশ্বর টুডু, মাননীয় কেন্দ্রীয় জলশক্তি ও আদিবাসী বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, শ্রী প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গী, মাননীয় সাংসদ এবং শ্রী সনাতন বিজুলি, মাননীয় বিধায়ক বেতনোটিতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, মহাব্যবস্থাপক, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে গোপীনাথপুর নীলগিরি এবং বেতনোটিতে অনুষ্ঠিত উভয় অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিদের স্বাগত জানান শ্রী কে আর চৌধুরী, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, খড়গপুর এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অন্যান্য প্রধান আধিকারিকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেনন।

Name Change

I SRAYOSE MAHATA DE, W/O ABANI BHUSAN MAHATA, R/O FLAT A/3, BLOCK E, MEENA GANGA APT, MISSION BAZAR,KRISHNAPUR, BIDHANNAGAR -700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRAYOSE MAHATA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT SRAYOSE MAHATA DE AND SRAYOSE MAHATA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRAVAT DEWANJEE,C/O LATE GOURANGA DEWANJEE,R/O BASUKATI,NISCHINDA BALLY, VTC BALLY JAGACHHA,PO ANANDANAGAR, DIST HOWRAH, PIN-711227, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHAT DEWANJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT PRAVAT DEWANJEE AND PRABHAT DEWANJEE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I EMPY DEWANJEE, D/O PRABHAT DEWANJEE, R/O BASUKATI, BALLY, ANANDANAGAR, HOWRAH - 711227,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSUMI DEWANJEE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT EMPY DEWANJEE AND MOUSUMI DEWANJEE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SARMISTHA GOMES, W/O SUSHIL RONGA, R/O CHAK RAMNAGAR, ANANDA PALLY, R.C. THAKURANI, KOLKATA -700104, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARMISTHA GOMES RONGA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT SARMISTHA GOMES AND SARMISTHA GOMES RONGA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASIF, S/O NAIMUDDIN MOMIN, R/O VILL GHORABANDHA SINDRI, PS-BAGHMUNDI, PURULIA-723152,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIF AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT ASIF AND ASIF AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I FEROZ ALAM, S/O NISAR AHMED, R/O F-70, GARDEN REACH ROAD, PO & PS GARDEN REACH, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FEROZ AHMED, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/01/2024, FEROZ AHMED AND FEROZ ALAM SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I IPSHITA DUTTA, D/O ABHIJIT ROY CHOUDHURY, R/O 2-B,P-9, GRIHALAKSHMI, B.P. TOWN SHIP, PS PATULI, KOLKATA -700094, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS IPSHITA ROY CHOUDHURY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/01/2024, IPSHITA ROY CHOUDHURY AND IPSHITA DUTTA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SITARA HOSSAIN, W/O SK NAGUYIB HOSSAIN, R/O VILL DENAN DAKSHIN PARA, AMALHARA, PS KOLAGHAT, EAST MEDINIPUR, PIN-721134, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATARA BEGUM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/01/2024, SATARA BEGUM AND SITARA HOSSAIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PRASANTA BISWAS, S/O MADHAB BISWAS, R/O VILL TANGRA, PO SUNDARPUR, PS BONGAON, BONGAON-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASHANTA BISWAS, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/01/2024, PRASANTA BISWAS AND PRASHANTA BISWAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I DUKMOHAMMAD DAFADAR,SON OF RISU DAFADAR, RESIDING AT UMARPUR,KUMARI RAMNAGAR, HANSKHALI,NADIA-741502,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DUKHA MAHAMMAD DAFADAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT DUKMOHAMMAD DAFADAR AND DUKHA MAHAMMAD DAFADAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MUKTIAR MANDAL,SON OF BABURALI MANDAL, RESIDING AT VILL-KAYA,PO-MOMJOAN,TAHERPUR,NADIA-741121,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKTIYAR MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT MUKTIAR MANDAL AND MUKTIYAR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHAULI DEY MUKHERJEE, W/O SOURISH DEY, R/O FL NO 101, 1ST FLOOR, SAI VILLA HOSSAINPUR, C/9B, MADURDAHA HSG CO OP, KOLKATA -700107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAULI MUKHERJEE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/01/2024, SHAULI DEY MUKHERJEE AND SHAULI MUKHERJEE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SIKANDAR MOLLA, S/O RAHAN ALI MOLLA, R/O SHIMUL TALA, RAJPUR, SONARPUR (M), RAMKRISHNA PALLY, BARUIPUR-700150, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKENDAR MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAR SIKANDAR MOLLA AND SEKENDAR MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Boby Rani Pal (পুরাতন নাম) স্বামী Abhijit Pal, ঠিকানা-N.S. Road, Kalitala, Rajpur Sonarpur (M), Dist-South 24 Parganas, Pin-700149, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 13.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Boby Pal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Boby Pal (নতুন নাম) এবং Boby Rani Pal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Syed Masud (পুরাতন নাম) পিতা Late Saiyad Ahammaed Ali, ঠিকানা-Vill- Renubarh, P.O.- Sagarbarh, P.S.- Kolaghat, East Medinipur, Pin-721151, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 13.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Syed Masud Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Syed Masud Ali (নতুন নাম) এবং Syed Masud (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Anand Modi (পুরাতন নাম) পিতা Uma Shankar Modi, ঠিকানা-Forum Pravesh 212 Girish Ghosh Road, Block J-202, Dist- Howrah, Pin-711202, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anand Kumar Modi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anand Kumar Modi (নতুন নাম) এবং Anand Modi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I PRABIR DAS, S/O DILIP KUMAR DAS, R/O 44/1, JAY NARAYAN BANERJEE LANE, BARRACKPORE,PS- BARANAGAR,NORTH 24 PARGANAS, PIN-700036, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABIR KUMAR DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT PRABIR DAS AND PRABIR KUMAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I DEBASREE BHATTACHARYYA, W/O SIBNATH BHATTACHARYA, R/O 194/1,SHIBPUR ROAD, PO SHIBPUR,PS-SHIBPUR, HOWRAH,PIN-711102, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASREE BHATTACHARYA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT DEBASREE BHATTACHARYYA AND DEBASREE BHATTACHARYA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANGEETA DATTAGUPTA, DAUGHTER OF SUBHAS BANERJEE,WIFE OF LATE RANJEET DUTTAGUPTA, RESIDING AT RAJDANGA TOWER,FLAT NO-4H,1679 RABINDRA PALLY, NASKARHAT,KASBA, KOLKATA -700039,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGEETA DUTTAGUPTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/01/2024.THAT SANGEETA DATTAGUPTA AND SANGEETA DUTTAGUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I,GURU PRASAD RAY,SON OF MAHANTA KUMAR RAY, RESIDING AT 61/1 BABURAM GHOSH ROAD PO-REGENT PARK,KOLKATA-700040,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GURU PRASAD ROY ,SON OF MAHANTA KUMAR ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 11/01/2024.THAT I,GURU PRASAD RAY,SON OF MAHANTA KUMAR RAY AND GURU PRASAD ROY ,SON OF MAHANTA KUMAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

.I, Previously called SK. IMTEAZ (old name) s/o, Sheikh Abdul Akhtar R/o, 11/A, Bright Street Ballygunge,P.S Karaya- kolkata-700019. Have change my name as SHEIKH IMTEAZ (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at kolkata on-13-01-2024. Therefore SK.IMTEAZ and SHEIKH IMTEAZ are same identical persons.

Name Change

I, Previously called MOHAMMED HALIM (old name) s/o, Md Zahur R/o, 7/H/3, Mohamadan Burial Ground Lane, P.S. Ekbalpore, kolkata-700023. Have changed my name as HALIM MD.(new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at kolkata on-13-01-2024. Therefore MOHAMMED HALIM and HALIM MD same identical persons.

Name Change

I, Previously Called SK.ANIQ IMTEAZ (old name) s/o, Sheikh Imteaz R/o, 11/A, Bright Street, Ballygunge,P.S. karaya.kolkata-700019. Have changed my name as SHEIKH ANIQ IMTEAZ (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at kolkata on-13-01-2024.Therefore SK.ANIQ IMTEAZ and SHEIKH ANIQ IMTEAZ are same identical persons.

Name Change

I, Previously Called SK.MD.SHAFIUDDIN (old name) s/o, Late SK.Noor Md. R/o. 39/E, Ekbalpore Lane,P.S.Ekbalpore, kolkata-700023. Have changed my name as MD.SHAFIUDDIN (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at kolkata on-13-01-2024. Therefore SK.MD.SHAFIUDDIN and MD.SHAFIUDDIN are same and one identical persons.

Name Change

I, KAZMI RANA WIFE OF-JAHANGIR RANA KAZMI, DAUGHTER OF-SAJJAD ASHRAF MAZHARI, AGED ABOUT-58 YEARS RESIDING AT 94A, MUZAFFAR AHMED STREET, KOLKATA-700016. P.S.& P.O.-PARK STREET, WEST BENGAL. I HAVE CHANGED MY FATHER"S NAME TO SAJJAD ASHRAF MAZHARI FROM SAJID ASHRAF. SO THAT SAJJAD ASHRAF MAZHARI AND SAJID ASHRAF BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON, NOT A DIFFERENT PERSON BY THE NOTARY PUBLIC AFFIDAVIT AT KOLKATA ON-06/01/2024.

Name Change

I, SANDHYA ADHIKARY W/o Ramesh Chandra Adhikary, residing at Vill Karla, P.O. Thakurnagar,P.S. Gaighata, North 24 Pgs. In my son's educational documents my name was wrongly recorded as Sandhya Devi. Now Sandhya Devi and Sandhya Adhikary are one and the same identical person vide an affidavit before the 1st class Judicial Magistrate at Bongaon on 5/1/2024.

Name Change

I, Previously called MOHAMMED FAHEEM (old name) s/o, Halim Md. R/o, 7/H/3, Mohamadan Burial Ground Lane, P.S. Ekbalpore, kolkata-700023. Have changed my name as MD.FAHEEM (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at kolkata on-13-01-2024. Therefore MOHAMMED FAHEEM and MD.FAHEEM are same identical persons.

লোকসভার আগে উর্ধ্বমুখী জেলা রাজনীতির পারদ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ তৃণমূলের ব্লক কনভেনশনেও দূরত্ব ঘুচলো না বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতির। ব্লক কনভেনশনে অনুপস্থিত থাকলেন বিধায়ক এবং ব্লকের যুব সভাপতি। কালীঘাটে গিয়ে মঞ্চ থেকে দূরত্ব ঘুচিয়ে নেওয়ার পরামর্শ প্রতিমন্ত্রীর। আবার ব্লক কনভেনশনের মঞ্চ থেকে ফের বিস্ফোরক জেলা তৃণমূলের সভাপতি। নাম না করে বিরোধী দলনেতাকে মীরজাফর বলে কটাক্ষ। ইন্ডিয়া জোটের শরিক সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে গ্রাম ছাড়া করার নিদান। জেলা তৃণমূল সভাপতির মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা আক্রমণ বিরোধীদের। লোকসভার টিকিট নিয়ে রহিম বক্সী এবং মৌসম নূরের দ্বন্দ্ব লেগে গেছে বিতর্ক উস্কে দিল বিজেপি। শনিবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (বি) ব্লক তৃণমূলের ব্লক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, ব্লক সভাপতি মানিক দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। কিন্তু এদিনের এই কনভেনশনে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি স্থানীয় বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ কে। উপস্থিত ছিলেন না ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি শেখর সাহাও। আর এতেই ফের প্রকট হয়েছে শাসকের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। কিছুদিন আগেই প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে ব্লকে খারাপ ফলাফল নিয়ে ব্লক সভাপতি মানিক কে পচা আপেল বলে কটাক্ষ করেন বিধায়ক নীহার। বিধায়ককে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন যুব সভাপতি শেখর সাহা।আর এই দুজনই এদিন অনুপস্থিত। অন্যদিকে এই নিয়ে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন নেত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রত্যেককে কালীঘাটে ডাকবে। সেখানেই যাতে এই দ্বন্দ্ব মিটে যায় এটাই চাইবো। সাথে প্রতিমন্ত্রী রাম মন্দির নিয়েও আক্রমণ করেন বিজেপিকে। তিনি বলেন, সাংসদ খগেন মুর্মু কোন কাজ করেননি। বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির তৈরি করে এই নিয়ে ভোট চাইতে আসবেন। অন্যদিকে মানিক দাস নাম না করেও এদিক বিধায়ক অনুগামীদের আক্রমণ করেন। জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বিজেপির সঙ্গে ফের একবার তীব্র আক্রমণ করেন কংগ্রেস সিপিআইএমকে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু অধিকারীকে মীরজাফর বলে কটাক্ষ করেন। আর কংগ্রেস এবং সিপিআইএমকে বিশ্বাসঘাতক বলে গ্রাম ছাড়া করার নিদান দেন। জেলা সভাপতির এই মন্তব্য নিয়ে পাল্টা জোট নেতৃত্তের দাবি চোরেদের সঙ্গে জেলায় কোন সমঝোতা নেই। পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ ব্লক ছাড়া করেছে। এবার জেলা ছাড়া করবে। আর বিজেপির দাবি দলবদলু রহিম নিজেই মীরজাফর। লোকসভার টিকিট নিয়ে রহিম বক্সী আর মৌসম নূরের লড়াই চলছে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, আমাদের জেলা কমিটির প্রত্যেকে একসঙ্গে রয়েছে। নিজেদের কারোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শুভেন্দু মমতার ঘরে পা দিয়ে রাজনীতিতে উঠে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে। যদিও বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলে উনি ফোন তোলেননি। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা আব্দুস শোভানের কটাক্ষ, চোরেদের সঙ্গে কোন সমঝোতা নেই। পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ তৃণমূলকে ব্লক ছাড়া করেছে। লোকসভা ভোটে জেলা ছাড়া করবে। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য রূপেশ আগরওয়াল বলেন, মমতাকে খুশি করে লোকসভায় টিকিট পাওয়ার জন্য রহিম বক্সি এইসব বলছে। উনি তো নিজে আরএসপি থেকে তৃণমূলে এসেছেন। উনি নিজেই বিশ্বাসঘাতক তাহলে। আর তৃণমূলের অন্তরে রহিম এবং মৌসমের মধ্যে ইতিমধ্যেই লড়াই লেগে গেছে। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের ভরাডুবির পর থেকেই বারবার প্রকাশ্যে এসেছে গোষ্ঠীকোন্দল। বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতির সংঘাত যেন থামতে চাইছে না। তাই জেলা সভাপতি মানতে না চাইলে লোকসভার আগে তৃণমূল যে অস্বস্তিতে তা বলাই বাহুল্য।

হাঁটা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়িরতে উৎসবের আমেজ, শীতের আবহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়ার্ড উৎসব। গত ১০ জানুয়ারি শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শুরু হয়েছে ওয়ার্ড উৎসব উন্মিলন আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত এই ওয়ার্ড উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই ওয়ার্ড উৎসবে। ওয়ার্ডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এবারের প্রতিযোগীতার মুল আকর্ষন ছিল হাটা প্রতিযোগিতা। এদিন সকালে ঘন কুয়াশার মধ্যে হাটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রতিযোগীরা এই হাঁটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এবার এই ওয়ার্ড উৎসবের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে এই হাঁটা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিলিগুড়ির ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলার শ্রাবনী দত্ত, ওয়ার্ড সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ এবং সভাপতি কমল কুমার কর্মকার। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে প্রতিযোগীদের আগ্রহ ছিল দেখবার মত। একেবারেই শিশু এবং কিশোর ছাড়াও বয়স্কদের প্রতিযোগিতাকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ ছিল চরম। এদিন সকালে প্রচন্ড ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশাকে উপেক্ষা করে এই প্রতিযোগিতাকে দেখবার জন্য প্রচুর মানুষ ভিড় জমান।

গত জুন মাসে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ গত জুন মাসে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করল কলিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম নাসিরুল মিয়া, রাবিউল ইসলাম ও বাদিরুল রাহমান। তিনজনেরই বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার তিনশত বিঘি এলাকায়। জানা যায়, গত বছরের ১৫ জুলাই মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা ও কালিয়াচক থানার সংযোগস্থলে বোমা তৈরি করার সময় বোমা ফেটে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়। মৃত্যু দেহটি পড়েছিল কালিয়াচক থানার শেষ সীমান্ত করারই চাঁদপুর এর লিচুরবাগান এলাকায়। তারপর থেকে বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচক থানার পুলিশ নিজে নিজে ঘটনা তদন্ত শুরু করে। ঘটনায় অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রায় সাত মাস পর বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার চাঁদপুর এলাকায় হানা দেই পুলিশ। সেখান থেকে বৈষ্ণবনগর থানার তিনশত বিঘী এলাকার তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। এদিন শনিবার ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করল কালিয়াচক থানার পুলিশ।

বালুরঘাটে রেলের উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখলেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৩ জানুয়ারি ঃ উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট স্টেশনে এলেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার । শনিবার দুপুরে বালুরঘাট স্টেশন পরিদর্শন

করেন রেলকর্তা। সঙ্গে ছিলেন রেলের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এদিন স্টেশনে এসে মূলতঃ সিক ও পিট লাইনের কাজই সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি। অন্য আধিকারিকরা স্টেশনে অন্যান্য যে সমস্ত কাজ হচ্ছে সেগুলিও ঘুরে ঘুরে দেখেন। এদিনই নতুন সিক ও পিট লাইনে একটি ট্রায়াল রানও হয়ে গেছে। চালানো হয়েছে একটি লোকো ইঞ্জিনকে। নারকেল ফাটিয়ে নতুন লাইনে ট্রায়ালের সূচনা করেন ডিআরএম। স্বভাবতই খুশি রেল কর্মীরাও। খুশি বালুরঘাটের লোকজনও। এই লাইনের কাজ পাকাপাকিভাবে শেষ হয়ে গেলে শীঘ্রই দূরপাল্লার ট্রেনও চালানো হবে বলে খবর। আগামী কিছুদিনের মধ্যে বাকি কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানাচ্ছেন সুরেন্দ্র কুমার। তবে বর্ষার জন্য যে কাজে কিছুটা দেরি হয়েছে সে কথা মানছেন তিনিও। তবে এখন যে গতিতে কাজ এগোচ্ছে তাতে বাকি কাজ শেষ হতে খুব একটা সময় লাগবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। সুরেন্দ্র কুমার বলেন, অনেক কাজ হচ্ছে। পিট লাইনের কাজ অনেকটা শেষ হয়েছে। সে কারণেই ট্রায়াল রানের আয়োজন। বাকি যে সমস্ত কাজ আছে শীঘ্রই সেগুলি শেষ হয়ে যাবে। আগামী মাসের মধ্যেই কাজটা পুরোপুরি শেষ হবে বলে আশা করছি। ১ তারিখ বালুরঘাট-শিয়ালদা ট্রেন চালু হয়েছিল। আগামীতে আরও নতুন দূরপাল্লার ট্রেন চালু হবে শীঘ্রই। পুরো কাজ শেষ হলে নতুন ট্রেন চালু হতে আর দেরি হবে না। অনেক ট্রেনের দাবি থাকলেও রেল বোর্ড থেকে যে ট্রেনগুলির অনুমোদন মিলবে সেগুলিই চলবে।

অনশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল মহকুমা নাগরিক মঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল চঃদ্র রায়ের আশ্বাসে অনশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল মহকুমা নাগরিক মঞ্চ। বস্তুত, একাধিক প্রতিশ্রুতির পরও মহকুমা নিয়ে নোটিফিকেশন জারি হয়নি। সেই অভিযোগ নিয়ে অনশনে বসেছিলেন মহকুমার পঞ্চায়েত সদস্যরা। জোরাল দাবি তোলেন তাঁরা। অবশেষে বিধায়কের হস্তক্ষেপে উঠল অনশন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল থেকে অনশনে বসেন বিক্ষোভকারীরা। অসুস্থ হয়ে পড়েন অঙ্কুর দাস নামে এক আন্দোলনকারী। রাতেই তাঁকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে এই আশঙ্কা করে অনশন মঞ্চে আসেন বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ধূপগুড়ির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা অর্চনা সূত্রধর। দীর্ঘক্ষণ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। সূত্রের খবর, এরপর ফোনে কথা হয় রাজ্যের আইনমন্ত্রী, মলয় ঘটকের সঙ্গেও। নির্মলবাবু বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিয়েছেন, খুব শীঘ্রই ধূপগুড়ি মহাকুমার নোটিফিকেশন জারি হবে। বিষয়টি বিচারপতির কাছে আটকে রয়েছে। এরপর তিনি জানান, ধূপগুড়ি মহকুমা যেমন ঘোষণা হয়েছে তেমনই হবে। এর মধ্যে কোনও ভাওতা নেই। এরপর বিধায়ক নিজে হাতে আন্দোলনকারীদের গ্লুকোজ খাইয়ে দেন। তারপর উঠে যায় অনশন। তবে আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দেন সম্পূর্ণরূপে অনশন প্রত্যাহার করলেন না, স্থগিত করা হলো এই অনশন। দুটি মহকুমা নোটিফিকেশন জারি না হলে ফের আন্দোলনের পথে যাবেন তাঁরা।

বাংলায় তিন সাধুকে নিগ্রহ-গণপিটুনি, ১২ জন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ গুজবের জেরে বারেলির তিন সাধুকে গণপিটুনি। পুরুলিয়ার কাশীপুরে তিন সাধু এবং তাঁদের সঙ্গীদের গণপ্রহারের ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করল কাশীপুর থানার পুলিস। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা তিন সাধু, যাঁরা সম্পর্কে বাবা-ছেলে, তাঁদের গাড়িচালক এবং রাঁধুনি কাশীপুরের গৌরাঙ্গডি গ্রামে গঙ্গাসাগরের রাস্তা জিজ্ঞাসা করেন। তারপরই আচমকা গুজব ছড়ায় এবং পাঁচজনের উপর চড়াও হয় গ্রামবাসীদের একাংশ। সাধুদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। কাশীপুর থানার পুলিস গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। পুরো ঘটনায় ছড়িয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ, ঘটনাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হামলাবলে অভিযোগ করেছেন। জেলা তৃণমূল সভাপতির দাবি, ভুয়ো খবরের জেরে এই ঘটনা। ঘটনায় ইতিমধ্যেই আক্রান্তদের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা সুকান্তরও। অন্যদিকে, মালব্যর পোস্টের পরেই পুরুলিয়াকাণ্ডে তোলপাড়। তড়িঘড়ি অ্যাকশন পুলিসেরও।

চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে নার্সিং হোমের সামনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৩ জানুয়ারি ঃ চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ এক বেসরকারি নার্সিং হোমের সামনে বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। শনিবার ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ এলাকায়। জানা গিয়েছে গত ৭ জানুয়ারি চোপড়া ব্লকের কাটগাঁও এলাকার বাসিন্দা সুফিয়া খাতুন নামে এক প্রসূতি কে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে রামগঞ্জ নার্সিংহোম নামে এক বেসরকারি নার্সিং ভর্তি করে পরিবারের সদস্যরা। সেদিন সন্ধ্যায় ওই প্রসূতিকে সিজার করার জন্য OT তে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় চার ঘন্টা পর OT থেকে ওই প্রসূতিকে বের করে নার্সিং হোমের চিকিৎসক। একদিন থাকার পর ওই প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে ৯ জানুয়ারি ভোর রাতে ওই প্রসূতিকে রেফার করে দেয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে। সেখানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে ওই প্রসূতি। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ ভুল চিকিৎসার জন্য ওই রোগীর এমন অবস্থা হয়েছে। শনিবার রোগীকে ঠিক করে দেওয়ার দাবিতে নার্সিং হোমের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুর করে পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় নার্সিং হোমের সামনে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

আবার লেপার্ডের আতঙ্ক আলিপুরদুয়ারে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি ঃ আবার লেপার্ডের আতঙ্ক আলিপুরদুয়ার শহরে । আলিপুরদুয়ার নিউটাউন দুর্গাবাড়ির পর এবার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে লেপার্ডের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল রাত দুটো নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দা ওই বন্য জন্তুর শব্দ পান। একজন বাইরে বেরিয়ে দেখতে ও পান অচেনা ওই বন্য জন্তুর। তারপর থেকেই আতঙ্ক শুরু হয়েছে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওই এলাকায়। আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নিউটাউন দূর্গাবাড়ি এলাকায় লেপার্ডের আতঙ্ক ছড়ানোয় ওখানে বসানো হয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরা ও খাঁচা। লেপার্ড বা অন্য বন্য জন্তুর আতঙ্ক রয়েছে এলাকায়। বনকর্মীরা শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে খাঁচা ও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েছে। এরপর ফের আতঙ্ক শুরু হয়েছে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। এখানে প্রচুর পায়ের ছাপ দেখতে পান এলাকাবাসী। বনদফতর কে খবর দেওয়া হয়েছে। বনকর্মীরা এসে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে গেছেন। শহরবাসীর আতঙ্ক বাড়ছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর বলেন, ২ নম্বর ওয়ার্ডে খাঁচা ও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এবার শোনা যাচ্ছে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে অচেনা বন্য জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরসভা ও বনদফতর একসঙ্গে কাজ করছে। আতঙ্কিত হওয়ার কারন নেই। বনদফতর ও পুরসভা আশ্বাস দিলেও আতঙ্ক কমেনি এলাকাবাসীর। ২০১৫ সালে খোদ শহরের বুকে শিশু উদ্যানে খাঁচাবন্দী হয় পূর্ণবয়স্ক লেপার্ড। ফলে আতঙ্ক রয়েছে দুটো এলাকাতেই।

রাম মন্দির নিয়ে মন্তব্য, ভোট আদায়ের কৌশল বামের! প্রতিবাদ করে আটক যুবক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ জানুয়ারি ঃ রাম মন্দির নিয়ে বিরূপ মন্তব্য, ভোট আদায়ের কৌশল বামের, এমন ধারণা থেকেই প্রতিবাদ এক যুবক। তৃণমূল কংগ্রেস তরফে ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো মন্তব্য করতে চান নি। তিনি বলেন, ওটা বামফ্রন্টের দলীয় ব্যাপার। আমি কোন মন্তব্য করবো না। শনিবার বীরভূমের রামপুরহাটে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই এর প্রকাশ্য সভায় সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক ইপ্সিতা ধরের বক্তব্য চলাকালীন এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবাদী যুবককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। জানা গেছে, দেশ জুড়ে শিক্ষা বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাও, দেশ বাঁচাও দাবিতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বীরভূম জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সভা ছিল শনিবার। ওই প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় নেত্রী ইপ্সিতা ধর। অভিযোগ, সভায় বক্তব্য রাখার সময় ঈপ্সিতা ধর রামমন্দির এবং হিন্দু ধর্ম নিয়ে একতরফা বিরুদ্ধাচারন করেন। এরই প্রতিবাদ করে ওঠেন এক যুবক। এনিয়ে সভা চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্র সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা ওই যুবককে ধরে মারধর শুরু করেন। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে ওই ব্যক্তিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ওই যুবকের স্কুটিতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ধৃত যুবক অমিত মণ্ডল বলেন, আমি স্কুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনছিলাম। সেই সময় কিছু লোক আমার স্কুটির উপর বসে প্রায় ভেঙ্গে দিয়েছে। রাজনীতি নিয়ে কথা বললে কোনো আপত্তি ছিল না। রাম বামের জোট আমরা জানি। ভোট টানতে ইচ্ছে করে এসব লোক দেখানো নাটক করছে। সেই নিয়ে আমার মাথা গরম হয়। মহিলা নেত্রীর হিন্দু বিরোধী বক্তব্য খারাপ লাগে। তাই উনাকে বলতে গিয়েছিলাম হিন্দু বিরোধিতা ছেড়ে অন্য কোন বক্তব্য রাখুন। এতে আমার অপরাধ কোথায়? ইপ্সিতা ধর বলেন, আমরা যেটা বলেছি সেটা সঠিক বলেছি। শুধু রামমন্দির নয়, শিক্ষা, কৃষকদের নিয়েও কথা বলেছি। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী ভক্তরা শুধু রাম মন্দিরের কথা শুনতে পেয়েছেন। তাই উনাদের গায়ে জ্বালা ধরেছে। আমরা আরও বেশি করে সেই কথা বলব। তাতে কাদের গায়ে জ্বালা ধরল সেটা আমাদের দেখার কথা নয়।

২৬ জানুয়ারি কোচবিহারে প্রবেশ করবে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি ঃ আগামী ১৪ জানুয়ারি মনিপুর থেকে শুরু হচ্ছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায়। ২৬ জানুয়ারি কোচবিহারের বক্সিরহাট হয়ে কোচবিহারে প্রবেশ করবে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। শনিবার বেলা বারোটা নাগাদ কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য পিয়া রায়চৌধুরী। উল্লেখ্য আগামী ১৪ জানুয়ারি মনিপুর থেকে শুরু হচ্ছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায় এবং আগামী মার্চের মধ্যভাগে এই যাত্রা মহারাষ্ট্রে পৌঁছবে । এই ন্যায় যাত্রা আগামী ২৬ জানুয়ারি বক্সিরহাট হয়ে কোচবিহার শহরে প্রবেশ করবে এবং কোচবিহারের বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় পৌঁছাবে। সেখানেই রাত্রি বাস করার কথা রয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর । যদিও প্রথম পর্যায়ের মত এবারের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা সম্পূর্ণটা পদযাত্রার মাধ্যমে হবে না। তিনি জানান কিছু ক্ষেত্রে গাড়িতেও যাত্রা করা হবে বলে জানান সর্বভারতীয়. কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা কোচবিহারের বিগত লোকসভা নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী পিয়া রায়চৌধুরী ।

কাঁকসায় গলায় লাফদড়ি পেঁচিয়ে খুন একই পরিবারের ৩ জন, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কাঁকসা, ১৩ জানুয়ারি ঃ লাফদড়ি গলায় পেঁচিয়ে ৩ জনকে খুন! গোপন তথ্য লোপাট করতে পুকুরে ফেলা হল মোবাইল, সিম কার্ড। প্রমাণ লোপাটে ফেলা হল লাফদড়িও। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার খুনে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। গত নভেম্বরের ১০ তারিখে কাঁকসার পানাগড় রেলপাড়ের সারদা পল্লিতে একই বাড়িতে তিনজন খুন হন। খুন হন সিমরন বিশ্বকর্মা ও তার দিদিমা সীতা দেবী এবং মামার ছেলে সোনু বিশ্বকর্মা। তদন্তের ভিত্তিতে খুনের ঘটনায় প্রথম গ্রেফতার হয় সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মা। তারপরই গ্রেফতার হয় আরও ২ যুবক মহম্মদ জুনেদ এবং পাশের বাড়ির প্রসেনজিত বিশ্বকর্মা। পুলিস সূত্রে খবর, তাঁদের জেরা করে পুলিসি তদন্তে উঠে আসে কাকিমার বিবাহ বহির্ভূত একাধিক সম্পর্কের কথা সিমরন জেনে যাওয়ায় এবং আপত্তিকর ছবি প্রকাশ করে দেওয়াতেই সিমরনের উপর ক্ষোভের জন্ম নেয় কাকিমার। সিমরনের বাবা এবং মা আসামে গিয়েছিলেন বড় মেয়ের কাছে । সেই সময় ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মা বাড়িতে তাঁর যুবতী মেয়ে সিমরনের কাছে রেখে যান সিমরনের দিদিমা সীতা দেবী এবং মামার ছেলে সোনু বিশ্বকর্মাকে। সেই সুযোগে গত ১০ নভেম্বর কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মা ও প্রসেনজিত বিশ্বকর্মা সিমরনকে খুন করার পরিকল্পনা করে। এই প্রসেনজিত বিশ্বকর্মার সঙ্গে কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রে জড়িত রিঙ্কির আর এক 'প্রেমিক' রাজবাঁধের রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস সংস্থার ঠিকাকর্মী মহম্মদ জুনেদ ওরফে পাপ্পুও। ঘটনার দিন রিঙ্কি বিশ্বকর্মা ও পাশের বাড়ির প্রসেনজিত বিশ্বকর্মা সিমরনের বাড়িতে যায়। সিমরনের একটি লাফদড়ি ছিল। প্রসেনজিত বিশ্বকর্মা ঘরে ঢুকে সিমরনের গলায় সেই লাফদড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করে। প্রসেনজিত- ই লাফদড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে দিদিমা সীতা দেবীকেও খুন করে। সিমরনদের বাড়িতে থাকা দুটি কুকুরকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিল সিমরনের মামার ছেলে সোনু বিশ্বকর্মা। এরপর সে বাড়ি ফিরতেই, মামার ছেলে সোনু বিশ্বকর্মাকেও একইভাবে শ্বাসরোধ করে খুন করে প্রসেনজিত্। ততক্ষণ বাইরে পাহারা দিচ্ছিল কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মা। প্রসেনজিত ও মহম্মদ জুনেদ ওরফে পাপ্পুর সঙ্গে কাকিমার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ছবি এবং ভিডিয়ো ছিল সিমরনের মোবাইলে। তাই খুনের পরই সিমরনের মোবাইল, সিম কার্ড ও খুনের 'হাতিয়ার' লাফদড়িটি পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। এরপরই গল্প সাজানো হয়। গল্প সাজায় কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বশর্মা। হেলমেট পড়ে এক যুবক ওই বাড়িতে ঢুকে খুন করার গল্প সাজায় কাকিমা। কিন্তু তাহলে বাড়িতে থাকা দুটি বিদেশি কুকুর কেন চুপ ছিল? তদন্তকারীদের মনে প্রশ্ন জাগে। এরপরই জেরায় পর্দাফাঁস হয় আসল ঘটনার। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিস কমিশনারেটের এসিপি কাঁকসা সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ধৃতদের নিয়ে এদিন খুনের পুনঃনির্মাণ করা হয়। পুকুরের জল পাম্পের মাধ্যমে তুলে ফেলা হচ্ছে। এরপরই মোবাইল, সিম কার্ড এবং লাফদড়ির সন্ধানে তল্লাশি চালানো হবে। এই খুনের পিছনে আরও কোনও কারণ রয়েছে কি না, ধৃতদের জেরা করে তা জানারও চেষ্টা চলছে। ওদিকে নিহত সিমরনের বাবা ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মা এই নৃশংস খুনের ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের চরম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

এন্টিক কয়েন ও নোটের প্রদর্শনী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি ঃ মেলা ও উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা এখন বর্ধমান শহরবাসী। এরই মাঝে একবারে ভিন্ন আঙ্গিকে দু'দিনের একটি মেলা ও প্রদর্শনীও চলছে এখানে । পুরনো দিনের কয়েন, টাকা, স্ট্যাম্প, আজাদ হিন্দ মেডেল এবং অন্যান্য হবি আইটেম নিয়ে শনিবার শুরু হলো দুদিনের এই মেলা বর্ধমান উইমেন্স কলেজের বিপরীতে সঙ্গম ব্যাঙ্কয়েট্ হলে। আয়োজনে কলকাতা হবি ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দুদিনের এই মেলার উদ্বোধন করেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার। সংস্থার পক্ষ থেকে জানা যায় মুঘল আমল তো বটেই এমনকি তারও অনেক আগের বিভিন্ন মুদ্রা এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। খ্রিস্ট পূর্বাব্দ তৃতীয় চতুর্থ শতকের মুদ্রাও রয়েছে। এই সম্পর্কিত ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনায় মুদ্রার বিবর্তন এবং এই মুদ্রা নিয়ে কালোবাজারি, প্রতারণা ইত্যাদি বিষয়ও উঠে আসে। প্রথম দিনই বর্ধমান ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা এবং কলকাতা থেকেই মানুষ মেলা দেখতে ভিড় জমান। অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাতা রবি সেবক জানান, প্রদর্শনীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য নেতাজীর নিজের হাতে লেখা চিঠি থেকে মেডেল, বর্ধমান মাহারাজের মূল্যবান নথির সাথে রয়েছে মেডেল যা তৎকালীন তার সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য, মহাবীর জৈন সহ এই সবের উপর আলাদা আলাদা সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়া ব্রিটেন, জাপান, নেপাল সহ বিদেশের বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার পাশাপাশি দেশীয় দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার প্রদর্শনীর রয়েছে। রবিবাবু আরো বলেন, এখানে মানুষ তাদের কাছে থাকা এরকম দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য বিক্রি করতে যেমন পারবেন তেমনি কিনে সংগ্রহ ও করতে পারবেন । তাদের লক্ষ্য মুদ্রা এবং অন্যান্য শখের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস সংরক্ষণ করা এবং শখের অমূল্য গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা।

সালানপুরে যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধারের কিনারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুরে যুবতী খুনের ঘটনার কিনারা করল পুলিস। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে সালানপুর থানার পুলিস। সম্পত্তির লোভে বোনকে খুন 'ভিক্ষা দাদা'র! পুলিসি জেরায় স্বীকার ধৃতের। ধৃতের নাম লাল্টু চট্টোপাধ্যায়। ধৃত যুবক নিহত যুবতীর 'ভিক্ষা দাদা' বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে সালানপুর থানার মাধাইচক ও বোলকুন্ডা রাস্তার পাশে জঙ্গল থেকে এক যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার অভিযোগ করে খুনের। পরিবারের অভিযোগ ছিল, ওই যুবতীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সালানপুর থানার পুলিস। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তারপরই পুলিস মৃতার 'ভিক্ষা দাদা' লাল্টু চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিস কমিশনারেটের ডিসি পশ্চিম অভিষেক মোদী জানান, ধৃত লাল্টু চট্টোপাধ্যায় খুনের কথা স্বীকার করেছে। আরও জানিয়েছে যে সম্পত্তির কারণেই সে এই খুন করেছে। ধৃতকে এদিন আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার হলেও ওই যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়নি। তাঁর শরীরে অ্যালকোহলের নমুনা পাওয়া গেছে। তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, পিকনিকে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই তরুণী। ৩ দিন পর মেলে দেহ। অর্ধনগ্ন দেহ ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হয়! এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মঙ্গলবার পিকনিকে গিয়েছিলেন ওই যুবতী। বুধবার দুপুরে তাঁর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু বুধবার দুপুরে আর বাড়ি ফেরেননি ওই তরুণী। শেষে ৩ দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয় ওই যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ। এই ঘটনায় এলাকাবাসী অভিযোগ করে যে ওই যুবতীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার পর পুলিসকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখায় এলাকার মানুষ। নিরাপত্তার দাবি জানাতে থাকে তাঁরা। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সামনে আসে যে, ওই যুবতীকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। কোনও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। শরীরে অ্যালকোহলের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

হাইকোর্টের নির্দেশে বেআইনি বাড়ি ভেঙে দিল নলহাটি পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ জানুয়ারি ঃ বেআইনিভাবে গজিয়ে উঠেছিল নির্মাণ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হল বীরভূম জেলার বেআইনি নির্মাণ । শনিবার সকাল থেকেই বেআইনি ওই নির্মাণটি ভাঙার কাজ শুরু করেছে নলহাটি পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকরা। জানা গেছে, নলহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নব নির্মিত কংক্রিটের ওই বাড়িটি তৈরি হয়েছে। বেআইনিভাবে বাড়িটি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এলাকারই এক বাসিন্দা। সেই মামলার পরিপেক্ষিতে ওই অবৈধ নির্মাণটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বাড়ির মালিক বলেন, এটা আবাস যোজনার বাড়ি। এর জন্য যে প্ল্যান বা অনুমতি নিতে হবে সেটা পৌরসভা আমায় জানায়নি। কোনও লিখিত ছিল না। তাই কেস হয়েছিল। বিচারপতির নির্দেশ মতো তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। শুধু আমারটাই ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাকিদেরটা কী হবে? এখানে ৪০০০ হাজার বাড়ি হয়েছে। তাদের সকলের প্ল্যান রয়েছে? আমিও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।

E tender notice

Online bids are invited the year 2023-24 from bonafied contractors for listed work from 5th SFC untied fund 2 nos scheme in respect of tender Id:

i) 2024 ZPHD - 645180 - 1
ii) 2024 ZPHD- 645180 - 2

Bid proposal submission on last date 19/01/2024 at 15:30 pm 1st For details information contact to the undersigned

S/d prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

NOTICE INVITING TENDER

The Pradhan, Ramani Mohan Maity Gram Panchayat, Mahishadal Development Block, Purba Medinipur invites percentage rate tender through e-tendering, N.I.T.No.- WBGP/RMMGP/39/2023- 24, Memo No.- 46 RMMGP/2024 on and from 15/01/2024 to 02/02/2024 at 10-00 AM up to 3.00 PM. N.I.T.No.- WBGP/RMMGP/40/2023-24, Memo No.- 47/RMMGP/2024 on and from 15/01/2024 to 29/01/2024 at 10-00 AM up to 3.00 PM. N.I.T.No.- WBGP/RMMGP/41/ 2023-24 Memo No.- 48/RMMGP/2024, on and from 15/01/2024 to 29/01/2024 at 10-00 AM up to 3.00 PM.Date .-11/01/2024. Intending bidders may access detailed information at http://www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Ramani Mohan Maity Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২১/০২_২০২৪/কে/১৫৭, তারিখ: ১০-০১-২০২৪; টেন্ডার নং: ০২_২০২৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে - [illegible] টেন্ডার মূল্য: [illegible] টাকা; বায়না মূল্য: [illegible] টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ০৫-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গ্রিড সংযুক্ত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/২২_২০২৩/কে/১৫২, তারিখ: ১০-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ২২_২০২৩। কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে গ্রিড সংযুক্ত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: [illegible] টাকা; বায়নার অর্থ: [illegible] টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ম্যাচ হবে না, কেন জানানো হয়নি? আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে প্রশ্ন মোহনবাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ কলকাতা লিগ ইস্যুতে আবার আইএফএ-কে চিঠি দিল মোহনবাগান। আইএফএ সচিবকে উল্লেখ করে মোহনবাগানের পক্ষ থেকে চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়, সুপার সিক্সের খিদিরপুর ও ডায়মন্ড হারবার এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচ দুটি যে খেলা হবে না, তা আগে থেকে কেন মোহনবাগানকে জানানো হয়নি আইএফএ-র তরফে। রাজ্য ফুটবল সংস্থার সংবিধানের ১৩ (১) ধারা উল্লেখ করার পাশাপাশি সংবিধানের 'সফট কপি' জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেই ই-মেলের সঙ্গে। জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন সংবিধানের ধারা প্রয়োগ করা হয়নি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে? মোহনবাগানের পক্ষ থেকে এই দুই

ক্লাবের দল না পাঠানোর ক্ষেত্রে শাস্তি পাওয়া উচিত বলে দাবি করা হয়েছে। এই বিষয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, আমরা সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেছি। মোহনবাগানের যে দুটো ম্যাচের কথা ওঁরা বলছেন যে জানানো হয়নি, সেই দুটো ম্যাচের সূচিই তৈরি হয়নি। তাই আলাদা করে জানানোর প্রয়োজন বোধ করিনি। যদি সূচি তৈরি হত তাহলে নিশ্চয়ই জানানো হত।

একই সঙ্গে ফের আইএফএ-র কাছে আর্থিক বকেয়া চেয়ে আবেদন করেন সবুজ-মেরুন কর্তারা। আগের চিঠিতেই এই আবেদন করার পর আইএফএ সচিব জানিয়েছিলেন, বিষয়টি ফিনান্স কমিটিতে পাঠানো হবে। এবার সেই ফিনান্স কমিটির উত্তর জানতে চাইছে মোহনবাগান। তারা চিঠিতে লিখেছে, 'আমাদের বকেয়া টাকার বিষয়টি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যা কয়েক বছর ধরে পড়ে রয়েছে। আপনি জানিয়েছিলেন বিষয়টি ফিনান্স কমিটিতে পাঠাবেন। আপনাকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এটা আমাদের আইনত প্রাপ্য অর্থ। দীর্ঘদিন বকেয়া থাকা আইএফএ-র সম্মানের জন্য ভালো নয়। আপনাদের ফিনান্স কমিটির সিদ্ধান্ত জানতে পারলে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারি।' এই প্রসঙ্গে আইএফএ সচিব বলেন, ফিনান্স কমিটির বৈঠক যখন হবে তখন বিষয়টি আমি সেখানে তুলব। তার পরেই আপনাদের বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত তথ্য দেওয় যেতে পারে। তার আগে নয়।

এশিয়ার মঞ্চে সম্মান আদায় করল সুনীল-সন্দেশের ভারত

অজিদের বিরুদ্ধে লড়েও হার

অস্ট্রেলিয়া ২ ('জ্যাকসন আরভাইন, 'জর্ডন বস)
ভারত ০

১৩ জানুয়ারি ঃ হারকে সেটা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। তবে আবার স্কোরলাইন দেখে

সবটা বিচার করাও উচিত নয় বলে মন করা ভালো। স্কোরলাইন বলছে চলতি এএফসি এশিয়ান কাপে ভারতের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু যারা ম্যাচটা সম্পূর্ন দেখেছেন, তাঁরা জানেন কতটা মরিয়া লড়াই ভারত করেছিল। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৫ নম্বরে থাকা অজিদের বিরুদ্ধে কীভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল ইগর স্টিমাচের ছেলেরা। ২০১৫ সালের এএফসি এশিয়ান কাপ জয়ী দলের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াকু ফুটবল সকলকে মনে করিয়ে দেবে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। শেষ পর্যন্ত জ্যাকসন আরভাইন ও জর্ডন বসের গোলে হার মানল লড়াকু ভারত। আগামী ১৮ জানুয়ারি ভারতের পরবর্তী প্রতিপক্ষ আর একটি শক্তিশালী উজবেকিস্তান। গোলের দেখা না পেলেও, লড়াই ছিল বিপক্ষের চোখে চোখ রেখে। খেলার প্রথমার্ধে ভারত লড়াই করে গত কাতার বিশ্বকাপে খেলা অস্ট্রেলিয়াকে আটকে দিয়েছিল। গোলের মুখ খুলতে দেয়নি। দুরন্ত খেলেছেন সন্দেশ জিঙ্ঘানের সঙ্গে ভারতের বাকি ডিফেন্ডাররা। মাটি আঁকড়ে তাঁরা লড়াই করেছেন। তবে সুনীল ছেত্রী যদি ম্যাচের ১৬ মিনিটে সহজ গোলের সুযোগ মিস না করতেন, তবে হয়তো ১-০ এগিয়ে থেকে বিরতিতে মাঠ ছাড়তে পারত ইগর স্টিমাচের ছেলেরা। তবে তাঁর বয়সটা দেখতে হবে।

১৬ মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল 'মেন ইন ব্লু' ব্রিগেড। বল নিয়ে ডান ফ্ল্যাঙ্কে ছিলেন নিখিল পূজারি। কিন্তু তিনি জায়গা পাল্টে বাঁ-দিকের ফ্ল্যাঙ্ক থেকে আক্রমণে ওঠেন। পাস না বাড়িয়ে তিনি অজি ডিফেন্ডারদের ডজ দিয়ে উপরে উঠে আসেন। এবং তিনি অস্ট্রেলিয়ার বক্সের ভিতরে গোলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুনীলকে লক্ষ্য করে বাতাসে বল ভাসিয়ে দেয়। হেডে নিশ্চিত গোল ছিল। কিন্তু সুনীল অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। ফলে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হয় ভারতের। এর পর থেকে প্রথমার্ধের বাকিটা সময় জুড়ে ছিল অজি স্ট্রাইকারদের সঙ্গে ভারতের ডিফেন্ডারদের লড়াই। মুহুর্মুহু আক্রমণ শানাল অস্ট্রেলিয়া। তবে লাভ হয়নি। প্রথমার্ধে গুরপ্রীত সিং সান্ধু ভালো পারফরম্যান্স করলেও, একটা সময় বড় ভুল করে বসেছিলেন। ২১ মিনিটে গোলকিক বাঁচাতে গিয়ে তিনি সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেন ভারতের তারকা গোলকিপার। মেটকাফ বল পান এবং তিনি সেই বল ধরে গোলে লক্ষ্য করে সজোরে মারেন। তবে সেই শটটি সোজা গুরপ্রীতের কাছেই যায়। তিনি সেভ করেন। ভারত হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বাকিটা সময়ও ভারত লড়াই করে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে দেখা গেল অজিদের। সেই গোল তারা বিরতির ঠিক পরেই পেয়েও গেল। আর অজিদের আটক রাখতে পারল না ভারত। বাঁদিক থেকে একটি ক্রস ভেসে আসলে, গুরপ্রীত এগিয়ে সেভ করতে আসেন। তবে বাঁচাতে পারেননি। প্রথমার্ধের যাবতীয় লড়াই এক মুহূর্তের ভুলে নষ্ট হয়। মার্টিন বয়েলের সেন্টারকে সেভ করার চেষ্টা করেন গুরপ্রীত। বল গ্রিপ করার বদলে পাঞ্চ করেছিলেন। সেই ফিরতি বল চলে যায় সরাসরি জ্যাকসন আরভিনের কাছে। সেই বল ধরেই আরভিন বল জালে জড়ান। ১-০ এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

৭২ মিনিটে ফের গোলের মুখ খোলে অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচের ৭২ মিনিটে দুই পরিবর্ত ফুটবলারের সৌজন্যে দ্বিতীয় গোল পেল অজিরা। রাইলি ম্যাকগ্রির মাইনাস থেকে আনমার্কড অবস্থায় জর্ডন বসের হালকা টাচে জালে জড়িয়ে গেল বল। নিখিল পুজারির ভুলে ২-০ এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া রয়েছে ২৫ নম্বরে। ভারত সেখানে ১০২-এ। শুধু র‍্যাঙ্কিংয়ের তফা নয়, দু'দলের ফুটবলের মান, শারীরিক দক্ষতা, প্রতিভা সবেতেই আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আর সেই কথা মাথায় রেখেও এশিয়ান কাপের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের নিংড়ে দিতে মরিয়া ছিল সুনীলের ভারত। এশিয়ান কাপে এই নিয়ে পাঁচ বার খেলতে চলেছে ভারত। গতবার গ্রুপ পর্বে তুলনায় সহজ প্রতিপক্ষ পেলেও, এবার সামনে তিন প্রতিপক্ষই কঠিন। তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া, যারা নিয়মিত বিশ্বকাপে খেলে। গতবার শেষ ষোলোতেও উঠেছে। খেলেছে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা এবং রানার্স ফ্রান্স দু'দলের বিরুদ্ধেই। ফলে লড়াই যে অত্যন্ত কঠিন ছিল সেটা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই। এটাই ছিল ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। ভারত এই ম্যাচে হারলেও ফুটবলপ্রেমীদের কাছে সম্মান ও সমীহ আদায় করে নিল এটা বলা যেতেই পারে। আজকের এই খেলা ভরতেরমুাষ শুধু নয় বিশ্বের অন্য দেশের মানুষেরও নজর কেড়েছে।

জোকোভিচ-স্মিথের 'দ্বৈরথ দেখে মুগ্ধ শচীনের টুইট

১৩ জানুয়ারি ঃ টেনিস কোর্টে নোভাক জকোভিচ ব্যাট হাতে। আর স্টিভ স্মিথ র‍্যাকেট হাতে গিটারের মূর্চ্ছনা তুলছেন। এমন দৃশ্য কস্মিনকালেও দেখা যায়নি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে জকোভিচ ও স্মিথ মন ভালো করা মুহূর্তের জন্ম দিয়েছিলেন। ভারতের কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকরও জোকার ও অজি ক্রিকেট তারকার এই ভিডিও দেখেছেন। তা দেখার পরে মুগ্ধ শচীন টুইট করেছেন, দুজন অত্যন্ত দক্ষ ক্রীড়াব্যক্তিত্বকে একসঙ্গে দেখে বেশ ভালো লাগল। স্কোর লাভ-অল। স্মিথ ও জোকারের প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার। শচীনের এহেন বার্তা নজর এড়ায়নি জোকারের। তিনি হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন শচীনকে।

ভাইরাল ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, জকোভিচ সজোরে একটি সার্ভিস করেন। সেটি দারুণ রিটার্ন করেন স্মিথ। অজি ক্রিকেটারের নিখুঁত রিটার্ন দেখে অবাক হয়ে যান জকোভিচ। তিনি শ্রদ্ধা জানান স্মিথকে। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। ক্যাপশন লেখা হয়, 'গেম রেসপেক্টস গেম।' অর্থাৎ একটি খেলার তারকা অন্য আরেকটি খেলার তারকাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। শুধু র‍্যাকেট হাতে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না জোকার। কব্জির চোট ভুলে একটা সময় তাঁকে ব্যাটিং করতেও দেখা গেল। ব্যাট দিয়ে বল ঠিকঠাক মারতে না পারলেও র‍্যাকেট হাতে কিন্তু জোকার বল গ্যালারিতে পাঠিয়েছেন।

হ্যারি কেইনরা ম্যাচ জিতে বেকেনবাওয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল

মিউনিখ, ১৩ জানুয়ারিঃ বুন্দেসলিগার ম্যাচে হফেনহেইমকে ৩-০ গোলে উ।ড়িয়ে দিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচে বড় জয় পেয়ে জার্মানির কিংবদন্তি ফুটবলার বেকেনবাওয়ারের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করল বায়ান মিউনিখ। শুক্রবার রাতে ঘরের মাঠে বায়ার্নের হয়ে গোল করেছেন ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইনও। হফেনহেইমের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ে করা গোলটি তার এবারের মরসুমের ২২তম। এই গোলের মাধ্যমে তিনি রবার্ট লেভানডস্কির সর্বোচ্চ ২২ গোলের রেকর্ডে ভাগ বসান কেইন।

চলতি মরসুমে ১৬ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে বায়ার্ন। আর সমান ম্যাচ খেলে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে বায়ার লেভারকুসেন।

জুড়েলকে দলের সঙ্গে জুড়ে আগামী দিনের জন্য তৈরি করতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট

দুরন্ত বার্তা, ১৩ জানুয়ারি ঃ গত শুক্রবার রাতেই প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলের ঘোষণা করে দিয়েছে বিসিসিআই। ১৬ জনের দলে বড় চমক বলতে ধ্রুব জুড়েল

। প্রথমবার ভারতীয় দলে ডাক পেলেন তরুণ কিপার-ব্যাটার। উত্তরপ্রদেশের ২২ বছরের এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে নিয়ে চমক দিল বিসিসিআই। কেএল রাহুল, কেএস ভরতের পর তিনিই ভারতের তৃতীয় বাছাই উইকেটকিপার ব্যাটার। কিন্তু কে এই ধ্রুব জুড়েল, ঈশান কিষাণ-সঞ্জু স্যামসনদের মতো উইকটেরক্ষকদের পিছনে ফেলে ভারতীয় দলে ঢুকে পড়েলন? শুক্রবার রাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্টের দল ঘোষণার পর থেকে আলোচনায় উঠে আসছে একটাই নাম , ধ্রুব জুড়েল।

উত্তর প্রদেশের এই ক্রিকেটার প্রথমবারের মতো ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। তিনি ব্যাক আপ উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে থাকবেন। যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট সিরিজের উইকেটরক্ষক লোকেশ রাহুল দলে ছিলেন। তাঁকেই হয়ত দেখা যাবে একাদশে, সঙ্গে আছেন আরেক উইকেটরক্ষক-ব্যাটার কেএস ভারত। উত্তরপ্রদেশের তরুণ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ধ্রুব জুড়েলকে ২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি টেস্টের জন্য প্রথমবারের জন্য ভারতীয় দলে জায়গা করে্ নিয়েছেন। গত কয়েক বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পরে, অবশেষে জাতীয় দল থেকে ডাক পেলেন উত্তরপ্রদেশের এই ক্রিকেটার। ২২ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় ২০০১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ২২ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় ২০০১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধ্রুব-র বাবা ভারতীয় সেনা বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ছোট থেকেই ক্রিকেটের প্রতি টান ছিল খুবই, কিন্তু সংসারে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু ধ্রুব-র উত্থানে মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ছেলের খেলার জন্য মা নিজের গহনাও বিক্রি করেন। ২০২১ সালে ভারতের প্রধান ঘরোয়া টি২০ টুর্নামেন্ট সৈযদ্ মুস্তাক আলি ট্রফিতে রাজ্য দলের হয়ে অভিষেক ঘটে ধ্রুব-র। টি২০ ক্রিকেটে নজর কাড়ার পর, জুড়েল রঞ্জি ট্রফি ম্যাচে খেলার সুযোগ পান। বিদর্ভের বিরুদ্ধে অভিষেক ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ৬৪ রান করে তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলেছিলেন। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে গত মরসুমে আইপিএলে অভিষেক হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের এই ক্রিকেটারের। প্রথম দিকে খুব একটা সুযোগ না পেলেও পরের দিকে কিন্তু নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন। সুযোগ পেয়েই তা কাজে লাগান। নিম্ন অর্ডারে ব্যাট করার সময় তাদের সেট আপের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেন। ২০২৩ সালের আইপিএলে ১৩টি ম্যাচ খেলে ১৭২.৭৩ এর দুর্দান্ত স্ট্রাইক-রেটে ১৫২ রান করেছিলেন। যার ফলে রাজস্থান রয়্যালস দল আসন্ন আইপিএলের জন্যও তাঁকে ধরে রেখেছে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৫ ম্যাচে ৭৯০ রান আছে তাঁর। এরইমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় এ দলেও সুযোগ পান ধ্রুব। ঈশান কিষাণের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ক্রমেই বাড়ছে। কেএল রাহুলকে শুধু ব্যাটসম্যান হিসাবেই ব্যবহার করতে চায় দল। বয়স্ক ভরত নয় বরং তরুণ জুড়েলকে দলের সঙ্গে জুড়ে আগামী দিনের জন্য তৈরি করতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী কোচ পেরেইরা ক্যানসারে আক্রান্ত

১৩ জানুয়ারি ঃ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি কোচ কার্লোস আলবার্তো পেরেইরা। চার মাস ধরে হজকিন লিম্ফোমা (দ্রুত বর্ধনশীল ও আক্রমণাত্মক রক্তের ক্যানসার, যা প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু উভয়কেই প্রভাবিত করে) রোগের চিকিৎসা নিচ্ছেন ১৯৯৪ সালে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জেতানো এই কোচ। পেরেইরার লিম্ফোমা ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। বিবৃতিতে পেরেইরাকে চার মাস ধরে কেমোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। চিকিৎসায় তাঁর শরীর দারুণভাবে সাড়া দিচ্ছে বলেও জানানো হয়। সিবিএফের বিবৃতিতে বলা হয়, ' চতুর্থ বিশ্বকাপজয়ী কোচের পরিবার এবং সামারিতানো হাসপাতালের চিকিৎসক দলের যাঁরা তার সঙ্গে আছেন, তাঁরা জানিয়েছেন, চিকিৎসার সঙ্গে পেরেইরার স্বাস্থ্য ইতিবাচকভাবে উন্নতি লাভ করছে।' এ সময় যাঁরা পেরেইরার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন এবং উদ্বেগ দেখিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদও দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে। কনফেডারেশনের এ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ' সমর্থকদের পক্ষ থেকে সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ প্রফেসর পেরেইরার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।' কোচ হিসেবে কিংবদন্তি পেরেইরা ঘানার জাতীয় দল নিয়ে ১৯৬৭ সালে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ জেতা ব্রাজিল দলে ফিটনেস কোচের দায়িত্ব পালন করেন পেরেইরা।

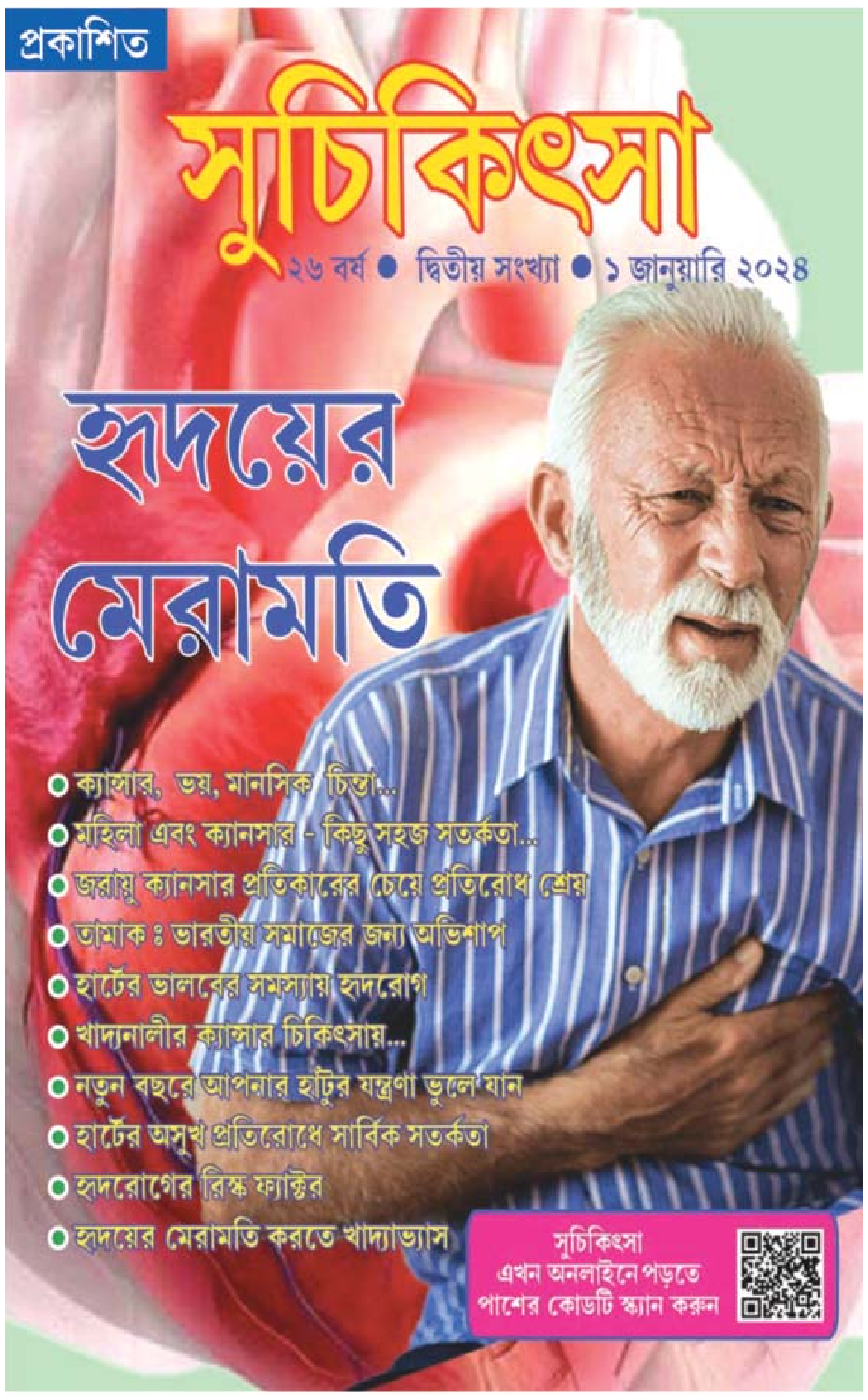

২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ইন্টার মায়ামির প্রাক-মৌসুম পর্ব

রোনাল্ডোর বিপক্ষে খেলতে মুখিয়ে আছেন মেসি

১৩ জানুয়ারি ঃ প্রায় দুই মাস বিরতির পর মাঠে ফেরার অপেক্ষায় আছেন লিওনেল মেসি। প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ইন্টার মায়ামির হয়ে সৌদি সফরে যাবেন মেসি। সেখানে আল নাসর আর আল হিলালের বিপক্ষে খেলবে মায়ামি। সৌদি আরবের দুই ক্লাবের বিপক্ষে খেলতে মুখিয়ে আছেন মেসি। আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ইন্টার মায়ামির প্রাক-মৌসুম পর্ব। প্রথম ম্যাচে এল সালভাদরের বিপক্ষে খেলবে মেসির দল। সবকিছু ঠিক থাকলে ২১ নভেম্বরের পর সেদিনই প্রথম মাঠে নামবেন মেসি। দুদিন পর এফসি ডালাসের বিপক্ষে আরেকটি প্রীতিম্যাচ খেলে সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা দেবেন মেসিরা। ইন্টার মায়ামি, আল হিলাল ও আল নাসরকে নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে রিয়াদ সিজন কাপ। সেখানে ২৯ জানুয়ারি আল হিলাল এবং ১ ফেব্রুয়ারি আল নাসরের বিপক্ষে খেলবে মায়ামি। এর মধ্যে মেসি-রোনাল্ডোর দেখা হবে বলে মায়ামি-নাসর ম্যাচ নিয়ে দর্শক উদ্দীপনা বেশি। দেখা হতে পারত নেইমারের সঙ্গেও, তবে চোটের কারণে আপাতত মাঠের বাইরে এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। রিয়াদ সিজন কাপ নিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট দিয়েছেন মেসি। যেখানে তিন দলের এই প্রতিযোগিতাকে 'ঐতিহাসিক উল্লেখ করে মেসি লিখেছেন, 'ইন্টার মায়ামির হয়ে রিয়াদ সিজন কাপের অংশ হতে তর সইছে না, যেখানে আমরা এক ঐতিহাসিক চ্যাম্পিয়নশিপে সৌদির শীর্ষ ক্লাবগুলোর মুখোমুখি হব।'

বিরতি শেষে নতুন মৌসুমের প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে অনুশীলনে নামার কথা লিওনেল মেসিদের। এর মধ্যে সংবাদ সম্মেলনে সমর্থকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে নতুন যোগ দেওয়া উরুগুয়ে তারকা লুইস সুয়ারেজকেও। এ মৌসুমে বড় কিছুতেই চোখ মেসিদের। সে লক্ষ্যে এবার শুরু থেকেই মনোযোগী দলটি। বিশেষ করে প্রস্তুতি ম্যাচগুলো দিয়ে নিজেদের পুরোপুরি প্রস্তুত করতে মরিয়া ইন্টার মায়ামি। গত মৌসুমে মেসির হাত ধরে নিজেদের প্রথম শিরোপা জেতা দলটি নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে। এল সালভাদর জাতীয় দলের বিপক্ষে এ ম্যাচে ' টিম' নিয়েই ইন্টার মায়ামি মাঠে নামবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইন্টার মায়ামির এ দলে মেসির সঙ্গে অভিষেক হবে সুয়ারেজের। সঙ্গে থাকবেন দলের দুই স্প্যানিয়ার্ড সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবাও। এল সালভাদরের বিপক্ষে ম্যাচটা অবশ্য কেবলই শুরু। নতুন মৌসুম শুরুর আগে নিজেদের প্রথম আন্তর্জাতিক সফরে বেশি কিছু ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501